দে কেইম টু বাগদাদ

BanglaBook.org

আগাথা ক্রিস্টি

অনুবাদ : সালমান হক

বাগদাদে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ যাবৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বিশ্বের দুই পরাশক্তি এদিন আলোচনায় বসবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্যে। কিন্তু একটি সংগঠন চাইছে না কোনভাবেই সফল হোক সেই সম্মেলন...কেন?

আর এরকম অবস্থায় বাগদাদে হাজির হয় ভিক্টোরিয়া জোনস। বরাবরই অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ভিক্টোরিয়ার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা অবশ্য ভিন্ন। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় যখন তার হোটেল রুমে মৃত্যু হয় এক গুপ্তচরের। আর এই গুপ্তচরের কাছেই ছিল সম্মেলন সফল করবার চাবিকাঠি। মৃত্যুশয্যায় তিনটি শব্দ বলে যায় সে- লুসিফার...বাসরা...লেফার্জ।

ভিক্টোরিয়া কি পারবে এই আপাত সম্পর্কহীন শব্দগুলোর অর্থপূর্ণ কিছু বের করতে? কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে পৃথিবীর জন্যে? রহস্যের রাণী আগাথা ক্রিস্টির এবারের নিবেদন একটু অন্যরকম... যেখানে রহস্যের ইন্দ্রজালে মোড়া পুরো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ড্যাম আগাথা মেরি ক্লারিসা ক্রিস্টি "আগাথা ক্রিস্টি" নামেই সর্বাধিক পরিচিত। মেরি ওয়েস্টম্যাক্ট ছদ্মনামেও লিখেছেন তিনি।

আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। রহস্য উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভাবনী লেখকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয় তাঁকে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের পরেই তাঁর অবস্থান। "দ্য কুইন অফ ক্রাইম" নামেও তিনি পরিচিত।

সর্বমোট ৬৬টি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন তিনি। এর পাশাপাশি লিখেছেন ১৪টির মতো ছোটোগল্প ও রোম্যান্টিক গল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো– মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেস, মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া, হিকোরি ডিকোরি ডক, দ্য এবিসি মার্ডার, অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান প্রভৃতি।

এরকুল পোয়ারো এবং মিস মার্পল তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত দুটো চরিত্র।

ক্রিস্টির অনেকগুলো রহস্য কাহিনি থেকে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এর তথ্যানুসারে আগাথা ক্রিস্টি বিশ্বের সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের লেখক। তার সমকক্ষে একমাত্র উইলিয়াম শেকসপিয়ারই অবস্থান করছেন। ইউনেস্কোর বিবৃতি অনুসারে তিনিই একমাত্র লেখক যার রচনা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বই।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডশায়ারের উইন্টারব্রুকে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁকে সমাহিত করা হয় অক্সফোর্ডশায়ারের সেন্ট মেরি চার্চে।

www.BanglaBook.org

আগাথা ক্রিস্টি

দেকেইম টু বাগদাদ

অনুবাদ- সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে কেইম টু বাগদাদ
আগাথা ক্রিস্টি
অনুবাদঃ সালমান হক
They Came to Baghdad

প্রকাশকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান
বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ
স্যুট-১১, লেভেল-৩, সার্কেল আম্বিয়া পয়েন্ট শপিং মল, পূর্ব রামপুরা,
ঢাকা-১২১৯।
অনুবাদসত্ত্বঃ বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদঃ ধ্রুব
মুদ্রণঃ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা।
গ্রাফিক্সঃ ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
কম্পোজঃ অনুবাদক
পরিবেশকঃ বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বর্ণমালা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
অনলাইন পরিবেশকঃ www.rokomari.com
www.faceboook.com/bookstreetbd

মূল্যঃ ৩০০ টাকা
Price: Tk. 300 only

উৎসর্গ

বড়ফুপু -নূরমহল বেগম
এবং
খালামণি- রহিমা আফসার'কে,
প্রিয় দু'জন মানুষ

অনুবাদকের কথা-

আমি রহস্যোপন্যাস প্রেমী, বিধায় আগাথা ক্রিস্টির লেখনীর সাথে পরিচয় একদম ছোট থাকতেই । অনুবাদ করাশুরুর পর থেকেই ইচ্ছে ছিল তার একটি বই অনুবাদ করবো । সে সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ পাবেন প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান ভাই ।

রহস্যের রাণী যাকে বলা হয়, আর যার বই বিশ্বে বিক্রিত হয়েছে ৪০০ কোটিরও বেশি কপি তার সম্পর্কে বেশি কিছু আর বলতে চাইছি না । তবে ক্রিস্টির 'দে কেইম টু বাগদাদ' বইটি অনুবাদের জন্যে বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে, এরকুল পোয়ারো আর মিস মার্পলের বইগুলো বাদেও যে বেশ কয়েকটি অনবদ্য উপন্যাসের রচয়িতা তিনি- সেটার সাথে এদেশের রহস্যপ্রেমীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ।বইটি পড়ার সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে পাঠকদের অনুরোধ করবো যাতে মাথা ঠান্ডা রেখে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন, কারণ ক্রিস্টির বইয়ে বাড়তি তথ্য বলে কিছু থাকে না, সবকিছুই ব্যবহৃত হয় রহস্য সমাধানে । সেখানেই ক্রিস্টির অনন্যতা । আশা করি সবার ভালো লাগবে আমাদের এই নিবেদন ।

সুলেখক, প্রিয়বন্ধু কিশোর পাশা ইমনকে আবারও ধন্যবাদ কারিগরী ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে ।

সালমান হক
২৩/৮/২০১৭, ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

খুশি মনে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো ক্যাপ্টেন ক্রসবি। খুশি হবেই না কেন? ব্যাংকে চেক ভাঙাতে এসে যদি কেউ খেয়াল করে যে ধারণার চাইতেও বেশি টাকা জমা হয়েছে অ্যাকাউন্টে, তাহলে খুশিতে দাঁত বের হয়ে যেতেই পারে। ক্যাপ্টেন ক্রসবি বরাবরই হাসিখুশি মানুষ, নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট। তার অবয়বের সাথে অবশ্য এরকম স্বভাবই যায়, অন্যথায় মানাতো না বোধহয়। ছোটোখাটো গড়ন, ধবধবে ফর্সাচেহারা আর ঠোঁটের ওপরে দশাসই গোঁফ। একটু রঙচঙে জামাকাপড় না পরলে চলে না তার।খুব ভালোএকজন শ্রোতা ক্যাপ্টেন ক্রসবি, আড্ডায় মজে যেতে পারেন যে কারও সাথে। এজন্যে সবাই ভালো চোখে দেখে তাকে। হাসিখুশি, অবিবাহিত , দায়িত্বশীল একজন মানুষ।প্রাচ্যেএরকম হাজারটা ক্যাপ্টেন ক্রসবির দেখা মিলবে।

এই মুহূর্তে যে রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন ক্রসবি সেটার নাম ব্যাংক স্ট্রিট। নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে শহরের বড় বড় ব্যাংকগুলো এখানেই অবস্থিত। বাইরেররৌদ্রজ্জ্বল পরিবেশের তুলনায় ব্যাংকগুলোর ভেতরটা অবশ্য কিছুটা অন্ধকার। সেখানে ঢুকলেই যে কারো কানে প্রথমে আসবে টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ। সাথে ব্যাংকারদের ব্যস্ততা তো আছেই।

ব্যাংক স্ট্রিট রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। সচরাচর ব্যস্ত রাস্তায় যেমনটা শোনা যায়- গাড়ির হর্নের শব্দ, পথচারীদের গুঞ্জনের শব্দ, সেই সাথে এখানে যোগ হয়েছে ফেরিওয়ালা আর হকারদের ডাকাডাকির শব্দ। হরেক রকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছে তারা। কি নেই সেখানে? ফলমূল, মিষ্টান্ন থেকে শুরু করে দাঁড়ি কামানোর ব্লেড, তোয়ালে- সব পাওয়া যাবে। এখানে সেখানে জটলা বেঁধে কথা বলতে থাকা কিছু মানুষকে প্রথম দর্শনে একে অপরের চিরশত্রু প্রতীময়মান হলেও কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে আসলে তাদের মধ্যে গলায় গলায় ভাব।রাস্তায় দাঁড়ালে কানে আসবে অনবরত গলা খাকারি দেয়ার শব্দ, কেউ না কেউ কাশছেই প্রতিক্ষণে। আর সবকিছু ছাপিয়ে কানে আসবে ব্যস্ত রাস্তায় মোটর গাড়ির মাঝ দিয়ে চলাচল

করা ঘোড়া আর গাধায় টানা গাড়ির চালকদের চিৎকারের আওয়াজ *'বালেক!-বালেক!'* ।

কোলাহলে পূর্ণ বাগদাদ নগরীতে এখন সকাল ১১ টা ।

খবরের কাগজ হাতে ছুটতে থাকা একটা ছেলেকে থামিয়ে তার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনে নিলো ক্যাপ্টেন ক্রসবি । সেটা হাতে করেই ব্যাংক স্ট্রিট থেকে বামে মোড়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উঠে আসলো রশিদ স্ট্রিটে । টাইগ্রিস নদীর সাথে চার মাইল সমান্তরালে চলা এই রাস্তাটাই বাগদাদ শহরের মূল সড়ক ।

ক্যাপ্টেন ক্রসবি এক ঝলক দেখে নিলো প্রধান শিরোনামগুলো । দেখা শেষ করে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে প্রায় দুশ কদম হেঁটে ডানদিকে মোড় নিয়েএকটা ছোট্ট গলি ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা বড় দালানেরসামনে । দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একটা বড় অফিস ।

একজন ইরাকী বেয়ারা হাসিমুখে টাইপরাইটার ছেড়ে উঠে আসলোতাকে স্বাগত জানানোর জন্যে ।

"শুভ সকাল, ক্যাপ্টেন ক্রসবি । কি করতে পারি আপনার জন্যে আজ?"

"মিস্টার ড্যাকিন আছেন?"

"জ্বি" ।

"বেশ । সেখানেই যাবো আমি" ।

কয়েকটা ভীষণ রকম খাড়া সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরতলায় উঠে আসলো সে । যে হলওয়েতে এসে শেষ হয়েছে সিড়িটা,সেটা বেশ নোংরা । সবচেয়ে শেষের দরজাটার সামনে এসে কড়া নাড়লো । ভেতর থেকে প্রবেশের অনুমতি মিললো কিছুক্ষণের মধ্যেই ।

ঘরটার ভেতরে আসবাবপত্রের সংখ্যা বেশ কম । এক কোণায় একটা তেলের চুলা, সেটার ওপর একটা পানিভর্তি সসার । ঘরের মাঝে একটা পুরনো ডেস্ক আর সেটার সামনে একটা নিচু কফি টেবিল । এই দিনের বেলাতেও বাতি জ্বালানো ঘরে,ইচ্ছে করেই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে দিনের আলো প্রবেশ না করতে পারে ভেতরে ।ডেস্কটার পেছনে বসে আছে একজন গম্ভীর মানুষ । দেখে ভীষণ ক্লান্ত মনে হবে তাকে ।যেন গোটা জগতের ওপর আশা হারিয়েছেসে বহু আগেই ।

ক্যাপ্টেন ক্রসবি(হাসিখুশি, উৎফুল্ল) আর মিস্টার ড্যাকিন(গম্ভীর, ক্লান্ত) একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ ।

"তারপর? খবর কি তোমার, ক্রসবি?কির্কুক থেকে ফিরলে নাকি?"

BanglaBook.org

জবাবে মাথা নাড়লো ক্রসবি। এরপর সাবধানে পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। দরজাটা দেখে আপাতদৃষ্টিতে দূর্বল মনে হলেও, আদতে এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। একবার লাগিয়ে দিলে বাইরে থেকে ভেতরের কোন শব্দ কেউ শুনতে পারবে না। ঘরটা পুরোপুরিসাউন্ডপ্রুফ।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে ভেতরের দু'জন মানুষের ব্যক্তিত্বে আমূল পরিবর্তন আসলো। পরিবর্তন আসলো দৈহিক ভঙ্গিতেও। ক্যাপ্টেন ক্রসবির চেহারা থেকে সদা হাস্যোজ্জল, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিটা কমে এলো কিছুটা। মিস্টার ড্যাকিনও একদম সোজা হয়ে চেয়ারে বসলো, এখন আর তাকে দেখে ক্লান্ত বা বিরক্ত মনে হচ্ছে না। ঘরে এখন অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারতো কে অধস্তন আর কে উর্ধ্বতন।

"কোন খবর আছে, স্যার?" ক্রসবি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ," বললো ড্যাকিন। তার সামনে ডেস্কে একটা কাগজ রাখা। এটা থেকেই এতক্ষণে সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল সে।সেদিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললো, "মিটিংটা বাগদাদেই হবে"।

এরপর একটা দেশলাই থেকে কাঠি বের করে আগুন জ্বালিয়ে ধরিয়ে ফেললো কাগজটা। পুরোপুরি পুড়ে যাবার পর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলো ছাইগুলো।বাতাসে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়ালো পোড়া কাগজ আর বারুদের গন্ধ।

"আগামী মাসের বিশ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে সেটা। আমাদের যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে বলা হয়েছে"।

"গত তিনদিন ধরে সব জায়গায় এটা নিয়ে কানাঘুষো শুনছি," শুকনো স্বরে বললো ক্রসবি।

সেটা শুনে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলোমিস্টার ড্যাকিনের মুখে।

"এসব জায়গায় গোপনীয়তা বলে কিছু নেই, কি বলো ক্রসবি?"

"ঠিক বলেছেন স্যার। তবে আমার কাছে মনে হয় যে প্রাচ্যে কিংবা পশ্চিমে কোথাওই গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। মহাযুদ্ধের সময় তো নাপিতরাও অনেক সময় সেনাবাহিনীর সদস্যদের চেয়ে বেশি কিছু জানতো"।

"তবে এই ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কিছু না ভাবলেও চলবে। কারণ একবার যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে যে বাগদাদেই হবে মিটিংটা, তখন কিছুদিনের মধ্যে সবাইকে জানাতেই হবে। আর আমাদের আসল কাজ শুরু হবে ঠিক তখন থেকেই"।

"আপনার কি মনে হয়, স্যার?মিটিঙটা কি আসলেও হবে?" ক্যাপ্টেন ক্রসবি তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করলো, "আঙ্কেল জো*(ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে এই নামেই ডাকে সে)*কি আসলেও আসবে?"

BanglaBook.org

"এবার সে আসলেও আসবে মনে হয়, ক্রসবি," কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে বললো ড্যাকিন।"আর মিটিংটা যদি সফল হয়,তাহলে সেটার চেয়ে ভালো আর কিছু হবে না। অনেক নিরীহ প্রাণ বেঁচে যাবে। গোটা পৃথিবী-" বাক্যটা শেষ করলো না সে।

ক্রসবিকে দেখে অবশ্য খুব একটা আশাবাদী মনে হলো না। "মাফ করবেন, স্যার। কিন্তু কোনরকমের সমঝোতায় পৌঁছুনোকি আসলেও সম্ভব?"

"যদি এই মিটিংটা পূর্বের মিটিংগুলোর মত হতো- মানে দু'জন ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তির মধ্যে মিটিং তাহলে আমিও তোমার মত আগে থেকেই হাল ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এবার তৃতীয় এক ব্যক্তির কথা মাথায় রাখতে হবে।কারমাইকেলের কথা। যদি ওর বলা গল্পটা আসলেও সত্যি হয়ে থাকে-"মাথা নেড়ে বাকি কথাটা অপর জনকে বুঝিয়ে দিলো সে।

"আপনি কি আসলেও বিশ্বাস করেন যে ওর কথাটা সত্যি?"

অপরজন চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। তার মানসপটে ভেসে উঠলো সেদিনের চিত্র। যেদিন ঐ অবিশ্বাস্য কথাগুলো বলেছিলো কারমাইকেল। নিজেকে শোনানোর মত করেই এরপরের কথাগুলো বললো সে, "হয় আমার সবচেয়ে সেরা লোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নাহলে সে যা বলছে সব সত্যি। কারমাইকেল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কথাটা। প্রমাণও জোগাড় করেছে সে। আর সেগুলো মিলেও যায় গল্পটার সাথে। কিন্তু আরো শক্ত প্রমাণ জোগাড় করার যুদ্ধে নেমেছে ও। তাকে সেটা করার অনুমতি দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি কিনা,সেটা নিয়ে অবশ্য সংশয়ে আছি। ও যদি প্রমাণসহ ফিরে না আসে, তাহলে সেটা একটা গল্প হিসেবেই রয়ে যাবে। কিন্তু আগামী বিশ তারিখে কারমাইকেল যদি সশরীরে হাজির হয়ে সব কিছু খুলে বলে প্রমাণসহ-"

"প্রমাণ?" জিজ্ঞেস করলো ক্রসবি।

"হ্যাঁ, প্রমাণ আছে ওর কাছে," মাথা নেড়ে বললো ড্যাকিন।

"আপনি কিভাবে জানলেন?"

"যেভাবে জানার কথা ছিল। সালাহ হাসানের মাধ্যমে আমার কাছে একটা বার্তা এসেছে *'এক সাদা উট খেঁজুর সহ রওনা দিয়েছেমরুভূমির ভেতর দিয়ে'* ।এর অর্থ হচ্ছে - যা খুঁজছিলো পেয়ে গেছে কারমাইকেল, কিন্তু ওকে সন্দেহ করছে শত্রুরা। পেছনে লোক লেগেছে। যেখান দিয়েই আসার চেষ্টা করুক না কেন সে, নজর রাখা হয়েছে। আর সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে, এখানে ওত পেতে ওর জন্যে বসে থাকবে ওরা। নজর রাখা হবে শহরের প্রবেশপথগুলোতে। আর কোনভাবে যদি ভেতরে ঢুকেও যায়, তখন কড়া নজরদারি চলবে দূতাবাসগুলোতে"।

BanglaBook.org

এরপর সামনের ডেস্কে রাখা একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলো সে। "ইরান থেকে গাড়ি চালিয়ে ইরাকে আসার সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু। ডাকাতদের বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তার।কুর্দিশ এক ব্যবসায়ী মারা গেছে সন্ত্রাসীদের চকিত আক্রমনে। আর্মেনিয়ান এক ট্রাকচালকের লাশ পাওয়া গেছে রোয়ান্দাজ রোডে। এদের সবার দেহাবয়বের সাথে কারমাইকেলের মিল ছিল- উচ্চতা, চুল, গায়ের রঙ। কোন সুযোগ হাতছাড়া করছে না শত্রুরা। ওকে শেষ করে দেয়াটাই লক্ষ্য ওদের।ইরাকে পৌঁছাতে পারলে ওর বিপদ আরো বাড়বে। দূতাবাসের ভেতরে ওদের লোক আছে, পুলিশেও আছে"।

ক্রসবিকে দেখে মনে হলো কিছুটা অবাক হয়েছে।

"এত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে তারা?"

"সেই ব্যাপারেকোন সন্দেহ নেই আমার। এমনকি আমাদের নিজেদের মধ্যেও ওদের চর আছে, আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার। আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে কারমাইকেলের আগমনের খবর আমাদের লোকেরাই ওদের কাছে চালান করে দেবে না? গুপ্তচরবৃত্তির একদম প্রাথমিক একটা পদক্ষেপ হচ্ছে শত্রুপক্ষের কাউকে হাত করা"।

"এমন কেউ কি আছে যাকে আপনি সন্দেহ করেন?"

মাথা নেড়ে না করে দিলো ড্যাকিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ক্রসবির মুখ দিয়ে।

"আমরা কি এরমধ্যেই কাজ চালিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ"।

"আর ক্রফটন লির কি খবর?"

"বাগদাদে আসতে সম্মত হয়েছে সে"।

"সবাই আসছে বাগদাদে," ক্রসবি বললো। "এমনকি আঙ্কেল জো পর্যন্ত। কিন্তু স্যার, প্রেসিডেন্ট এখানে থাকা অবস্থায় তার যদি কিছু হয় তাহলে ঝামেলা কিন্তু বেড়ে যাবে বহুগুণে"।

"সেরকম কিছুই ঘটতে দেয়া যাবে না," ড্যাকিন বললো। "সেদিকে নজর রাখাই আমাদের কাজ"।

ক্রসবি চলে যাবার পর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে আনমনেই বিড়বিড় করতে থাকলো ড্যাকিন।

"বাগদাদে আসছে সবাই..."।

একটা ব্লটিং প্যাডে গোল একটা বৃত্ত একে সেটার নিচে বাগদাদ লেখলো সে। এরপর সেটার চারদিকে আঁকলোএকটা প্লেন, উট, ট্রেন আর স্টিমারের ছবি।

BanglaBook.org

কোণার দিকে একটা মাকড়সার জালও আকলো- সেই জালের মাঝে লেখা 'অ্যানা সোফিয়া'। সেটার নিচে বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।
এরপর মাথার হ্যাটটা তুলে নিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসলো সে। রশিদ স্ট্রিট ধরে তাকে হাঁটতে দেখে একজন পথচারী অন্য এক পথচারীকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলো।
"উনি? মিস্টার ড্যাকিন। একটা তেল কোম্পানিতে চাকরি করেন। ভালো মানুষ, কিন্তু সুবিধা করতে পারছেন না। সারাদিন নাকি মাতাল হয়ে থাকেন।বেশিদিন টিকতে পারবে বলে মনে হয় না। এই অঞ্চলে কাজ আদায় করতে হলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়"।

*****

"পিটারসেন কোম্পানির রিপোর্টগুলো পেয়েছেন, মিস সোফিয়া?"
"হ্যাঁ, মিস্টার মরগ্যান"।
দ্রুত মালিকের সামনে কাগজগুলো পেশ করলো অ্যানা সোফিয়া। বরাবরই দক্ষ একজন কর্মী সে।
পড়তে পড়তে নাক দিয়ে একবার আওয়াজ করলো লোকটা।
"সন্তোষজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে"।
"আমারও তাই মনে হচ্ছে, মিস্টার মরগ্যান"।
"সেবাস্টিয়ান এসেছে?"
"বাইরের অফিসে অপেক্ষাকরছে সে"।
"তাকে এখনই ভেতরে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন"।
মিস সোফিয়া তার সামনে থাকা ছয়টা বেলের একটায় চাপ দিলো।
"আমাকে কি আপনারআর দরকার হবে, মিস্টার মরগ্যান?"
"না, মিস সোফিয়া"।
অ্যানা সোফিয়া নিঃশব্দে বেরিয়ে আসলো ঘরটা থেকে।
ঝকঝকে সোনালি রঙের চুল তার। এত বেশি উজ্জ্বল যে দূর থেকে দেখলে রূপোলী মনে হয়।*'প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড'* বলে এই ধরণের চুলকে।টানটান করে বাঁধা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধ অবধি। চশমার কাঁচের নিচে উঁকি দিচ্ছে বুদ্ধিদীপ্তএকজোড়া চোখ। চেহারায় কোন ধরণের অনুভূতি নেই তার, তবে মুখশ্রীকে খারাপ বলা যাবে নাকোনভাবেই।কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সৌন্দর্য নয়, দক্ষতা দ্বারা এই পর্যায়ে উঠে এসেছে সে। কোন কিছু ভোলে না সে, যত কঠিন নামই হোক না কেন। কখনও কোন মিটিং বা অন্য কোন কিছুর তারিখ বলার জন্যে

BanglaBook.org

কোন নোটপ্যাডে চোখ বোলাতে হয় না তাকে।একটা বড় অফিসের সব কর্মিদের এমন ভাবে নিয়ন্ত্রন করে সে যাতে সব কাজ সম্পন্ন হয় নির্বিঘ্নে।প্রচ-রকমের নিয়মানুবর্তী সে নিজেও।

ওটো মরগ্যান, *ব্রাউন অ্যান্ড শিপের্ক ব্যাংক* এবং *মরগ্যান ফার্মের* প্রধান। অ্যানা সোফিয়ার ওপর প্রচ-ভাবে নির্ভরশীল সে।হাজার পয়সা ঢাললেও এরকম কর্মী যে আর পাওয়া যাবে না, সেটা ভালোভাবেই জানা আছে তার। সোফিয়াকে পুরোপুরি ভরসা করে সে।তার অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, ঠা-া মাথায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এসব অমূল্য। অনেক বড় অঙ্কের বেতন দেয় সে অ্যানা সোফিয়াকে। চাইলে সেই অঙ্ক বাড়তেও সময় লাগবে না।

অ্যানা সোফিয়া যে শুধু তার ব্যবসা সংক্রান্ত সবকিছু জানে, তা নয়। মিস্টার মরগ্যানের ব্যক্তিগত জীবনেও যথেষ্ঠ প্রভাব আছে তার।তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে যখন সোফিয়ার সাথে আলাপ করে সে, তখন ডিভোর্সের পরামর্শ পান। আর সেটাই সবচেয়ে কার্যকর পরামর্শ ছিল।তার মতে অ্যানা সোফিয়া একজন অনুভূতিহীন মানুষ, যার পৃথিবী আবর্তিত হয় ব্যাংকের কাজকে ঘিরে। তাই পরদিন যখন মিস সোফিয়ার কথা শুনলো তখন অবাক না হয়ে পারলো না মিস্টার ওটো মরগ্যান।

"তিন সপ্তাহের ছুটি চাই আমার, মিস্টার মরগ্যান। আগামীমঙ্গলবার থেকে"।

"খুবই অস্বস্তি লাগবে আমার," কিছুক্ষণ অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললো সে।

"খুব বেশি ঝামেলা হবে না, মিস্টার মরগ্যান। মিস ওয়াইগেটকে সবকিছু বুঝিয়ে রেখে যাবো আমি। সামলে নেবে সে। মিস্টার কর্নওয়ালও থাকবেন"।

"আপনার শরীর ঠিক আছে তো?" অস্বস্তি দূর হচ্ছে না মিস্টার মরগ্যানের। মিস সোফিয়ার অসুস্থতার কথা চিন্তাই করতে পারে না সে।

"সেরকম কিছু না, মিস্টার মরগ্যান। আমি লন্ডনে আমার বোনের সাথে দেখা করতে যাবো"।

"আপনার বোন?" তার যে একটা বোন আছে এটা জানা ছিল না মিস্টার মরগ্যানের। আসলে মিস সোফিয়ার পরিবারের কারো সম্পর্কেই কোন ধারণা নেই তার। কখনও আলাপ হয়নি এসব ব্যাপারে। গত বছরের অগাস্টে তার সাথে লন্ডনে যাবার সময়েও বোনের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেনি সে।

"আপনার বোন যে ইংল্যান্ডে থাকে সেটা জানতাম না আমি," গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে।

জবাবে মৃদু একটা হাসি ফুটলো মিস সোফিয়ার ঠোঁটের কোণে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, ইংল্যান্ডেই থাকে আমার বোন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাথে জড়িত ওর স্বামী, একজন প্রত্নতাত্ত্বিক তিনি। একটা অপারেশন হবে ওর, সেজন্যেই চাইছে যাতে অপারেশনের সময়টা আমি সেখানে থাকি। আমিও যেতে চাইছিলাম বেশ কয়েকদিন ধরে"।

যাওয়ার ব্যাপারে যে আগে থেকেই মনস্থির করে রেখেছে সে এটা বুঝে গেলো মিস্টার মরগ্যান।

"ঠিক আছে, যান। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবেন। বাজারের অবস্থা ভালো না। যেকোন সময় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।অবশ্য আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে সেটাই একমাত্রসমাধান। আর এখন তো শুনছি যে আমাদের প্রেসিডেন্টও নাকি যাবে বাগদাদে। সেটাতে বরং শয়তানদের পোয়াবারো। ওত পেতে বসে থাকবে তার ওপর আক্রমন চালানোর জন্যে"।

"তাকে ঘিরে পাহারাও নিশ্চয়ই কম থাকবে না," মিস সোফিয়া বললো শান্ত স্বরে।

"ইরানের শাহকে গত বছর হত্যা করেছিলো তারা, মনে আছে? প্যালেস্টাইনে আক্রমণ করেছিলো বার্নাডোটকে। পাগলামি ছাড়া কিছু না এটা।"

"পুরো পৃথিবীটাই এখন পাগলদের স্বর্গ," বেরিয়ে যাবার আগে বললো অ্যানা সোফিয়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ভিক্টোরিয়া জোনস এ মুহূর্তে তার অফিসে বসে আছে ঠিকই, তবে তার মনোযোগ মোটেও কাজে নিবন্ধিত নয়। সে ঠিক কি কাজে ব্যস্ত সেটা বলার আগে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেয়া যাক।

ভিক্টোরিয়া একদম সাধারণ একটা মেয়ে। তাই স্বভাবতই তার চরিত্রে যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি কিছু ত্রুটিও আছে বৈকি। ভীষণ মিশুক, উদার আর চটপটে স্বভাবের মেয়ে সে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি তার যে বাড়তি ঝোঁক, সেটাকে এই আমলে ঠিক দোষ বলা যায় না, তবে গুণও বলা চলে না।তবে তার সবচেয়ে বড় চারিত্রিক ত্রুটি হচ্ছে - অকপটে মিথ্যে কথা বলা। বাস্তবের চেয়ে কল্পনায় বসবাস করতেই বেশি ভালো লাগে তার।। মিথ্যে বলাকে রীতিমত শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে সে। যদি কখনও অফিসে আসতে দেরি হয়ে যায় তবে সে ক্ষমা চাওয়ার চাইতে কিংবা ছোটখাট কোন অজুহাত না দেখিয়ে(তার ক্ষেত্রে যেমন ঘড়িটা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়) বানিয়ে কিছু বলাটাই শ্রেয় মনে করবে। বলবে, সে যে পথ ধরে আসছিলো সে পথে একটা হাতি এসে শুয়ে ছিল রাস্তার মাঝখানে, তাই বাস চলাচল করতে পারছিলো না। কিংবা কোন ছিনতাইকারী কোন পর্যটকের ব্যাগ চুরি করে পালানোর সময় তাকে ধরতে পুলিশকে সাহায্য করতে হয়েছে ভিক্টোরিয়াকে।এরকম কাল্পনিক দুনিয়াতে বাস করতেই ভালো লাগে তার।

ছিপছিপে দেহের ছোটোখাটো ভিক্টোরিয়াকে হয়তো কেউ বিশ্ব সুন্দরী অভিহিত করবে না, তবে তার চেহারার মায়াও এড়িয়ে যেতে পারবে না । তার এই চেহারার আবার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও আছে, যে কাউকে একদম অবিকল নকল করতে পারে সে।

আর এই মুহূর্তে ঠিক সেই কাজটাতেই ব্যস্ত সে। গ্রেহোম স্ট্রিটে অবস্থিত গ্রিনহল্টজ অ্যান্ড সিমন্স অফিসের একজন টাইপিস্ট ভিক্টোরিয়া। সকাল সকাল অফিসের অন্য তিনজন টাইপিস্ট এবং একজন পিয়নকে কাজের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে মিসেস গ্রিনহল্টজকেঅনুকরণ করে দেখাচ্ছে সে। দেখাচ্ছে যে অফিসে মিস্টার গ্রিনহল্টজের সাথে দেখা করতে আসলে কেমন আচরণ করেন ভদ্র মহিলা। মিস্টার গ্রিনহল্টজ এই মুহূর্তে তার আইনজীবিদের

BanglaBook.org

সাথে দেখা করতে যাওয়ায় কোন বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করাও প্রয়োজন মনে হয়নি তার কাছে।

"আমাকে ঐ হিরের নেকলেসটা কেন কিনে দিলেনা তুমি," ভাঁড়ামি করার সুরে বললো ভিক্টোরিয়া। "তোমার কি টাকার অভাব পড়েছে? মিথ্যে বলবে না। ব্যবসার অবস্থা খুব ভালো এখন, এটা জানি আমি। আর তুমি সেদিন অফিসের মিটিঙের কথা বলে কার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে বলো তো? ঐ মেয়েটার সাথে না তো?"

হঠাৎ করে তার দর্শকদের সবার কাজে ভীষণ মনোযোগী হয়ে উঠতে দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলো না ভিক্টোরিয়া। *একদম নিখুঁত অনুকরণই তো করছিলো ও !*কি মনে করে একবার দরজার দিকে তাকাতেই ঘাবড়ে গেলো ভীষণ। মিস্টার গ্রিনহল্টজ যে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়ালই করেনি ও।

"ওহ!" দূর্বল স্বরে কেবল এটুকু উচ্চারণ করতেই সক্ষম হলো বেচারি।

নাক দিয়ে ঘোঁত করে একটা আওয়াজ করলেন মিস্টার গ্রিনহল্টজ।

হাতের কোটটা নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত অফিসরুমে ঢুকে গিয়ে সশব্দে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই বেল বেজে উঠলো তিনবার। অর্থাৎ ভিক্টোরিয়াকে ডাকছেন তিনি।

"তোমাকে ডাকছে ভিক্টোরিয়া," ইচ্ছে করে খোঁটা দেয়ার জন্যে বললো এক সহকর্মী। চোখের সামনেঅন্য কারো অসুবিধা হতে দেখলে খুশি হয় যারা, তাদের মধ্যে সে একজন।

"আজকে তোমার খবর আছে," অন্য একজন সহকর্মী বলে উঠলো।

কমবয়সী পিয়নটা ডানহাতের তর্জনী গলার কাছে নিয়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করলো।

একটা পেন্সিল আর নোটবুক নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে(এই অবস্থায় যতটা আত্মবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব)মিস্টার গ্রিনহল্টজের অফিসের দিকে হেঁটে গেলো ভিক্টোরিয়া।

"কিছু দরকার, মিস্টার গ্রিনহল্টজ?" বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো ও।

"এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছো আজকে? অন্যদিন তো বেল বাজানোর দশ মিনিট পরেও তোমার দর্শন পাওয়া যায় না," টিটকারির স্বরে বললেন মিস্টার গ্রিনহল্টজ।"অনেক সহ্য করেছি তোমার বেয়াড়াপনা, যথেষ্ঠ হয়েছে। আমাকে কারণ দেখাতে পারবে যে কেন তোমাকে ঠিক এই মুহূর্তে বিনা বেতনে পত্রপাঠ বিদায় করবো না আমি?"

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়া তার মা'র অসুস্থতা নিয়ে কিছু একটা বলবে ভাবলো। তাদের দরিদ্র পরিবারে সে নিজেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, এটার সাথে যদি মা'র চিকিৎসার খরচের কথা বলা যায় তাহলে কাজ হতে পারে(আদতে ছোটবেলা থেকেই অনাথ ভিক্টোরিয়া, পরিবার বলতে কিছু নেই তার)।কিন্তু মিস্টার গ্রিনহল্টজের রাগী চেহারা দেখে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

"আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি," স্বাভাবিক স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। "একদম সঠিক সিদ্ধান্তটাই নেবেন আপনি, এটা জানা আছে আমার"।

কিছুটা অবাক না হয়ে পারলেন না মিস্টার গ্রিনহল্টজ। এভাবে কাউকে চাকরি থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়ার পরেও কেউ যে এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমত পোষণ করতে পারে সেটা ধারণার বাইরে ছিল তার। একটু অপ্রস্তুত হলেও সামলে নিলেন তিনি। ডেস্কের ওপর রাখা তিন পাউন্ডের নোট এবং পয়সাগুলো গুণে দেখলেন আরেকবার।

"নয় পেনি কম আছে," বিড়বিড় করে বললেন।

"সমস্যা নেই স্যার," ভিক্টোরিয়া বললো। "ওটা দিয়ে আপনি নাহয় কিছু খেয়ে নেবেন"।

"কোন স্ট্যাম্পও চোখে পড়ছে না"।

"ওতে কিছু যায় আসে না, স্যার। আমি চিঠি লিখি না একদমই"।

"সেটা পরে পাঠিয়ে দেবো আমি," মিস্টার গ্রিনহল্টজ বললেন।

"দরকার নেই স্যার। তারচেয়ে বরং একটা সুপারিশনামা লিখে দিন"।

আবার আগের রূপে ফিরে গেলেন মিস্টার গ্রিনহল্টজ।

"কোন সাহসে সুপারিশনামা চাইছো?"

"এরকমটাই নিয়ম"।

সামনের নোটপ্যাড থেকে একটা পাতা ছিড়ে নিয়ে সেটায় কিছু কথা লিখলেন মিস্টার গ্রিনহল্টজ। এরপর সেটা বাড়িয়ে দিলেন ভিক্টোরিয়ার দিকে।

"চলবে এতে?"

-মিস জোনস আমার অফিসে দুই মাস শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের দায়িত্ব পালন করেছে। তার টাইপ করা প্রতিটি বাক্যে অসংখ্য ভুল থাকে এবং সঠিক বানান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ সময় অকাজে নষ্ট করার দায়ে তাকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে লেখাগুলো পড়লো ভিক্টোরিয়া।

"এটা তো কোন সুপারিশনামা হলো না," মন্তব্য করলো ও।

"সুপারিশনামার উল্টো এটা"।

BanglaBook.org

"অন্তত আপনার এটুকু লেখে দেয়া উচিৎ যে আমি সৎ, ভদ্র এবং অনুগত একজন কর্মী। সেই সাথে এটাও বলতে পারেন যে আমি ভীষণ বিচক্ষণ"।
"তুমি বিচক্ষণ!" ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন মিস্টার গ্রিনহল্টজ।
একদম নিস্পাপ ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া।
"হ্যাঁ, বিচক্ষণ "।
আর কথা বাড়াতে চাইলেন না মিস্টার গ্রিনহল্টজ। ভিক্টোরিয়ার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে নতুন করে লেখতে শুরু করলেন।
-আমার অফিসে দু'মাস শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের ভূমিকা পালন করেছে ভিক্টোরিয়া জোনস। কিন্তু এ মুহূর্তে বাড়তি কর্মীর খরচ কোম্পানি বহন করতে না পারায় তাকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে।
"এবার?"
"আরো ভালো হতে পারতো," ভিক্টোরিয়া বললো। "কিন্তু কাজ চলবে আপাতত"।

*****

ব্যাগে এক সপ্তাহের বেতন(নয় পেনি কম) নিয়ে জেমস গার্ডেনসের একটাবেঞ্চে ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছে ভিক্টোরিয়া।
সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলোতে অফিসের পাশের একটা দোকান থেকে লেটুস, পনির আর টমেটো দেয়া একটা স্যান্ডউইচ কিনে সেটা দিয়েই দুপুরের খাবার সারে ভিক্টোরিয়া।
আজ খাবার চিবোনোর সাথে সাথে সে ভাবছে যে সদ্য প্রাক্তন হওয়া অফিসটা আসলে তার জন্যে আদর্শ জায়গা ছিল না। আদর্শ হলে সে অবশ্যই টিকে যেতো সেখানে। অবশ্য এই ভাবনা এর আগেও বেশ কয়েকবার খেলে গিয়েছে তার মাথায়। এখন তাকে নতুন কোন চাকরি খুঁজে বের করতে হবে, যেটা গ্রিনহল্টজের চাকরি থেকে অনেক গুণে ভালো হবে। নতুন কোথাও চাকরি শুরু করতে হবে এটা ভাবতেই মন ভালো হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার। অজানা পরিবেশ সবসময়ই হাতছানি দিয়ে ডাকে ওকে। ভবিষ্যতের মত অনিশ্চিত কিছু হতে পারে না। কার ভাগ্যে কি লেখা আছে, সেটা কেউ আগে ভাগে আঁচও করতে পারেনা কখনও।আর এই অনিশ্চয়তাটুকুই উপভোগ করে ও ।
হাতের স্যান্ডউইচটার শেষ অংশটুকু বেঞ্চের সামনে বসে থাকা তিনটা চড়ুইয়ের উদ্দেশ্যে গুড়ো করে ছিটিয়ে দেয়ার পর হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার খেয়াল হলো যে বেঞ্চের আরেক প্রান্তে এক কমবয়সী যুবক বসে আছে, যার দৃষ্টি তার দিকে।

BanglaBook.org

তাকে কিছুক্ষণ আগেই হয়তো খেয়াল করেছে সে, কিন্তু নতুন চাকরির কথা ভাবতে ভাবতে তারদিকে মনোযোগ দেয়ার কথা মাথায়ই আসেনি। এতক্ষণে যুবকের দিকে ভালোমতো তাকালো ও(আড়চোখে)। যা দেখলো সেটাতে অখুশি হলো না মোটেও। পেটানো স্বাস্থ্যের সুদর্শন একজন যুবক, চোখে বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে

অবশ্য রাস্তাঘাটে অপরিচিত কারো সাথে দেখা মাত্র বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসতে ভিক্টোরিয়ার বেশি সময় লাগে না। বরাবরই নিজের বিচারের ওপরভরসা আছে ওর। বিবাহিত আর অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে কি কি পার্থক্য থাকে সেটাও জানা আছে তার।

হাসিমুখে যুবকের দিকে তাকালো ও। জবাবে পাল্টা হাসি উপহার পেলো যুবকের কাছ থেকে।

"হ্যালো," বললো যুবকটা। "জায়গাটা সুন্দর না? এদিকে প্রায়ই আসা হয় নাকি আপনার?"

"প্রতিদিনই আসি"।

"আমি অবশ্য আজকেই প্রথম এসেছি। দুপুরের খাবার সারছিলেন?"

"হ্যাঁ"।

"খুব বেশি তো খেলেন না। ওরকম পাতলা একটা স্যান্ডউইচ খেলে পেটের এক কোণাও ভরতো না আমার। চলুন টটেনহাম কোর্ট রোডে গিয়ে ভারি কিছু খাই নাহয়"।

"না, ধন্যবাদ। পেট ভরে গেছে আমার। আর কিছু খেতে পারবো না"।

ও আশা করেছিলো যে যুবকটা হয়তো বলবে *"অন্য কোনদিন তাহলে"*কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যুবকটা বললো-

"আমার নাম এডওয়ার্ড, আপনার?"

"ভিক্টোরিয়া"।

"আপনার নাম একটা রেল স্টেশনের নামানুসারে রাখা হয়েছে?"

"ভিক্টোরিয়া শুধুমাত্র একটা রেল স্টেশনই নয়," মিস জোনস বললো। "রাণী ভিক্টোরিয়ার কথা ভুলে যাবেন না"।

"বেশ। আপনার ভালো নাম কি?"

"জোনস"।

"ভিক্টোরিয়া জোনস," এডওয়ার্ড বললো, "দু'টো নাম তো যায় না এক সাথে"।

"ঠিক বলেছেন," একটু বিষণ্ন স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। "আমার নাম যদি জেনি হতো তাহলে জোনসের সাথে মানাতো। জেনি জোনস। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার

BanglaBook.org

সাথে আরো সম্ভ্রান্ত কোন নামের দরকার ছিল।এই যেমন ভিক্টোরিয়া স্যাকভিল-ওয়েস্ট। এ ধরণের নাম উচ্চারণ করার আগে একটু প্রস্তুতিও নিতে হয় সবাইকে"।

"জোনসের আগে কিছু জুড়ে নিলেও পারেন"।

"বেডফোর্ড জোনস"।

"ক্যারিব্রুক জোনস"।

"সেইন্ট ক্লেয়ার জোনস"।

"লোনসডেল জোনস"।

এসময় হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো এডওয়ার্ড।

"আমাকে আমার বসের কাছে ফিরে যেতে হবে এখনই," বললো সে। "আপনিকাজে ফেরত যাবেন না?"

"এ মুহূর্তে বেকার আমি। আজ সকালেই বরখাস্ত করা হয়েছে আমাকে"।

"আমি দুঃখিত," আন্তরিক স্বরে বললো এডওয়ার্ড।

"কিন্তু আমি মোটেও দুঃখিত নই। খুব সহজেই আরেকটা চাকরি জুটে যাবে আমার। তাছাড়া গ্রিনহল্টজের চাকরিটা খুব ভালোও ছিল না"।

এর পরের কিছুক্ষণ একটানা এডওয়ার্ডকে ফিরিস্তি দিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। কেন আগের চাকরিটা খারাপ, ওখানকার মানুষজন কেমন ছিল এসবের বিস্তারিত বিবরণ। এডওয়ার্ডের যে দেরি হয়ে যাচ্ছে সেটা তার মাথায় একবারও আসলো না। এডওয়ার্ডকে সে মিষ্টেস গ্রিনহল্টজের অনুকরণে কথা বলেও দেখালো।

"তুমি আসলেও দারুণ, ভিক্টোরিয়া," বললো এডওয়ার্ড, এতক্ষণে ওদের সম্পর্কটা তুমিতে নেমে এসেছে। "তোমার উচিৎ মঞ্চে নাটক করা"।

হাসিমুখে প্রশংসাটুকু মেনে নিলো ভিক্টোরিয়া। তবে এবার সে এডওয়ার্ডকে মনে করিয়ে দিলো যে তার ফিরে যাওয়া উচিৎ এখন, নাহলে তার চাকরিও চলে যেতে পারে।

"হ্যাঁ, এখনই যাওয়া উচিৎ। আর আমি তোমার মত এত দ্রুত আরেকটা চাকরি যোগাড়ও করতে পারবো না। একজন ভালো শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের অনেক চাহিদা নিশ্চয়ই," ঈর্ষান্বিত স্বরে বললো এডওয়ার্ড।

"আসলে আমি টাইপিংয়ে অতটাও ভালো না," অকপটে স্বীকার করলো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু এখনকার বাজারে একদম খারাপ শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের চাহিদাও কম না। কারণ আমাদের খুব অল্প বেতন দিতে হয়। আমার অবশ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করতে বেশি ভালো লাগে। সেখানে বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম টাইপ করতে হয়। যেগুলোএমনিতেও কঠিন

BanglaBook.org

বিধায় সবারই ভুল হয় কমবেশি। কেউ আলাদা ভাবে আমাকে দোষারোপ করতে আসেনা। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আগে রয়্যাল এয়ার ফোর্সে ছিলে?"

"তোমার আন্দাজ তো বেশ ভালো দেখছি"।

"যুদ্ধবিমান ওড়াতে?"

"এবারও ঠিক ধরেছো। এসব চাকরির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, যুদ্ধের পরে আমাদের অন্য চাকরি জোগাড় করে দেয় কর্তৃপক্ষ।কিন্তু সেগুলোর কোনটাই অতটা সুবিধার না। কারণ সবার ধারণা যে এয়ার ফোর্সের লোকদের ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। তাই অফিসে গিয়ে বড়জোর কিছু ফাইল তদারকি আর এখানে সেখানে দৌড়ানোর মধ্যেই আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ। সমাজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে আমরা কোন কাজের জন্যেই দক্ষ নই"।

সহমর্মী ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ভিক্টোরিয়া- এডওয়ার্ড বলতেই থাকলো।

"আমাদের কাজ শেষ। এখন আর আমাদের দরকার নেই। যুদ্ধের সময় অবশ্য সব ঠিকঠাক ছিল। আমাকে পদকও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন আমার যে অস্তিত্ব আছে, সেটাও বোধহয় কিছুদিন পরে ভুলে যাবে সবাই"।

"কিন্তু অন্য কোন-"

বাক্যটা শুরু করলেও শেষ করতে পারলো না ভিক্টোরিয়া।যুদ্ধের সময় যে মানুষটা সাহসিকতার জন্যে পদক পেয়েছিল, এই ১৯৫০ সালে তার জন্যে অবশ্যই কোন সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা করা উচিৎ সরকারের।

"এখন অবশ্য সয়ে গেছে আমার," বললো এডওয়ার্ড।"কোন কিছুতে ভালো না হওয়াটাও একটা গুণ। আমার যাওয়া উচিৎ এখন। আমি যদি তোমার ছবি তুলি তাহলে কিছু মনে করবে?"

এডওয়ার্ডকে ক্যামেরাটা বের করতে দেখে লজ্জাই পেয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া।

"তোমার ছবি তুলতে পারলে খুবই ভালো লাগবে আমার। কালকে এমনিতেও বাগদাদ চলে যাচ্ছি"।

"বাগদাদ?" বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। একটু হতাশও হয়েছে মনে মনে।

"হ্যাঁ, বাগদাদ। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে না যেতে হলেই ভালো হতো। আজকে সকালেওকিন্তু বাগদাদে যাওয়া নিয়ে উচ্ছসিত ছিলাম আমি। আসলে সেখানে যাবার লক্ষ্যেই চাকরিটা নিয়েছি- যাতে এ দেশটা ছাড়তে পারি। কিন্তু তোমার সাথে দেখা হবার পর..."।

"কিরকম চাকরি এটা?"

BanglaBook.org

"খুবই একঘেয়ে একটা চাকরি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, কবিতা- এসব নিয়ে। ডক্টর র‍্যাথবোন নামের একজন হচ্ছে আমার বস। সারা পৃথিবী থেকে প্রতিদিন একশোর বেশি চিঠি আসে তার কাছে। আবার তিনিও প্রচুর মানুষের কাছে চিঠি পাঠান। ইংরেজি সাহিত্য ছড়িয়ে দিতে চান পুরো পৃথিবীতে। বিভিন্ন দেশে খুলেছেন বইয়ের দোকান। বাগদাদেও নতুন একটা চালু করেছেন কয়েকদিন ধরে। শেক্সপিয়ার আর মিল্টনের কাজগুলো আরবী, ফারসি আর কুর্দিশ ভাষায় অনুবাদ করছেন তিনি। এসবই আমার কাছেএকদম অর্থহীন মনে হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিল তো আছেই এগুলো করার জন্যে। তবে তার সুবাদেই একটা চাকরি জুটেছে আমার। তাই খুব বেশি অভিযোগের সুযোগও নেই"।

"তোমার আসল কাজটা কি বলোতো?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"কি আর? তাঁর ফরমায়েশ খাটা। আজ এখানে যাও তো কাল অমুক জায়গার টিকেট কাটো। স্থানীয় তরুণ তরুণীদের জন্যে সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে তাদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তোলার কাজও আছে। যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মুক্তমনে আলাপ আলোচনা করবে," ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে উঠছে এডওয়ার্ডের গলার স্বর। "জঘন্য, তাই না?"

কি বলে স্বান্তনা দেবে বুঝে উঠতে পারলো না ভিক্টোরিয়া।

"এখন নাহয় ছবি তুলি আমরা ? একটা পাশ থেকে আরেকটা লেন্সের দিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ, এভাবে"।

দুইবার ক্যামেরার শাটারের শব্দ কানে আসলো ভিক্টোরিয়ার। সে বুঝতে পারছে যে এডওয়ার্ড ওর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। ওর নিজেরও প্রায় একই অবস্থা। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণ মেয়েরা যেরকম আচরণ করে সেরকমটাই করলো ও। আহ্লাদ বেড়ে গেলো।

"কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হবার পরদিনই আমাকে চলে যেতে হবে এটা মানতে এখন কষ্ট হচ্ছে আমার," এডওয়ার্ড বললো। "যাওয়া বাতিল করে দিতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভবও না। অনেক ফর্ম পূরণ আর ভিসা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে আমাকে এই ক'দিন"।

"হয়তো ওখানে চাকরিটা অতটা খারাপও হবে না, যতটা তুমি ভাবছো," ভিক্টোরিয়া বললো।

"হতে পারে," সন্দেহের সুরে বললো এডওয়ার্ড। "কিন্তু আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে"।

"ঘাপলা?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। কিন্তু কিসের ঘাপলা সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না। অনেক সময় আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাদের সাবধান করে দেয় না? ব্যাপারটা সেরকম। একবার প্লেন চালানোর সময় ঠিক এরকম অনুভূতি হয়েছিল আমার। পরে দেখা যায় যে প্লেনের গিয়ার পাম্পে একটা স্ক্রু ডাইভার ঢুকে গেছিলো কিভাবে যেন, মারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারতো"।

প্লেনের ব্যাপারে অতটা ভালো ধারণা নেই ভিক্টোরিয়ার। কিন্তু এডওয়ার্ড কি বোঝাতে চাইছে সেটা ধরতে সমস্যা হলো না ওর।

"তোমার ধারণা ডক্টর র‍্যাথবোনের কোন সমস্যা আছে?"

"সেটাও নিশ্চিত নই আমি। খুবই নামকরা একজন লোক তিনি। বড় বড় আর্চবিশপ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে ওঠা বসা তার। এই মুহূর্তে ঘাপলার ব্যাপারটা আমার নিছক ধারণা ছাড়া কিছু নয়। তুমি যদি আমার সাথে আসতে তাহলে খুব খুশি হতাম"।

"আমিও খুশি হতাম," বললো ভিক্টোরিয়া।

"এখন কি করবে তুমি?"

"কাওয়ার রোডের সেইন্ট গিল্ডরিক এজেন্সিতে যাবোনতুন চাকরির খোঁজে," বিষণ্ন স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।

"বিদায় ভিক্টোরিয়া," এডওয়ার্ডের গলাও বিষণ্ন।

"বিদায় এডওয়ার্ড, শুভকামনা থাকলো তোমার জন্যে"।

"আমার কথা তো তোমার আর কোনদিন মনে পড়বে না"।

"অবশ্যই মনে পড়বে"।

"আজ পর্যন্ত তোমার মত অন্য কোন মেয়ের সাথে পরিচয় হয়নি আমার। যদি থেকে যেতে পারতাম," এসময় হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো এডওয়ার্ড, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে"।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো এডওয়ার্ড। মিশে গেলো লন্ডনের সদাব্যস্ত রাস্তার ভিড়ে। আবার বেঞ্চের ওপর ধ্যানে ফিরে গেলো ভিক্টোরিয়া। তার মাথায় এখন একসাথে দু'টা চিন্তা ঘুরছে।

একটা চিন্তা আবর্তিত হচ্ছে রোমিও আর জুলিয়েটকে ঘিরে। ওর আর এডওয়ার্ডের অবস্থা এখন এই অসুখী জুটির মত, যদিও রোমিও আর জুলিয়েটের মধ্যবর্তী কথোপকথনের ভাষা ছিল আরো গম্ভীর আর উপমায় ভর্তি।কিন্তু পরিস্থিতি একই - দেখা হবার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেমে পড়ে যাওয়া। ছোটবেলায় স্কুলে শেখা একটাহাস্যকর ছড়ার কথা মনে পড়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার-

BanglaBook.org

জাম্বো বললো এলিসকে- বড্ড ভালোবাসি তোমায়
এলিস বললো -বিশ্বাস করিনা যে তুমি ভালোবাসো আমায়,
সত্যি যদি ভালোবাসতে আমায়,
যেতেনা আমেরিকা করে আমাকে এভাবে অসহায় ।

এখানে আমেরিকার জায়গায় বাগদাদ বসালেই হবে ।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া । কোলের ওপর থেকে রুটির দানা ঝেড়ে ফেলে হাঁটতে লাগলো কাওয়ার স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে । দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে ও । জুলিয়েটের মত ও নিজেও ভালোবেসে ফেলেছে ওর রোমিওকে । তাকে যে করেই হোক, পেতেই হবে ওকে ।

আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে- এডওয়ার্ড যেহেতু বাগদাদে যাচ্ছে পরদিন, সেহেতু ওকেও বাগদাদে যেতে হবে । কিন্তু ওর মাথায় এখন ঘুরছে যে কিভাবে সেখানে যাওয়া যায় । কোন না কোন ভাবে যে বাগদাদে যাওয়া যাবেই, সে ব্যাপারে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ভিক্টোরিয়ার । সব ব্যাপারে সবসময়ই ভীষণ রকম আশাবাদী থাকা ওর ছোটবেলার স্বভাব ।

বিচ্ছেদের অনুভূতি যে এতটা তীব্র হতে পারে সেটা আগে কখনো বোঝেনি ও । "যেভাবেই হোক," আপনমনে বললো ভিক্টোরিয়া, "আমাকে বাগদাদ যেতেই হবে!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

স্যাভয় হোটেলে মিস অ্যানা সোফিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলো রাজকীয় অভ্যর্থনা, এর কারণ অবশ্য মিস্টার মরগ্যান(তাদের সবচেয়ে বড় খদ্দেরদের একজন)। মিস সোফিয়াকে এটাও জানানো হলো যে যদি তার জন্যে বরাদ্দ রুমটাতে কোন খুঁত চোখে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের নোটিশে সেটা বদল করে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত তারা। হাজার হলেও, মিস সোফিয়া বিল পরিশোধ করবেড*লারে*।

অ্যানা সোফিয়া গোসল সেরেকেনসিংটনের একটা নম্বরে ফোন দিয়ে লিফটে চড়ে নেমে আসলোনিচে।রিভলভিং ডোর পার হয়ে রিসিপশনিস্টকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললো। সেটা চলে আসার পর ওটায় চড়ে রওনা হয়ে গেলো। গন্তব্যস্থল- বন্ড স্ট্রিট এর কার্টিয়ার্স নামের একটা অলঙ্কারের দোকান। স্যাভয় হোটেল থেকেতার ট্যাক্সিটা বের হবার সাথে সাথে আরেকটা ব্যাপার ঘটলো। হোটেলের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট খাট একজন মানুষ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি করে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেন(রাস্তার অন্য পাশে আরেকজন মহিলা অনেকগুলো ব্যাগ হাতে ট্যাক্সিটাকে অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চললেও তার ডাক যেন কানেই ঢুকলো না ট্যাক্সি চালকের)।

প্রথম ট্যাক্সিটাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা পেছন পেছন এগোতে লাগলো। ট্রাফালগার স্কোয়ারে সিগনালে বসে থাকার সময় দ্বিতীয় ট্যাক্সির লোকটা বাম পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আস্তে করে একটা ইঙ্গিত করলেন। তার ইঙ্গিতের সাথে সাথে রাস্তার পাশে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির ইঞ্জিন সরব হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় ট্যাক্সিটার পিছু নেয়া শুরু করলো ওটা।

সিগনাল ছেড়ে দেয়ার পর মিস অ্যানা সোফিয়ার ট্যাক্সিটা বামে মোড় নিয়ে পল মলের দিকে এগোতে শুরু করলেও দ্বিতীয় ট্যাক্সিটাসেটাকে অনুসরণ না করে ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে ডানে চলে গেলো। ওটার পেছনে থাকা ধূসর রঙের গাড়িটা এখন চলছে প্রথম ট্যাক্সিটার পেছন পেছন। গাড়িতে এ মুহূর্তে দু'জন আরোহী- নির্মোহ চেহারার একজন পুরুষ স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসা আর

BanglaBook.org

তার পাশের সিটে একজন সুন্দরী ভদ্র মহিলা। দু'জনের বয়সই ত্রিশের কোঠায় ।অ্যানা সোফিয়ার ট্যাক্সিটার পিছু নিয়ে গাড়িটা এক সময় পিকাডিলি পেরিয়ে বন্ড স্ট্রিটে পৌঁছে গেলো ।এখানে ফুটপাথের পাশে কিছুসময়ের জন্যে গাড়িটা থামলে ভদ্র মহিলা বের হয়ে আসলেন গাড়ি থেকে।

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," ঘুরে গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। গাড়িটা চলে গেলে তিনি রাস্তার পাশের দোকানগুলোর জানালায় দিয়ে উঁকি দিতে দিতে হাঁটতে লাগলেন। রাস্তার মোড়ে সিগনাল থাকায় অ্যানা সোফিয়ার ট্যাক্সি আর অন্য গাড়িটা- দু'টোই থেমে আছে। ওগুলোকে পার করে তিনি কার্টিয়ার্সে ঢুকে পড়লেন।

এ সময় অ্যানা সোফিয়াও তার ট্যাক্সি থেকে নেমে কার্টিয়ার্সে প্রবেশ করলো। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অনেকগুলো অলঙ্কার দেখলো সে। অবশেষে একটা হীরের আংটি পছন্দ হলো। লন্ডনের একটা ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলো সে। চেকটায় লেখা নামটা দেখার সাথে সাথে দোকানের কর্মীর ব্যবহারে ভর করলো বাড়তি সম্মান।

"লন্ডনে আপনাকে আবারও স্বাগতম মিস সোফিয়া। মিস্টার মরগ্যানও কি এসেছেন?"

"না"।

"আমাদের কাছে স্যাফায়ারের(নীলকান্তমণি) নতুন কিছু অলঙ্কার এসেছে। মিস্টার মরগ্যান তো স্যাফায়ার অত্যন্ত পছন্দ করেন। আপনি কি সেগুলো একবার দেখতে চান?"

আগ্রহের সাথে সেগুলো দেখে নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করলো অ্যানা সোফিয়া। কথা দিলো যে মিস্টার মরগ্যানকে অবশ্যই জানাবে।

দোকান থেকে আবার বন্ড স্ট্রিটে বেরিয়ে আসলোসে। তার আগে যে ভদ্রমহিলা দোকানে ঢুকেছিলেন তিনিও প্রায় একই সময়ে বাইরে বেরিয়ে আসলেন(এতক্ষণ হীরের কানের দুল দেখছিলেন তিনি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে কোনটা নেবেন)।

ধূসর রঙের গাড়িটা বামে মোড় নিয়ে গ্রাফটন স্ট্রিট পেরিয়ে পিকাডিলিতে ঢুকে আবারও বন্ড স্ট্রিট ধরে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে আসছিলো। ভদ্রমহিলা সেটার দিকে একবারও তাকালেন না।

অ্যানা সোফিয়া আর্কেডে ঢুকে পড়েছে ইতিমধ্যে। একটা ফুলের দোকানে গিয়েতিন ডজন লাল গোলাপ, এক ডজন সাদা লিল্যাক আর এক জার মাইমোসার অর্ডার দিলোসে। সেই সাথে ঠিকানাও দিয়ে দিলো যে কোথায় পাঠাতে হবে ওগুলো।

BanglaBook.org

"বারো পাউন্ড আঠারো শিলিং, ম্যাডাম"।

বিল চুকিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যানা সোফিয়া। যে ভদ্রমহিলা দোকানে ঢুকে প্রিমরোজের দরদাম করছিলেন, তিনি সেগুলো না কিনে বাইরে বেরিয়ে আসলেন।

বন্ড স্ট্রিট পার করে বার্লিংটন স্ট্রিটে চলে আসলো অ্যানা সোফিয়া। এই রাস্তাটায় অনেকগুলো বিখ্যাত দর্জির দোকান অবস্থিত। সেরকমই একটা দর্জির দোকানে ঢুকলো সে। এই দর্জি সাধারণত পুরুষদের জামা কাপড় বানালেও বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলাদের জামা কাপড়ও সেলাই করেন, তবে সে সংখ্যা একদমই সীমিত।

মিস্টার বোলফোর্ড অ্যানা সোফিয়াকে সম্মানের সাথেই স্বাগত জানালেন।একটা স্যুট বানানোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করলেন তারা।

"আপনার ভাগ্য ভালো, কিছুদিন আগেই ভালো কাপড় আমদানি করেছি আমরা। আপনি নিউ ইয়র্কে কবে ফিরবেন, মিস সোফিয়া?"

"তেইশ তারিখে"।

"ততদিনে খুব ভালোমতই কাজ হয়ে যাবে"।

"ঠিক আছে"।

"অ্যামেরিকায় সব কেমন চলছে? এখানকার অবস্থা একদমই সুবিধার না," মিস্টার বোলফোর্ড এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, যেন একজন ডাক্তার অসুস্থ কোন রোগীকে নিয়ে কথা বলছেন। "ভালো কাজের কদর এখানে পাওয়া যায় না। কেউ ওসবকে পাত্তাই দেয় না। আপনার স্যুটের কাপড় কে কাটবে, জানেন? মিস্টার ল্যান্টউইক, বাহাত্তর বছর বয়স তার। আমাদের সবচেয়ে সেরা খদ্দেরদের কাপড় কাটার দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর। আর অন্যরা-"

হাত নেড়ে অন্যদের অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন মিস্টার বোলফোর্ড।

"কোয়ালিটি," বললেন তিনি। "একসময় এই কোয়ালিটির জন্যে বিখ্যাত ছিলাম আমরা। বেশি স্বস্তাও না, আবার খুব একটা দামীও না। এখন যখন এত বেশি কাপড় তৈরি করতে হয় তখন সেটার গুণগত মান তো পড়ে যাবেই। ওটা আপনার দেশের কাজ, একসাথে অনেকগুলো তৈরি করা। কিন্তু আমাদের এখানে খুব অল্প পরিমাণে জিনিস তৈরি হবে, কিন্তু সেগুলো হবে দেখার মতন। এখন আর সে দিন নেই। যাইহোক, প্রথম ট্রায়ালের তারিখ কবে হবে? এই সপ্তাহের শেষে? সাড়ে এগারোটায়? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে"।

দর্জির দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অ্যানা সোফিয়া একটা ট্যাক্সি ডেকে আবার স্যাভয় হোটেলে ফিরে চললো। যে ট্যাক্সিটা তার পিছু নিয়েছিল প্রথমে, সেটাও একই পথ অনুসরণ করলেও স্যাভয় হোটেলে থামলো না ওটা। বরং হোটেলের

BanglaBook.org

অন্য পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা খাটো একজন মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ আগে অবশ্য স্যাভয় হোটেল থেকেই বেরিয়েছে এই মহিলা।
"কি খবর লুসিয়া? তার রুমে তল্লাশি চালিয়েছো?"
"হ্যাঁ, কিছু পাইনি"।
অ্যানা সোফিয়া হোটেলের রেস্টুরেন্টেই দুপুরের খাবার সারলো। তার জন্যে জানালার পাশে একটা টেবিল আগে থেকেই বরাদ্দ করে রাখা হয়েছিল।রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার সম্মানের সাথে মিস্টার মর্গ্যানের কুশলাদি সম্পর্কে জানতে চাইলেন তার কাছে।
দুপুরের খাবারের পর অ্যানা সোফিয়া তার রুমে ফিরে গেল। বিছানা গুছিয়ে রাখা হয়েছে আর বাথরুমেও নতুন তোয়ালে দিয়ে গেছে হোটেল থেকে, সবকিছু চকচক করছে। অ্যানা তার সাথে আনা দু'টো লাগেজের সামনে চলে আসলো। একটা খোলা, আরেকটা বন্ধ। এমনই রেখে গিয়েছিল সে। খোলা লাগেজটার ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে পার্স থেকে চাবি বের করে বন্ধ লাগেজটার তালা খুললো সে। এটার ভেতরেও সবকিছু গোছানো, ভাঁজ করে রাখা- ঠিক যেমন ভাবে ভাঁজ করে রেখে গিয়েছিল সে। ওগুলোর ওপরে একটা চামড়ার তৈরি ব্রিফকেস। পাশে একটা লেইকা ক্যামেরা আর দুই রোল ফিল্ম। ফিল্মগুলো একদম নতুন, অব্যবহৃত। সাবধানে ব্রিফকেসটা ওপরে তুললো অ্যানা। যাওয়ার আগে ওটার ওপরে একটা প্রায় অদৃশ্য সোনালী চুল রেখে গিয়েছিল ও, সেটা নেই। চামড়ার ব্রিফকেসটার ওপরে পাউডার ছিটিয়ে দিল সে। কোন আঙুলের ছাপ চোখে পড়লো না, কিন্তু এমনটা হবার কথা নয়, তার নিজের হাতের ছাপ থাকার কথা সেখানে।
হেসে উঠলো সে।
"ভালো কাজ দেখিয়েছে," নিজেকেই বললো, "কিন্তু আমার চেয়ে ভালো নয়"।
দ্রুত একটা ছোট লাগেজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আবার নিচে নেমে আসলো সে। একটা ট্যাক্সিকে ডাক দিয়ে এল্মস গার্ডেনে যাওয়ার নির্দেশ দিল সেটাকে।
এল্মস গার্ডেনের সতের নম্বর বাসার সামনে তাকে নামিয়ে দিলো ট্যাক্সিটা। বেল বাজানোর কিছুক্ষণ পর একজন বয়স্ক মহিলা দরজার পেছন থেকে উঁকি দিলো। মিস অ্যানা সোফিয়াকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখ।
"এলসি আপনাকে দেখে যা খুশি হবে না! পেছনের স্টাডিতে আছে ও। আপনার আসার খবর পেয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল"।

BanglaBook.org

দ্রুত অন্ধকার হলওয়ে পেরিয়ে পেছনের দরজার কাছে পৌঁছে গেলো অ্যানা। ছোট একটা রুম সেখানে। চামড়ায় মোড়ানো আরামদায়ক সোফা পাতামাঝে । ওখানে বসে থাকা একজন মহিলা লাফিয়ে উঠলো ওকে দেখে।

"অ্যানা, ডার্লিং"।

"এলসি"।

দু'জন মহিলাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো আন্তরিক ভাবে।

"সবকিছু ঠিকঠাক," বললো এলসি। "আজ রাতেই হবে ব্যাপারটা। আমি আশা করছি-"

"চিন্তা করো না," বললো অ্যানা। "ভালোয় ভালোয় হয়ে যাবে সবকিছু"।

*****

দ্বিতীয় ট্যাক্সির ছোটখাট লোকটা কেনসিংটন স্ট্রিটের ফোনবুথে প্রবেশ করে একটা নম্বরে ডায়াল করলো।

"ভ্যালহাল্লা গ্রামোফোন কোম্পানি?"

"হ্যাঁ"।

"আমি স্যান্ডার্স"।

"নদীর স্যান্ডার্স? কোন নদী?"

"টাইগ্রিস নদী।*অ্যাসোফির*ব্যাপারে রিপোর্ট করার জন্যে ফোন দিয়েছি। আজ সকালে নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে পৌঁছেছে সে।*কার্টিয়ার্সে* গিয়ে একশ বিশ পাউন্ডের একটা হীরের আংটি কেনে প্রথমে, এরপর ফুলের দোকানে গিয়ে বারো পাউন্ড আঠারো শিলিং খরচ করে। সেগুলো পোর্টল্যান্ডের একটা নার্সিং হোমে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়।*বোলফোর্ড অ্যান্ড অ্যাভোরি* থেকে একটা স্যুটের অর্ডার দেয় তারপর। এগুলোর কোথাও কারো সাথে কোন সন্দেহজনক কথাবার্তা বলেনি সে। স্যাভয় হোটেলে তার রুমেও কিছু পাওয়া যায় নি। লাগেজের ভেতরে যে চামড়ার ব্রিফকেস ছিল সেটায় শুধু ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র। ক্যামেরার সাথে যে দুটো ফিল্ম ছিল ওগুলোও অব্যবহৃত। তবুও সাবধানতার জন্যে ফিল্মগুলো বদল করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি।এরপর *অ্যাসোফি*একটা ছোট লাগেজ নিয়ে এল্মস গার্ডেনের সতের নম্বর বাড়িতে বোনের সাথে দেখা করতে যায়। আজ রাতে পোর্টল্যান্ডের একটা নার্সিং হোমে তার বোনের অপারেশন। এটা নার্সিং হোমে ফোন দিয়ে নিশ্চিত

BanglaBook.org

হয়েছি আমরা, সেই সাথে সার্জনের কাছেও খোঁজ নেয়া হয়েছে।*অ্যাসোফির* আগমনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তার পেছনে যে লোক লেগেছে এটাও বোঝেনি সে, কোনধরণের অস্বস্তি চোখে পড়েনি তার মধ্যে। আজ রাতটা নার্সিং হোমেই কাটাবে সে। স্যাভয় হোটেলে তার রুমের ভাড়াও পরিশোধ করা আছে। নিউ ইয়র্কে ২৩ তারিখে ফিরবে সে"।

স্যান্ডার্স নামের লোকটা এরপর কিছুক্ষণ থেমে যোগ করলো, "আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বলবো যে সব কিছুই লোক দেখানো। এভাবে দু'হাতে টাকা ওড়ায় কেউ? শুধু ফুলের পেছনেই বারো পাউন্ড আঠারো শিলিং। অদ্ভুত না ব্যাপারটা?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৪

ভিক্টোরিয়া জোনসের মনে একবারের জন্যেও এই সন্দেহ উঁকি দেয়নি যে তার পক্ষে আদৌ বাগদাদ শহরে পৌঁছুনোসম্ভব কিনা। এ থেকেই বোঝা যায়, সে আর সবার চাইতে একটু আলাদাধাতুতে গড়া।তবে এ ব্যাপারটা একটু দুর্ভাগ্যজনক যে সে এমন একজনের প্রেমে পড়েছে যে কিনা পরদিনই তিন হাজার মাইল দূরে অন্য এক নগরে পাড়ি জমাচ্ছে। তবে সেটা যদি বাগদাদ না হয়ে ব্রাসেলস, অ্যাবারডিন কিংবা বার্মিংহামও হতো, তবুও সে বিন্দুমাত্র দমতো না।

ভিক্টোরিয়া বিশ্বাস করে যে ভাগ্যের ফেরেই বাগদাদে পাড়ি জমাতে হচ্ছে তাকে। যেকোন ভাবেই হোক না কেন, তাকে বাগদাদ যেতেই হবে। চিন্তা করতে করতে টটেনহাম কোর্ট রোড ধরে হাঁটতে লাগলো সে। বাগদাদ। এখন কেমন অবস্থা বাগদাদের? কি চলছে সেখানে? এডওয়ার্ডের মতে, "সংস্কৃতি"। কোনভাবে এই সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে কি বাগদাদে যাওয়া সম্ভব? ইউনেসকো? ইউনেসকো তো সারা পৃথিবীতে লোক পাঠাচ্ছে। কিন্তু যাদের পাঠানো হচ্ছে তারা সবাই কোন না কোন গড়সড় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী।

BanglaBook.org

প্রথমে একটা ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে গিয়ে টুকটাক খোঁজ খবর নিলো ভিক্টোরিয়া। তাদের কথা শুনে মনে হলোবাগদাদে পৌঁছুনো কোন ব্যাপারই না। আকাশপথে যাওয়া যাবে,বাসরা হয়ে দীর্ঘ জলপথে যাওয়া যাবে। আবার এখান থেকে মার্শেই পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে নৌকায় চড়ে বৈরুত আর এরপর গাড়িতে করে মরুভূমি পার হয়ে যাওয়ার উপায় আছে। পুরোটা পথ ট্রেনেও যাওয়া যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে ভিসার সমস্যা হতে পারে। এমনকি মিশর হয়েও যাওয়া যাবে।বাগদাদে পৌঁছাবার পর সেখান মুদ্রা সংক্রান্ত কোন জটিলতায় পড়তে হয় না কাউকে, অন্তত ট্রাভেল এজেন্সির অফিসের লোকটার সেরকমই ধারণা। মোদ্দা কথা, ষাট থেকে একশ পাউন্ড হাতে থাকলে বাগদাদে যেতে কোন সমস্যা হবার কথা না।

কিন্তু এ মুহূর্তে ভিক্টোরিয়ার কাছে আছে তিন পাউন্ড(নয় পেনি কম) । ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা আছেআরো পাঁচ পাউন্ড বারো শিলিং । সুতরাং স্বাভাবিক কোন পদ্ধতিতে এ মুহূর্তে বাগদাদে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় ।

সে খোঁজ খবর নিলো যে বিমান বালা কিংবা অন্য কোন চাকরির মাধ্যমে বাগদাদে পৌঁছানোসম্ভব কিনা । কিন্তু সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই অনেক লম্বা ওয়েটিং লিস্ট দেখে কিছুটা দমে গেল ভিক্টোরিয়া ।

এরপর ভিক্টোরিয়া গেলো সেইন্ট গিল্ডরিক এজেন্সিতে, যেখানে মিস স্পেন্সার তাকে স্বাগত জানালেন । তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে যে কেউ বুঝে যাবে এখানে ভিক্টোরিয়ার সাথে প্রায়ই দেখা হয় তাঁর ।

"আপনার কি আবার চাকরি চলে গেছে, মিস জোনস । আমি তো ভেবেছিলাম শেষ চাকরিটা-"

"একদম ফালতু," দৃঢ় কণ্ঠে বললো ভিক্টোরিয়া । "আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না যে সেখানে কত ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে" ।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েএলো মিস স্পেন্সারের মুখ থেকে । "আমার কাছে লোকটাকে অমন মনে হয় নি । তারপরও আপনি যখন বলছেন-"

"আপনাকে সে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না," ভিক্টোরিয়া হেসে বললো, "নিজের খেয়াল রাখতে জানি আমি" ।

"সে তো অবশ্যই । তবুও ব্যাপারটা একটু অপ্রীতিকর" ।

"হ্যাঁ, অপ্রীতিকর," ভিক্টোরিয়া বললো, "যাইহোক-" এটুকু বলে আবার হেসে উঠলো সে ।

মিস স্পেন্সার তার সামনে রাখা কাগজগুলো ওল্টাতে শুরু করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে ।

"সেইন্ট লিওনার্ডে একজন টাইপিস্ট দরকার," বললেন মিস স্পেন্সার । "অবশ্য ওরা বেতন অনেক কম দেয়-"

"আচ্ছা আপনাদের কাছে কি..." কিছুক্ষণ দ্বিধাবোধ করলো ভিক্টোরিয়া, "বাগদাদের কোন চাকরির খোঁজ আছে?"

"বাগদাদ?" অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন মিস স্পেন্সার ।

ভিক্টোরিয়ার মনে হলো সে যদি সাইবেরিয়া কিংবা উত্তর মেরুর কথা বলতো তবুও এতটা অবাক হতেন না ভদ্র মহিলা ।

"বাগদাদে যেতে পারলে আমার জন্যে খুব ভালো হতো," বললো ভিক্টোরিয়া ।

"কিন্তু আপনার যোগ্যতায় তো..... কেরানীর পদ হলে চলবে?"

"যে কোন পদ চলবে," বললো ভিক্টোরিয়া । "নার্স কিংবা বাবুর্চি, যেকোন কিছু" ।

BanglaBook.org

মিস স্পেন্সার মাথা নাড়লেন।

"আপনাকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারছি না আমি, দুঃখিত। এখানে গতকাল একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়া যাবার খরচ বহন করতে রাজি, তার দুই মেয়েকে দেখা শোনা করতে হবে"।

হাত নেড়ে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিলো ভিক্টোরিয়া।

"বাগদাদের কোন চাকরির ব্যাপারে যদি কিছু শোনেন আপনি, আমাকে অবশ্যই জানাবেন। শুধু সেখানে যাবার ভাড়াটা দিলেই চলবে আমার জন্যে," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো ভিক্টোরিয়া। "আমার পরিচিত লোকজন আছে সেখানে," মিস স্পেন্সারের চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে যোগ করলো ভিক্টোরিয়া।"বাগদাদ বড় শহর। একটা না একটা চাকরি জুটেই যাবে, কিন্তু সেজন্যে আগে সেখানে পৌঁছাতে হবে"।

সেইন্ট গিল্ডরিক এজেন্সি থেকে বেরিয়ে আসলো ভিক্টোরিয়া। "আগে সেখানে পৌঁছাতে হবে," আপনমনেই বলে উঠলো।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছে ভিক্টোরিয়া। যখন কারো মনোযোগ কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারবা নামের ওপর সন্নিবিষ্ট হয়, তখন আশপাশের সবকিছুতেই সেই নামটা চোখে পড়ে। যেমন এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবী যেন চুক্তি করেছে যে সবদিকে বাগদাদের নাম নজরে আসবে তার।

সন্ধ্যায় যে খবরের কাগজটা কিনেছিল সে, সেখানে লেখা- বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর পন্সফুট জোনস বাগদাদের একশ বিশ মাইল দূরে মুরিক শহরে খনন কাজ শুরু করেছেন। একটা বিজ্ঞাপনে কিভাবে কম খরচে বাসরাতে মালামাল পাঠানো সম্ভব(সেখান থেকে ট্রেনে করে মসুল, বাগদাদ ইত্যাদি জায়গায়)। তার কাপড় রাখার ড্রয়ারে যে খবরের কাগজ পাতা সেখানেও *'থিফ অফ বাগদাদ'* সিনেমার বিজ্ঞাপন দেয়া। আর তার বাসায় ফেরার পথে যে বইয়ের দোকানটা পড়ে সেটার জানালাতে বাগদাদের খলিফা হারুন আল রশিদের জীবনী সাজিয়ে রাখা।

পুরো জগতটা হয়ে উঠেছে বাগদাদময়। অথচ আজ দুপুর পৌনে দুটার আগ পর্যন্ত সে কখনও বাগদাদ নিয়ে ভাবেওনি।

বাগদাদের পৌঁছাবার সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু ভিক্টোরিয়া হাল ছেড়ে দেয়ার মত পাত্রী নয়। চেষ্টা করলে যে কোন কিছু করা সম্ভব-এই ধারণায় বিশ্বাসী সে।

সন্ধ্যাবেলায় সে একটা তালিকা তৈরি করলো যেখানে সম্ভাব্য চাকুরিস্থলের কথা লেখাঃ

১. বিদেশী অফিসগুলোতে যাওয়া যেতে পারে।

BanglaBook.org

২. বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে।
৩. ব্রিটিশ কাউন্সিল
৪. খেজুরের খামার
৫. সেলফ্রিজ ইনফর্মেশন ব্যুরো
৬. নাগরিক পরামর্শ অধিদপ্তর
কিছুক্ষণ পর সে এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো যে কোনটাতেই বিশেষ ভরসা করা যাচ্ছে না। অবশেষে তালিকায় সে লেখলো- "কোনভাবে কি একশ পাউন্ড জোগাড় করা যাবে?"

*****

আগের রাতে অনেক দেরি করে ঘুমোতে যাওয়ায় আর পরদিন সকাল ন'টার মধ্যে অফিসে পৌঁছাবার তাড়া না থাকায় ভিক্টোরিয়া একটু বেলা করে ঘুমোলো।
ঘুম ভাঙ্গলো দশটা বাজার পাঁচ মিনিট পর। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিয়ে অবাধ্য চুলে চিরুনি চালাচ্ছে সে- এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।
রিসিভার উঠিয়ে কানে ঠেকালো ভিক্টোরিয়া।
ওপাশ থেকে ভেসে এলো মিস স্পেন্সারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।
"যাক, আপনাকে পেয়েছি, আমি তো ভাবছিলাম বেরিয়ে গেলেন কিনা। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে!"।
"কি?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়া।
"একদম কাকতালীয় ব্যাপারটা! মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ নামের এক ভদ্রমহিলা তিন দিনের মধ্যে বাগদাদ যাচ্ছেন- কিন্তু তার হাত ভেঙে যাওয়াতে যাত্রাপথে একজনের সহায়তা দরকার। সেটা শোনামাত্র আপনাকে ফোন দিয়েছি আমি। অবশ্য অন্য এজেন্সিগুলোতেও খোঁজ নিয়েছে কিনা সে, তা বলতে-"
"এখনই সেখানে যাচ্ছি আমি," বললো ভিক্টোরিয়া। "কোথায় সে?"
"স্যাভয় হোটেলে"।
"কি যেন নাম বললেন? ট্রিপ?"
"ট্রিপ না ক্লিপ। পেপার ক্লিপের মতন। ভদ্রমহিলা অ্যামেরিকান," বললেন মিসেস স্পেন্সার।
"হোটেল স্যাভয়, মিসেস ক্লিপ"।
"মিস্টার এবং মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ। তার স্বামী ফোন দিয়েছিল এখানে"।

BanglaBook.org

"আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো," ভিক্টোরিয়া বললো। "রাখছি এখন"। দ্রুত তার কাপড়চোপড় ঠিক করে নিয়ে, আরেকবার চুল আঁচড়ে বাইরে বের হয়ে আসলো সে। তার আগে মিস্টার গ্রিনহল্টজের সুপারিশনামাটা নিতে ভোলেনি।

যেভাবেই হোক কাজটা পেতেই হবে- মনে মনে ভাবলো ভিক্টোরিয়া।

প্রথমে উনিশ নম্বর বাস ধরে গ্রিন পার্কের রিটজ হোটেলে গেলো সে। বাসে একজন সহযাত্রীর কাছ থেকে সকালের খবরের কাগজ নিয়ে চোখ বুলিয়ে লাভই হয়েছে।কয়েকটা বাক্য টুকে রেখেছে মনে মনে। রিটজ হোটেলের রাইটিং রুমে ঢুঁকে নিজেই একটা একটা সুপারিশনামা লেখলো জনৈক লেডি সিনথিয়ার পক্ষ থেকে(যিনি পূর্ব আফ্রিকা চলে গেছেন কিছুদিন আগেই)- *"অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা যত্নে ভিক্টোরিয়ার জুড়ি মেলা ভার।সব বিষয়ে পারদর্শী সে..."*

রিটজ হোটেল থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হয়ে অ্যালবিম্যারি রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যান্ডারটন হোটেলে পৌঁছে গেলো সে। দেশের সব পাদ্রী আর সম্ভ্রান্ত বয়স্কা মহিলাদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত এই হোটেল। সেখান থেকে একটা রাইটিং প্যাড নিয়ে পেঁচানো হাতের অক্ষরে ল্যাংলোর বিশপের পক্ষ থেকে আরেকটা সুপারিশনামা লিখে নিল সে।

সব প্রস্তুতি শেষে নয় নম্বর বাস ধরে স্যাভয় হোটেলে পৌঁছে গেলো।

হোটেলের রিসিপশন ডেস্কে মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের কথা জিজ্ঞেস করে বললো যে সেইন্ট গিল্ডরিক এজেন্সি থেকে ফোন পেয়ে এসেছে সে। রিসিপশনিস্ট ডেস্কের ফোনটা তুলে ডায়াল করবে এমন সময় ভিক্টোরিয়ার পেছনে নির্দেশ করে বললোলোকটা, "উনিই মিস্টার হ্যামিল্টন"।

মিস্টার হ্যামিল্টন একজন লম্বা চওড়া অ্যামেরিকান বয়স্ক ভদ্রলোক। ভিক্টোরিয়া নিজের পরিচয় জানালো তার কাছে।

"আপনি এখনই ওপরে মিসেস ক্লিপের সাথে দেখা করুন। অন্য এক ভদ্রমহিলাও এসেছে চাকরির ব্যাপারে কথা বলতে"।

একটু যেন মোচড় দিয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়ার ভেতরটা।

তীরে এসে তরী ডুববে না তো?

লিফটে চড়ে চার তলায় পৌঁছে গেলো তারা।

কার্পেট বিছানো করিডোর ধরে হাঁটছে এমন সময় শেষ মাথার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক ভদ্রমহিলা। তাকে দেখে একদম নিজের প্রতিচ্ছবিই মনে হলো ভিক্টোরিয়ার। তার চেহারার সাথে অদ্ভুত মিল মহিলার। আর

BanglaBook.org

মহিলার পরণে যে দামী স্যুটটা আছে সেটাও কম আকর্ষণীয় নয়। ভদ্রমহিলার চুল একটা হ্যাট দিয়ে আংশিক ঢাকা।

ভদ্রমহিলা তাদের পাশ কেটে চলে যাবের সময় তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন মিস্টার হ্যামিল্টন। "কে জানতো যেবিদেশ বিভুইয়ে এসে মিস অ্যানা সোফিয়াকে দেখবো?"

এরপর ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বললেনঃ

"মাফ করবেন, মিস জোনস। নিউ ইয়র্কের এক ভদ্র মহিলাকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেছি আমি। বড় একটা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি সে"।

কথা শেষ করে করিডোরেরশেষ মাথার একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। বাইরে থেকে চাবি ঝুলছে ওটায়। একবার কড়া নেড়ে দরজা খুলে ভিক্টোরিয়াকে ভেতরে যাবার অনুরোধ করলেন ।

মিসেস হ্যামিল্টন জানালার পাশে একটা উঁচু চেয়ারে বসে ছিলেন। ওদের দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। একদম ছোটখাট গড়ন তার, এক হাতে প্লাস্টার করা।

তার স্বামী ভিক্টোরিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো তাকে।

"ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস," মিসেস ক্লিপ বললেন। "সব পরিকল্পনা আগে থেকে করা হয়ে গেছে, টিকেটও কাটা শেষ। লন্ডনে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করে মেয়ের সাথে ইরাকে দেখা করতে যাওয়ার কথা আমার, মিস জোনস। আর সেই আমিই কিনা এই সময় আছাড় খেলাম ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে। আমাকে অবশ্য খুব দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই হাতে প্লাস্টার করে দেয় ডাক্তার। বলে যে একটু কষ্ট হলেও ভ্রমণে সমস্যা হবে না। কিন্তু জর্জ-" স্বামীর দিকে দেখিয়ে বললেন তিনি। "ব্যবসার কাজে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ এখান থেকে নড়তে পারবে না। একা একা এত দূর যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে, তাই একজনকে দরকার দেখাশোনা করার জন্যে- শুধুমাত্র বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই হবে। এরপর আমার মেয়েই দেখাশোনা করতে পারবে। সেজন্যেই এজেন্সিগুলোতে ফোন করে দেখছিলাম এমন কাউকে পাওয়া যায় কিনা যে বাগদাদ পর্যন্ত যেতে পারবে আমার সাথে"।

"আমি অবশ্য ঠিক *নার্স* নই," এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললো ভিক্টোরিয়া যাতে মনে হয় যে সে নার্সের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, "কিন্তু এরকম কাজের অভিজ্ঞতা আছে আমার"। প্রথম সুপারিশনামাটা বের করলো সে। "লেডি সিনথিয়া ব্র্যাডবেরির সাথে প্রায় এক বছর ছিলাম আমি। আর আপনার যদি কোন দাপ্তরিক কাজের দরকার হয়, তবে জানিয়ে রাখছি যে আমার মামার

BanglaBook.org

সেক্রেটারি হিসেবে কয়েক মাস দায়িত্ব পালন করেছি আমি," শান্ত ভাবে কথাগুলো বললো ভিক্টোরিয়া। "আমার মামা হচ্ছেন ল্যাংলোর বিশপ"।
"আপনার মামা একজন বিশপ! বাহ"।
মিস্টার এবং মিসেস হ্যামিল্টন দু'জনকে দেখেই সন্তুষ্ট মনে হলো(আর অমনটাই হওয়া উচিৎ, খুব ভালো অভিনেত্রী ভিক্টোরিয়া)।
"একজন বিশপের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করা ভাগ্যের ব্যাপার। আমি নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছি"।
"আপনি কি সেখানে কোন ব্যক্তিগত কাজের জন্যে যাচ্ছেন? কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে?" মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ জিজ্ঞেস করলেন।
সুপারিশনামাগুলো লেখার হুড়োতাড়ার মধ্যে ভিক্টোরিয়া এটা ভুলে গিয়েছিল যে তাকে বাগদাদে যাবার একটা উপযুক্ত কারণও বের করতে হবে। খুব দ্রুত কথা গুছিয়ে আনতে হলো ওকে। গতকালের খবরের কাগজের একটা শিরোনামের কথা মনে পড়লো।
"আমার চাচা পন্সফুট জোনসের সাথে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি," ব্যাখা করে বললো সে।
"তাই? বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক যিনি?"
"হ্যাঁ," এক মুহূর্তের জন্যে ভিক্টোরিয়া ভেবে দেখলো যে সে খুব বেশি বিখ্যাত মামা চাচার কথা বলে ফেলছে কিনা। "তার কাজের বিষয়ে বরাবরই খুব আগ্রহী আমি। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে অভিজ্ঞ না হওয়ার কারণে যাদুঘরের লোকজন আমার খরচ বহন করতে রাজি হয়নি।খুব বেশি টাকা পয়সা নেই তাদের ফান্ডে। কিন্তু নিজ খরচে সেখানে যেতে পারলে তাদের সাথে যোগ দিতে পারবো আমি"।
"খুব দারুণ একটা কাজ নিশ্চয়ই?"মিস্টারহ্যামিল্টন ক্লিপ বললেন। "মেসোপটেমিয়া তো এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্যে আকর্ষণীয় জায়গা"।
"আমার মামা," ভিক্টোরিয়া মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের দিকে তাকিয়ে বললো, "এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডে আছেন। কিন্তু তার বর্তমান সেক্রেটারির নম্বর দিতে পারি আপনাকে। ৮৭৯৬৯- ফুলহ্যাম প্যালেসে আছেন তিনি। তাকে আপনি(একবার চকিতে ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা ঘড়ির দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া) সাড়ে এগারোটার পরে পাবেন। যদি আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে চান আর কি"।
"সেটা কেন-" মিসেস ক্লিপ কথা বলা শুরু করলেও তার স্বামী কথা বলে উঠলেন মাঝখানে।

BanglaBook.org

"আমাদের হাতে সময় খুবই কম। ফ্লাইট পরশু দিন। আপনার কি পাসপোর্ট করা আছে, মিস জোনস?"

"হ্যাঁ," স্বস্তির সাথে বললো ভিক্টোরিয়া। গত বছর ছুটি কাটাতে ফ্রান্সে গিয়েছিল ও। "সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি, যদি দরকার পড়ে যায়-"

"এটা একটা কাজের কাজ করেছেন," মিস্টার ক্লিপ সন্তুষ্টচিত্তে বললেন।

আর কারও এই কাজটা পাবার সম্ভাবনা এখন একদম শূন্যের কোঠায়। জ্ঞানী-গুণী মামা, চাচা আর বুদ্ধির জোরে এই কাজটা হাসিল করে নিচ্ছে ভিক্টোরিয়া।

"এখন ভিসার দরকার আপনার," তার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে বললেন মিস্টার ক্লিপ। "অ্যামেরিকান এক্সপ্রেসে আমার এক বন্ধু আছে। তার কাছে গেলেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যা নাগাদ একবার ফোন দেবেন। তখন এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ হবে"।

তেমনটাই করবে জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভিক্টোরিয়া। পেছন থেকে মিসেস হ্যামিল্টনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলোঃ

"আমাদের ভাগ্য সত্যিই খুব ভালো। এত ভালো একটা মেয়ে যাচ্ছে আমার সাথে"।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়ায় ফর্সা মুখ।

দ্রুত নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে আঠার মতন ফোনের পাশে বসে থাকলো ও। আর মনে মনে আওড়াতে লাগলো বিশপের সেক্রেটারি হিসেবে কিভাবে কথা বলবে। কিন্তু মিসেস ক্লিপ ভিক্টোরিয়ার কথাবার্তা শুনে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে ফোন করার প্রয়োজনবোধ করলেন না। আর কাজটাও তো খুব বড় কিছু নয়। একটা দীর্ঘ যাত্রায় সঙ্গ দেয়া আর দেখাশোনা করা।

সব কাগজপত্র ঠিকঠাক মত জমা দেয়া হলে খুব সহজেই ভিসা হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার। যাত্রার আগের রাতটা স্যাভয় হোটেলে মিসেস ক্লিপের সাথে থেকে গেলো ভিক্টোরিয়া। পরদিন সকাল সাতটার সময় তাকে ডেকে তুলে হিথ্রো এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে সাহায্য করতে হবে ওকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

গত দু'দিন ধরে জলাভূমিতে ভেসে চলছে নৌকোটা। এ মুহূর্তে ধীরে ধীরে *শাত-আল-আরব* নদীর পানিতে আছড়ে পড়ছে নৌকার বৈঠাগুলো। যে বয়স্ক লোকটা হাল ধরে আছে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছেনা দিক সামলানোর জন্যে। ঢেউয়ের ছন্দে কাজ করে যাচ্ছে, চোখ আমুদে ভঙ্গিতে বন্ধ করে রাখা। মৃদুস্বরে গান ধরেছেন আরবীতে-

"আসরি বি লেল ইয়া ইয়ামালি
হাধি আলেক ইয়া ইবন আলি"

আব্দুল সুলেমান এর আগেও অনেকবার নৌকা চালিয়ে বাসরায় এসেছে কিন্তু এবার নৌকায় তার সাথে আছেবিশেষ একজন ।লোকটার পরনে একটা সাদা রঙের কুর্তা আর তার ওপরে বহু ব্যবহৃত খাকি রঙের জ্যাকেট। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। মাথায় অবশ্য স্থানীয় আরবদের মত সাদা কালো *'কেফাইয়াহ'* জড়ানো, যেটাকে ধরে রেখেছে কালো রেশমী *আগাল*। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সামনে তাকিয়ে আছে সে, উজানের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। গুণগুণ করে সেও আব্দুল সুলেমানের মত আরবীতে তাল মেলাচ্ছে। এরকম আরো হাজার হাজার লোকের দেখা মিলবে এই মেসোপটেমিয়ায়। তাকে দেখে কেউ ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ করবে না যে আদতে সে একজন ইংরেজ। আর এ মুহূর্ত সে এমন একটা গোপন বার্তা বহন করছে যেটার খোঁজে আছে পুরো পৃথিবীর বাঘা বাঘা সব গুপ্তঘাতক। সেটার নাগাল পাওয়া মাত্র বার্তা সমেত বহনকারীকেও চিরদিনের মত বিদায় জানানো হবে ধরণী থেকে।

গত কয়েক সপ্তাহে যা যা ঘটেছে তা ভাবতে লাগলো সে। পাহাড়ের খাদে আচমকা আক্রমণ। ওপর থেকে বড় পাথর গড়িয়ে দেয়া। উটের ক্যারাভান। চারদিন ধরে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে দু'জন বায়োস্কোপওয়ালার সাথে হেঁটে চলা। কালো তাবুতে *আনঝেই* গোত্রের লোকদের সাথে রাত কাটানো, তার পুরনো বন্ধুদের মাঝে। প্রতি মুহূর্তে ছিল বিপদের সম্ভাবনা। সব জায়গায় ফাঁদ পাতা ছিল তাকে ধরার জন্যে।

হেনরি কারমাইকেল। ইংরেজ এজেন্ট। বয়স ত্রিশের কোঠায়। বাদামী চুল, কালো চোখ, পাঁচ ফুট দশ উচ্চতা। আরবী, কুর্দিশ, আর্মেনিয়ান, হিন্দী, ফারসী

BanglaBook.org

সহ পর্বতাঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় পারদর্শী। বিভিন্ন গোত্রের লোকের সাথে আছে তার বিশেষ খাতির। বিপজ্জনক।

কারমাইকেলের জন্ম কাশগারে। তার বাবা ছিল সরকারী কর্মকর্তা। ছোটবেলায় বারবার বাবারবদলির কারণে অনেক জায়গার ভাষা আর সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে তাকে, মিশতে হয়েছে নানা জাতের লোকদের সাথে। মধ্যপ্রাচ্যের দুর্গম সব অঞ্চলেও তার একজন না একজন বন্ধু আছে।

সে তুলনায় বড় বড় শহরে তার পরিচিত কেউ নেই বললেই চলে। বাসরার দিকে নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারমনে দানা বাঁধছে উৎকণ্ঠা। তার মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের মুখোমুখি হতে হবে শিঘ্রই। তার মূল গন্তব্য অবশ্য বাগদাদ, তবে ঘুরপথে সেখানে যাওয়াটাই নিরাপদ মনে হয়েছে তার কাছে। ইরাকের প্রতিটা বড় বড় শহরে তার জন্যে প্রস্তুত সরকারী কর্মকর্তারা, অনেক মাস আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে কোথায় যাবে সে। কিন্তু ঠিক কোন শহরে গিয়ে যোগাযোগ করবে এটা নির্ভর করছে কারমাইকেলের ইচ্ছের ওপর। তবে আগে থেকে কোন বার্তা পাঠায়নি ও, যদিও সে সুযোগ এসেছে কয়েকবার। সাবধানতা অবলম্বন করেছে প্রতিটা পদক্ষেপে। সহজ যে পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল, গোপনে এক জায়গায় সাক্ষাৎ করে প্লেনে চড়ে পালাবে- সেটা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ যে হবে সেটা আগে থেকেই জানা ছিল ওর।ফাঁস হয়ে গিয়েছিল তথ্য। আর যে ফাঁস করেছে সে ভেতরের কেউ, *সেই পুরনো কাহিনী*।

তাই এই বাড়তি সতর্কতা। বাসরাকে আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ মনে হলেও সেখানেও তার জন্যে পেতে রাখা হয়েছে ফাঁদ। ঠিক যে ভাবে শিকারী ফাঁদ পেতে রাখে শিয়াল ধরার জন্যে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে যে বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে শিঘ্রই। কিন্তু সেটাতে দমে গেলে চলবে না। মিশনের এই পর্যায়ে এসে ব্যর্থতার চেয়ে করুণ আর কিছু হতে পারে না পৃথিবীতে।

বৈঠা টানতে টানতেই কথা বলে উঠলো বয়স্ক আরব লোকটাঃ

"সময় হয়ে এসেছে বাবা। আল্লাহ তোমার হেফাজত করুক"।

"আপনি অপেক্ষা করবেন না আমার জন্যে। আমি চাই না আমার জন্যে আপনার কোন ক্ষতি হোক। জলাভূমিতে ফিরে যাবেন"।

"বিপদ আপদ সব আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি যা বলবেন সেটাই হবে"।

"ইন শা আল্লাহ,"অপরজন উত্তর দিলো।

কিছুক্ষণের জন্যে তার মনে হতে লাগলো তার রক্তে যদি পাশ্চাত্যের রক্ত না বয়ে প্রাচ্যের রক্ত বাহিত হতো তাহলেই ভালো হতো।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নৌকার নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে নেমে পড়তে হবে ডাঙ্গায়। তার জন্যে অপেক্ষারত বিপদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘুরতে হবে শহরের অলিতে গলিতে। অবশ্য তাকে দেখতে একদম আদর্শ একজন স্থানীয় আরবের মতনই দেখাচ্ছে।

ঘাঁটে পৌঁছে গেলো নৌকা। আরো সারি সারি নৌকা সেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে আগে থেকেই। অনেকটা ভেনিস নগরীর মত দেখাচ্ছে। পাল গুটিয়ে রাখা নৌকাগুলোর, স্রোতের তালে তালে দুলছে।নানা রঙের নকশা নৌকাগুলোকে করে তুলেছে আরো আকর্ষণীয়।

বয়স্ক লোকটা নরম স্বরে বললোঃ

"সময় এসে গেছে। আগে থেকে ভেবে রেখেছ কিছু?"

"হ্যাঁ, সব পরিকল্পনা করা। আমাকে যেতে হবে এখন"।

"পরম করুণাময় তোমার সহায় হোক, হায়াত নসিব করুক"।

ঘাটের পিচ্ছিল পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসলো কারমাইকেল। একটা স্বাভাবিক ঘাটে যে দৃশ্য দেখার কথাসেটাই চোখে পড়লো ওর। ছোট ছোট ছেলেরা কমলা বিক্রির জন্যে হাতে নিয়ে ছোটাছুটি করছে। অনেকে বিক্রি করছে নানা রকমের মিষ্টান্ন, চিরুনি, জুতার ফিতে, চুলের ব্যান্ড। ভবঘুরে লোকজন হেঁটে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। কাঁধে মাল নিয়ে ছুটছে শ্রমিকরা। রাস্তার অন্য পাশের চিত্র অবশ্য ভিন্ন। সব বড় বড় ব্যাংক আর দোকান সেখানে। ইউরোপিয়ান স্যুট প্যান্ট পরিহিত এফেন্দিরা(সম্ভ্রান্ত লোকজন) ব্রিফকেস হাতে ব্যস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে স্থানীয় আবার অনেকে ইংরেজ। কেউই কারমাইকেলের দিকে একবারের জন্যেও তাকালো না। তাকাবেই বা কেন? তার মত একই বেশভূসার স্থানীয় আরবের ছড়াছড়িচারপাশে।

আশেপাশে নজর বুলিয়ে শান্তভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলো কারমাইকেল। যেন উপভোগ করছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ত চিত্র। মাঝে মাঝে থেমে কেশে উঠছে বা থুতু ফেলছে। দুইবার হাত দিয়ে নাক ঝাড়লো শব্দ করে।

এভাবেই একজন আগন্তুক মিশে গেল শহরের ভিড়ে। বড় ব্রিজটা পার হয়ে ঢুকে গেলো বাজার এলাকায়।

এখানে চারপাশে কেবল হইচই। শক্ত সামর্থ্য স্থানীয়রা অন্যদের ধাক্কিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নিজ মনে। কেউ কেউ গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে বলছে- *"বালেক...বালেক"*। বাচ্চারা খেলাধূলা করছে আবার কেউ কেউ ইউরোপিয়ানদের পেছন পেছন হাঁটছে আর অনবরত বলছে-*"বকশিস, ম্যাডাম, বকশিস..."*।

BanglaBook.org

পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের জিনিসপত্র এখানে বিক্রি হয় একই সাথে।অ্যালুমিনিয়ামের সসপ্যান, কাসার তৈরি তৈজসপত্র থেকে শুরু করে স্বস্তা ঘড়ি, এনামেল করা মগ আর নানা নকশার রঙচঙে কার্পেট। সেই সাথে সেকেন্ডহ্যান্ড কোট, কার্ডিগান বাচ্চাদের কাপড়চোপড়, স্থানীয় কাঁচের ল্যাম্প, চাদর, চীনামাটির কেতলি, জগ- সবকিছুই মিলবে।

কোন কিছুর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই।এতদিন মরুভূমি আর পাহাড়ের খাদের নীরবতার বুক চিড়ে ছুটে চলা কারমাইকেলের চোখে অবশ্য এই ব্যস্ততা একটু অদ্ভুত ঠেকছে। মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। কেউ ওর দিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে না। তবুও, এতদিনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করা মানুষটা ঠিকই বুঝতে পারলো যে এ হচ্ছে ঝড়ের আগের নীরবতা। কিছু একটা ঘটবে। তার চোখে হয়তো পড়ছে না এখন, কিন্তু কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বিপজ্জনক কিছু।

একটা তুলনামূলক অন্ধকার গলিতে ঢুঁকে পড়লো ও। কিছুদূর হেঁটে মোড় নিলো বামে, এরপর আবার ডানে। এখানে ছোট ছোট কিছু দোকানি। ওগুলোর একটায় প্রবেশ করলো সন্তর্পণে।অনেকগুলো ফেরওয়াহ (ভেড়ার চামড়ায় তৈরি কোট বিশেষ) ঝুলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো কারমাইকেল। ওগুলো দেখতে লাগলো একমনে। দোকানের মালিক এই মুহূর্তে একজন খদ্দেরকে কফি খাওয়ানোর জন্যে জোর করছেন। খদ্দের লোকটা শক্ত সামর্থ্য, মুখে লম্বা দাড়ি।তার মাথার সবুজ রঙের টারবাশ টুপিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে একজন সম্মানীত হাজী তিনি।

ফেরওয়াহগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো কারমাইকেলঃ

"বেস হাধা?"

"সাত দিনার"।

"অনেক বেশি"।

"কার্পেটগুলো কি আমার অফিসে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন?" হাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই," বললো দোকানী। "আপনি কাল রওনা দিবেন?"

"একদম ভোরে, কারবালার উদ্দেশ্যে"।

"কারবালা আমার নিজের শহর। পনের বছর হয়ে গেলো ওখানে যাই না," কারমাইকেল বললো।

"পবিত্র এক শহর," হাজী সাহেব বললেন।

দোকানি ঘাড় ঘুরিয়ে কারমাইকেলের উদ্দেশ্যে বললো, "ভেতরের ঘরে কমদামী *ফেরওয়াহ* আছে"।

BanglaBook.org

"উত্তরের একটা সাদা রঙের *ফেরওয়াহ* হলেই চলবে আমার"।
"ওরকম একটাও আছে ভেতরে"।
দোকানী পেছনের দেয়ালের একটা দরজার দিকে নির্দেশ করলো।
যেরকমটা পরিকল্পনা করা ছিল, ঠিক সেভাবেই এগিয়েছে কথা বার্তা। একটা সাধারণ বাজারে যেরকম কথাবার্তা শোনা যায়, সেরকম। যে দুটো শব্দ উচ্চারিত হবার কথা ছিল- কারবালা, সাদা *ফেরওয়াহ*, সেগুলোও উচ্চারিত হয়েছে।
ভেতরের ঘরে যাওয়ার সময় দোকানীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কারমাইকেলের কেন যেন মনে হলো এই লোকটার থাকার কথা না এখানে। অবশ্য এর আগে কেবল একবারই দেখা হয়েছিল ওদের। কিন্তু নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা আছে কারমাইকেলের।এই লোকটার সাথে চেহারায় দারুণ সাদৃশ্য আগের জনের, কিন্তু তারা যে ভিন্ন লোক এ ব্যাপারে নিশ্চিত এখন ও।
"সালাহ হাসান কোথায়?" থেমে জিজ্ঞেস করলো ও, একটু অবাক স্বরে।
"আমি তার ভাই। তিন দিন আগে মারা গেছে সে। এখন থেকে সব ব্যবসার কাজ আমিই সামলাবো"।
হ্যাঁ, ভাই হতে পারে- মনে মনে ভাবলো ও।দুই ভাইই হয়তো জড়িত এসবের সাথে, আর সংকেতগুলোও ঠিকঠাক ধরতে পেরেছে। তবুও একটু বাড়তি সতর্কতার সাথে ভেতরের ঘরে গেলো কারমাইকেল। এখানেও নানা ধরণের মালামাল সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্যে। ইরানী তৈজসপত্র, হাতে সেলাই করা কাপড় চোপড়, দামাস্কাসের ট্রে আর কফি সেট।
কোণার ছোট কফি টেবিলটারওপর একটা সাদা রঙের *ফেরওয়াহ*ভাঁজ করে রাখা। এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিলো কারমাইকেল। ওটার নিচে বেশ কয়েক সেট ইউরোপিয়ান কাপড় চোপড়, কয়েকদিনের ব্যবহৃত, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা বাদামী রঙের স্যুটের বুক পকেটে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা আর কাগজপত্র গুঁজে রাখা হয়েছে আগে থেকে। একজন সাধারণ আরবের বেশে এখানে প্রবেশ করেছিল কারমাইকেল, কিন্তু বের হবার সময় তার নাম হয়ে যাবে মিস্টার ওয়াল্টার উইলিয়ামস, একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। ওয়াল্টার উইলিয়ামস নামের আসলেও একজন আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে ইরাকে নেই সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরনের জ্যাকেটটার বোতাম খুলতে শুরু করলো ও, সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই হচ্ছে।
যদি কাজটা করার জন্যে রিভলভার ব্যবহার করা হতো, তাহলে ঠিক সেই মুহূর্তেইকারমাইকেলের মিশন সেখানেই শেষ হয়ে যেতো। নীরবে কাউকে হত্যা করতে চাইলে ছুরি ব্যবহারের বিকল্প নেই, কিন্তু তার কিছু দৃশ্যমান

BanglaBook.org

অসুবিধেও আছে।চকচকে ফলা প্রতিফলিত হয় সামান্য আলোতেও। আর এই অসুবিধেটুকুই বাঁচিয়ে দিলো কারমাইকেলের জীবন।

কারমাইকেলের সামনেরাখা কফি পটটা এর আগেরদিনই ঘষে মেজে চকচকে করা হয়েছে এক অ্যামেরিকান খদ্দেরেরফরমায়েশে। সেই পটের গায়েই ছুরির ফলা প্রতিফলিত হতে দেখলো ও, সেখানে ফলাটা একটুচ্যাপ্টা দেখালেও চিনতে অসুবিধে হলো না। পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করা লোকটা কেবলই শার্টের ভেতর থেকে লম্বা ছুরিটা বের করেছে। আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই সেটা গেঁথেযেত কারমাইকেলের পিঠে।

সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ঘুরে দাঁড়ালো কারমাইকেল। নিচু হয়ে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফেলে দিলো মাটিতে। ছুরিটা ছিটকে গিয়ে পড়লো ঘরের আরেক কোণায়। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটার পাশ কেটে বের হয়ে আসলো ও। ঘৃণায় বিকৃত দোকানীর মুখ আর অবাক হয়ে যাওয়া হাজী সাহেবের চেহারা দেখে বুঝে নিলো যা বোঝার। ছুটে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

কিছুদূর সরে এসে আস্তে আস্তে আবার হাঁটা শুরু করলো। বার বার মোড় নিয়ে ঢুকে গেলো এক গলি থেকে আরেক গলিতে। যে শহরে সবকিছু হয় ঢিমেতালে সেখানে তাড়াহুড়ো করে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন মানে হয়না।

মাঝে মাঝে দোকানের সামনে থেমে এটা সেটা দেখতে লাগলেও ওর মাথায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সব গুবলেট হয়ে গেছে, এতদিনের সাজানো পরিকল্পনা ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতন। আবার ওকে একা সামলাতে হবে সবকিছু, এক অচেনা শহরে। আর কেবলই যা ঘটলো তা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শত্রুর ক্ষমতা কতটা। অনেক লম্বা হাতওদের।

এখন থেকে যারা ওর পিছু নিয়েছে শুধু তাদের থেকে সাবধান থাকলেই চলবে না, সেই সাথে ওর নিজের সংস্থার লোকজনের সাথেও সাবধানে কথা বার্তা চালাতে হবে। কি কি গুপ্ত সংকেত ব্যবহৃত হবে, এগুলোও জানা আছে শত্রুপক্ষের। এজন্যেই এতটা দক্ষতার সাথে ওর ওপর আক্রমন চালাতে পেরেছিল। অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা অবাক করলো না ওকে। ইচ্ছে করেই শত্রুপক্ষের লোককে ওর সংস্থায় প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক আগে থেকে। কিংবা টাকার মাধ্যমে হাত করা হয়েছে কাউকে। কত সহজে একজন মানুষের আনুগত্য কেনা যায় সেটা খুব ভালোমতই জানা আছে ওর।

যা ঘটার তা ঘটে গেছে। আবারো পালাতে হবে ওকে, নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাতে টাকা পয়সা বলতে কিছু নেই। কারো

BanglaBook.org

ছদ্মবেশও নেয়া যাচ্ছে না, উপরন্তু তার চেহারা চিনে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। ঠিক এই মুহূর্তেও হয়তো ওর পিছু নিয়েছে কেউ।

মাথা ঘুরিয়ে পিছে উঁকি দিলো না ইচ্ছে করেই। লাভ নেই ওতে, যারা পিছু নেবে তারা অনেক পুরনো খেলোয়াড়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে, চুপচাপ হাঁটতে লাগলো ও। কি করবে ভাবছে। বাজার থেকে বের হয়ে এসে ব্রিজটা পার করলো শান্ত পদক্ষেপে। একটা বিশাল দালানের সামনে এসে থেমে গেলো। সেটার দরজার ওপর কালো রঙে লেখা ব্রিটিশ কনস্যুলেট।

আশেপাশে একবার নজর বোলালো। কারো নুন্যতম আগ্রহও নেই ওর প্রতি। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ কনস্যুলেটে প্রবেশ করার চেয়ে সহজ অন্য কোন উপায় মাথায় আসছে না ওর। অবশ্য এটা একটা ফাঁদও হতে পারে, ভাবলো ও।

ঝুঁকিটা নিতেই হবে, কিছু করার নেই।

দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

রিচার্ড বেকার এই মুহূর্তে ব্রিটিশ কনস্যুলেটের বাইরের অফিসে বসে আছে। ভেতরেনাকিকি এক জরুরী মিটিঙে ব্যস্তকনসাল-জেনারেল।

আজ সকালেই *ইন্ডিয়ান কুইন*জাহাজ থেকে নেমেছে সে। এরপর কাস্টমসের ঝক্কি সামলাতে হয়েছে দীর্ঘক্ষণ ধরে। অবশ্য তার লাগেজের বেশিরভাগই ভর্তি বইয়ে। সব দরকারি বই আটানোর পর ওগুলোর ফাঁকে যতগুলো সম্ভব পায়জামা আর শার্ট ঢুকিয়ে নিয়েছে।

ওকে অবাক করে দিয়েই*ন্ডিয়ান কুইন* জাহাজটা একদম ঠিক সময়মতোই পৌঁছিয়েছে ইরাকে। হাতে বাড়তি দু'দিন সময় রেখেই এখানকার কাজকর্ম সাজিয়েছিলো, কারণ এরকম কার্গো জাহাজ বরাবরই দেরি করে। তবে আগে চলে আসাতে লাভই হয়েছে, এই দু'দিনঅন্য কিছু করতে পারবে। অবশ্য ওর মূলগন্তব্যস্থল *মুরিক* শহরের *তেল আসাদ*, বাগদাদ হয়ে যেতে হবে যেখানে।

এই দু'দিনে কি করবে তা জাহাজে থাকতেই ঠিক করে নিয়েছে। কুয়েতের সমুদ্র সৈকতে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের সন্ধান মিলেছে, সেটা দেখার ইচ্ছে ওর বহুদিনের। এবার সেটা পূরণ হয়ে যাবে।

জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই চলে যায় এয়ারপোর্ট হোটেলে। সেখানে খোঁজখবর নেয় কিভাবে দ্রুত কুয়েতে পৌঁছানো যায়। তাকে জানানো হয় যে পরদিন সকালেই একটা প্লেন আছে দশটারসময় আর ইচ্ছে করলে এর পরদিনই প্লেনে করে আবার ফিরে আসতে পারবে। অবশ্য কিছু আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার স্যাপারও আছে। সেইজন্যে ওকে ব্রিটিশ কনস্যুলেটের সাহায্য নিতে হবে। বাসরায় অবস্থিত কনস্যুলেটের কনসাল-জেনারেল মিস্টার ক্লেটনের সাথে কয়েক বছর আগে ইরানে দেখা হয়েছিল ওর। আবার তার সাথে দেখা হলে মন্দ হবে না।

কনস্যুলেটে প্রবেশের কয়েকটা রাস্তা আছে। প্রধান ফটকটা শুধুমাত্র গাড়ি প্রবেশের জন্যে। অন্যটা *শাত-আল-আরব* নদীর দিক থেকে এসেছে।সাধারণ কাজের জন্যে যারা আসে তাদের প্রবেশ করতে হয় মূল সড়কের দিকের দরজাটা দিয়ে। সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে ও। গার্ডকে নিজের কার্ডটা

BanglaBook.org

দেখালে সে তাকে জানায় যে কনসাল-জেনারেল এই মুহূর্তে এক জরুরী মিটিঙে ব্যস্ত, কিন্তু খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে ওটা। ছোট ওয়েটিং রুমটায় অপেক্ষা করার আমন্ত্রন জানায় এরপর। বাগানের বামদিকেই ওটা।

আগে থেকেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল কয়েকজন। তাদের দিকে অবশ্য একবারের বেশি তাকালো না রিচার্ড। আসলে বর্তমান মানবজাতির চেয়ে কয়েক শতাব্দী আগে বাস করা মানবজাতির প্রতিই আগ্রহ বেশি তার।

চুপচাপ বসে কিছুদিন আগে পড়া একটা প্রবন্ধ সম্পর্কে ভাবতে লাগলো ও। হঠাৎ করেই কেন যেন ওর সাথে একই ঘরে বসে থাকা অন্য লোকগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো রিচার্ড, কারণটা ঠিক খোলাসা করে বলা সম্ভব না।কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে লাগলো প্রথম প্রথম, কি যেন একটা ঠিক নেই। এরপরে এমন একটা জিনিসের গন্ধ এসে ঠেকলো নাকে (এ ব্যাপারে অবশ্য ও নিজেও নিশ্চিত নয়), যুদ্ধের দিনগুলোতে ফিরে গেলো। বিশেষ করে যেদিন ওকে প্যারাসুটে করে নিচে নামতে হয়েছিল আরো কয়েকজন সহযোদ্ধার সাথে। মানসিক ভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত ছিল সেদিন, জানতো না যে নিচে কি অপেক্ষা করছে, সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক একই রকম গন্ধ পেয়েছিল।

ভয়ের গন্ধ।

কিছুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা কেবল অনুভব করলো ও। ওর অর্ধেক মস্তিষ্ক ব্যস্ত প্রবন্ধটা নিয়ে ভাবতে। কিন্তু বাস্তবে ফিরে আসতে এক প্রকার বাধ্য হলো বলা যায়।

এই ঘরেরই কেউ একজন কোন একটা ব্যাপারে ভীষণ রকম ভীত।

আশেপাশে ভালোমতো তাকালো ও।

একজন আরব বসে আছে ওর ডানদিকে, পরনে একটা খাকি রঙের জ্যাকেট আর মাথায় স্থানীয় আরবদের মত *কেফাইয়াহ*।আঙুল দিয়ে চেয়ারের হাতলে অনবরত ঠুকিয়ে যাচ্ছে সে। তার পাশে একজন ইংরেজ, দেখে ব্যবসায়ী মনে হচ্ছে। নোটবুকে কিছু একটা লিখতে ব্যস্ত লোকটা। কৃষ্ণবর্ণ একজন লোক বসে বসে ঘুমোচ্ছে চেয়ারের ওপর, দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাকে। একজন ইরাকী কেরানী আর তুষারশুভ্র *কান্দুরা*পরিহিত বয়স্ক লোক বসে আছে ঘরের আরেক পাশে।

হঠাৎ বুঝতে পারলো যে ওর পাশে বসে থাকা লোকটার চেয়ারে আঙুল ঠোকার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ছন্দ আছে। সোজা হয়ে বসলো রিচার্ড। কান পেতে শুনতে লাগলো। আস্তে-জোরে-জোরে-আস্তে- এটা একটা মোর্স কোড। যুদ্ধের সময় এসব নিয়েই কারবার ছিল ওর। খুব সহজেই সংকেতটা ধরে ফেললো

BanglaBook.org

ও *ইটন, আউল*। একজন আরব কিনা মোর্স কোডের সাহায্য বলার চেষ্টা করছে - *ইটন, আউল, ইটন* !

ওর ডাক নাম আউল- *ইটন* কলেজে পড়ার সময়ে এই নামেই ডাকা হতো ওকে।

ঘুরে আরব লোকটার দিকে ভালোমতো তাকালো ও, পরনে খাকি রঙের জ্যাকেট, *কেফাইয়াহ*- এরকম আরো হাজারটা আরবের দেখা মিলবে। লোকটার চোখে চোখ পড়লো ওর। তবুও পরিচয় ঠাহর করতে পারলো না। আঙুল দিয়ে কিন্তু শব্দ করেই যাচ্ছে।

আমি ফকির। বড় বিপদ।

ফকির? ফকির! এতক্ষণে চিনতে পারলো। ফকির কারমাইকেল! এই অঞ্চলেই বড় হয়েছে ছেলেটা। ইটনে পড়ার সময় পরিচয় হয়েছিল।

পকেট থেকে তামাক খাওয়ার পাইপটা বের করে দেখানোর জন্যে ওটাতে একবার টান দিল। এরপর পাশে অ্যাশট্রেতে দু'বার টোকা দিল ছাই ঝাড়ার ভঙ্গিতে।*বার্তা পেয়েছি।*

এরপরের ঘটনাগুলো ঘটে গেলো চোখের নিমেষে।

জ্যাকেট পরা আরব লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। রিচার্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার কার্পেটে পা বেঝে পড়ে যেতে যেতে রিচার্ডকে ধরে সামলে নিলো। এরপর দুঃখ প্রকাশ করে আবার সামনে এগোতে লাগলো।

এর পরের ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটলো যে রিচার্ডের মনে হলো যেন সিনেমা দেখছে। ইংরেজ ব্যবসায়ী লোকটা হাতের নোটবুকটা ফেলে দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে কি যেন বের করতে লাগলো। পরনের কোটটা আঁটসাঁট হওয়াতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেলো তার, ঐ সময়টুকুর মধ্যে নড়ে উঠলো রিচার্ড। লোকটা রিভলভার বের করার সাথে সাথে তার হাতে ধাক্কা দিয়ে ওটা মাটিতে ফেলে দিল। তার আগেই গুলি বের হয়ে বিঁধল কার্পেটে মোড়ানো মেঝেতে।

আরব লোকটা তখন দরজার চৌকাঠ পার হয়ে গেছে। একবার পেছনে তাকিয়ে কি ঘটেছে বুঝতে পেরে আর দেরি করলো না, দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো বাইরের রাস্তায়।

কনস্যুলেটের গার্ডদৌড়ে গিয়ে চেপে ধরলো ইংরেজ লোকটার হাত। ইরাকী ক্লার্কটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে কয়েক হাত, সেঁটে আছে দেয়ালের সাথে। কৃষ্ণকায় লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে আর বয়স্ক আরব লোকটা আগের ভঙ্গিতেই বসে বসে কি যেন ভাবছে।

"আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এরকম একটা জায়গায় রিভলভার বের করছিলেন কেন?" রিচার্ড জিজ্ঞেস করলো।

BanglaBook.org

"আমি-আমি দুঃখিত," একটু তোতলাচ্ছে ইংরেজ লোকটা। "একদমই হঠাৎ করে কি যে হয়ে গেল। দুর্ঘটনা!"

"বাজে কথা! আপনি গুলি করতে যাচ্ছিলে আরব লোকটাকে"।

"না না! শুধু ভয় দেখিয়ে মজা করতে চাচ্ছিলামএকটু। কিছুদিন আগে আমার সাথেও এমন মজা করেছিল সে"।

রিচার্ড বেকার নিভৃতচারী মানুষ, কোন ধরণের গ্যাঞ্জাম থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই পছন্দ করে। তার মন বলছে ব্যাখাটা মেনে নিয়ে চুপ হয়ে যেতে। তাছাড়া সে কিছু প্রমাণও করতে পারবে না। আর ফকির কারমাইকেলও নিশ্চয়ই চাইবে না যে ব্যাপারটা জানাজানি হোক।

আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ও। খেয়াল করলো যে ইংরেজ লোকটা ঘামছে দরদর করে। কনস্যুলেট গার্ড এখনও কথা বলেই যাচ্ছে কারণ ভেতরে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা একদমই বেআইনী। কনসাল-জেনারেল এই ঘটনার কথা শুনলে রাগ করবেন।

"এই ছোট্ট দুর্ঘটনাটার জন্যে আমি আসলেও দুঃখিত," এই বলে গার্ডের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলো সে। কিন্তু সাথে সাথে সেটা ক্রুদ্ধভঙ্গিতে ফেরত দিয়ে দিলো গার্ড।

"আমি বরং বেরিয়ে যাই," কিছুক্ষণ পর বললো ইংরেজ লোকটা। "জেনারেলের সাথে আজ আর দেখা করবো না। আমার কার্ডটা রাখুন," এই বলে রিচার্ডের হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিলো সে। "এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকছি আমি। যদি কোন ঝামেলা হয় তাহলে ওখানে যোগাযোগ করলেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলেও একটা দুর্ঘটনা। ছেলেমানুষী করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি আমি"।

বিরক্তির সাথে লোকটাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো রিচার্ড। তাকে এভাবে ছেড়ে দেয়া উচিৎ হলো কিনা ভাবছে, কিন্তু বেশি কিছু তো করারও ছিল না।

"মিস্টার ক্লেটনের মিটিং শেষ হয়েছে, স্যার। আপনি দেখা করতে পারেন এখন তার সাথে," গার্ড বললো তার উদ্দেশ্যে।

গার্ডের পিছু পিছু করিডোর পার হয়ে কনসাল জেনারেলের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। কড়া নাড়ার সাথে সাথেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিললো।

"আমি জানি না আপনার আমাকে মনে আছে কিনা," বললো রিচার্ড। "কিন্তু আমাদের তেহরানে দেখা হয়েছিল দু'বছর আগে"।

BanglaBook.org

"অবশ্যই মনে আছে! আপনি ডক্টর পন্সফুট জোনসের সাথে ছিলেন, তাই না? তার সাথে কি এ বছরও কাজ করবেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছি। কিন্তু হাতে দু'দিন বাড়তি সময় থাকায় কুয়েত থেকে একবার ঘুরে আসতে চাচ্ছিলাম। কোন সমস্যা হবে না তো?"

"মোটেও না। কাল সকালেই একটা প্লেন আছে। দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। ওখানে আমার পরিচিত একজন আছে, আর্চি গন্ট, তাকে টেলিগ্রাম করে দেবো আমি। আজ রাতটা আমাদের এখানেই থাকবেন আপনি"।

রিচার্ড একটু আপত্তি জানানোর চেষ্টা করলো।

"আপনাকে আর মিসেস ক্লেটনকে কষ্ট দিতে চাই না। এয়ারপোর্ট হোটেলেই থেকে যাই বরং"।

"অসম্ভব! আমাদের সাথেই থাকবেন আপনি। আর হোটেলেও এখন লোক গিজগিজ করছে। আমার স্ত্রী আপনাকে দেখে খুশিই হবে। আমাদের সাথে এখন আছেন তেল কোম্পানির মিস্টার ক্রসবি আর ডক্টর র‍্যাথবোনের এক সহকারী, কাস্টমস থেকে কিছু বই খালাস করার কাজে এখানে এসেছে সে। আসুন, রোজার সাথে দেখা করুন"।

উঠে দাঁড়িয়ে পথ দেখিয়ে রিচার্ডকে ওপর তলার কোয়ার্টারে নিয়ে আসলেন মিস্টার ক্লেটন। দরজা খুলে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালেন মেহমানকে। ভেতরে বাহারী নকশা করা কার্পেট বিছানো মেঝেতে আর চারপাশে আকর্ষনীয় ডিজাইনের সব আসবাবপত্র। বাইরের কড়া রোদ থেকে ভেতরের মৃদু আলোর পরিবেশে এসে ভালো লাগলো রিচার্ড বেকারের।একটু ঠা-া ঠা-া ভাব আছে।

"রোজা, কোথায় তুমি?" ভেতরে এসে ডাক দিলেন জেরাল্ড ক্লেটন। রিচার্ডের যতটুকু মনে পড়ে খুবই প্রাণোচ্ছল একজন মহিলা মিসেস ক্লেটন, কথা বলতে ভালোবাসেন।ভেতরের রুম থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে আসলেন ভদ্রমহিলা।

"রিচার্ড বেকারকে মনে আছে তোমার, ডার্লিং? ডক্টর পন্সফুটের সাথে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে"।

"অবশ্যই," হাত মেলানোর পর বললেন মিসেস ক্লেটন। "একসাথে বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটাও করেছিলাম আমরা"।

মিসেস ক্লেটন কেনাকাটা করতে ভীষণ ভালোবাসেন। নিজের জন্যে কেনার সুযোগ না থাকলে সাথের বন্ধুদের কিনতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেবারও তেমনটাই হয়েছিল, নিজে দামাদামি করে কিছু কার্পেট কিনে দেন রিচার্ডকে, স্থানীয় বাজার থাকে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, খুবই ভালো কিছু কার্পেট কিনেছিলাম আমরা," বললো রিচার্ড। "পুরোটাই আপনার কৃতিত্ব"।

"মিস্টার বেকার কাল কুয়েত যাবেন," বললেন জেরাল্ড। "আমি তাকে বলেছি আজ রাতটা আমাদের সাথে থাকতে"।

"যদি আপনাদের কোন সমস্যা না হয় আর কি," বললো রিচার্ড।

"কিসের সমস্যা! আপনি অবশ্য সবচেয়ে ভালো রুমটা পাবেন না। ক্যাপ্টেন ক্রসবির দখলে ওটা এখন। তবুও যথেষ্ঠ আরামেই থাকবেন। আপনি কি কুয়েতি ট্রাঙ্ক কিনতে চান ? এখানকার বাজারে দারুণ কিছু নকশার ট্রাঙ্ক এসেছে। রিচার্ড তো আমাকে কিনতেই দেয় না। কম্বল রাখার জন্যেএকদম আদর্শ ওগুলো"।

"তোমার ইতিমধ্যেই তিনটা ট্রাঙ্ক কেনা হয়ে গেছে, ডার্লিং," মিস্টার ক্লেটন বললেন নরম সুরে। "এখন আমাকে অফিসে ফিরতে হবে, বেকার," ওর দিকে তাকিয়ে বললেন কনসাল জেনারেল। "কি যেন একটা সমস্যা হয়েছে বাইরের ওয়েটিং রুমে। কেউ একজন রিভলবার নিয়ে ঢুকেছিল"।

"স্থানীয় কেউ হবে হয়তো। ওদের মাথা বরাবরই গরম," মিসেস ক্লেটন বললেন।

"না," বললো রিচার্ড। "স্থানীয় কেউ না, একজন ইংরেজের কাজ ছিল ওটা। একজন আরবকে গুলি করার উদ্দেশ্যে ওটা বের করেছিল সে। আমি থামিয়েছি তাকে"।

"আপনিও ঘটনাস্থলে ছিলেনতাহলে," বললেন ক্লেটন।"সেটা জানতাম না আমি," এই বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করলেন তিনি। "রবার্ট হল, অ্যাকিলিস ওয়ার্কস, এনফিল্ড। আমার সাথে কি কাজে দেখা করতে এসেছিল সেটাও উল্লেখ করেনি। মদ টদ খেয়ে আসেনি তো?"

"মজা করার জন্যে নাকি কাজটা করছিল সে," শুকনো স্বরে বললো রিচার্ড। "দুর্ঘটনা বশত গুলি ছুটে যায়"।

ভ্রুঁজোড়া উঁচু করে তাকালেন জেরাল্ড ক্লেটন। "ব্যবসায়ীদের সাথে তো রিভলভার থাকার কথা না"।

"তাকে থামানো উচিৎ ছিল আমার"।

"আপনি তো আর জানতেন না যে কি ঘটবে। যাকে গুলি করতে চাচ্ছিল তার কিছু হয়নি তো?"

"না"।

"তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি না করলেই বোধহয় ভালো হবে"।

"আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে"।

BanglaBook.org

মিস্টার ক্লেটনকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।
"আমাকে অফিসে ফেরত যেতে হবে এখন," এই বলে চলে গেলেন তিনি।
মিসেস ক্লেটন রিচার্ডকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন কফি নাকি বিয়ার খাবেন তিনি। বিয়ারের কথা বললে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলো বরফ দেয়া বিয়ার।
কুয়েতে কেন যেতে চাচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করায় খুলে বললো সব।
এরপর মিসেস ক্লেটন জিজ্ঞেস করলেন যে এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন বিয়ে-শাদিকরেনি সে। জবাবে রিচার্ড বললো, "আমাকে আর কে বিয়ে করবে ? কাজে এত ব্যস্ত থাকি"।
"আপনার কোন ধারণাই নেই, মিস্টার বেকার। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিয়ের জন্যে একদম আদর্শ পাত্র," মিসেস ক্লেটন বললেন। "এবার কোন কম বয়সী মহিলা আসবে নাকি কাজ করতে?"।
"এক দু'জন আসবে," অস্বস্তির সাথে বললোরিচার্ড। "আর মিসেস প্লেসফুট জোনসও আসবেন"।
কথাবার্তা অন্য দিকে যাবার আগে একজন ছোটোখাটো মানুষ এসে বাঁচিয়ে দিলেন ওকে। ক্যাপ্টেন ক্রসবির সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিসেস ক্লেটন। রিচার্ড একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ এটা শুনেই হো হো করে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন ক্রসবি।
"আমার কাছে বরাবরই মনে হয় যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিথ্যা কথা বলে সবসময়," বললেন তিনি। "নাহলে মাটির নিচ থেকে পাওয়া জিনিস দেখে কিভাবে তারা জানেন যে কত বছর আগের সেটা?"
"সেটা ব্যাখা করতে অনেক সময় লাগবে," একটু রুক্ষ স্বরেই কথাটা বললো রিচার্ড।
এ সময় ঘর দেখিয়ে আনার কথা বলে ওকে ভেতরে নিয়ে আসলেন মিসেস ক্লেটন।
"লোকটা এমনিতে ভালোই," বললেন তিনি, "কিন্তু সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা একদমই কম"।
নিজের ঘরটা যথেষ্ঠ আরামদায়ক মনে হলো রিচার্ডের কাছে। ক্লেটনদের মেহমানদারি সম্পর্কে তার ধারণা আরো উঁচু হয়ে গেলো।
কোট খুলে রাখার আগে পকেটে একবার হাত দিতেই অবাক হয়ে গেলো ও। একটা ভাঁজ করা নোংরা কাগজের টুকরো সেখানে। আজ সকালেও ওটা পকেটে ছিল না !

BanglaBook.org

কারমাইকেল হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার সময় ক্ষণিকের জন্যে ধরেছিল ওকে। তখনই হয়তো একফাঁকে চালান করে দিয়েছে এটা।

ভাঁজ করা কাগজটা খুললো ও। দেখে মনে হচ্ছে এর আগেও অনেকবার ভাঁজকরা হয়েছে আর ভাঁজ খোলা হয়েছে কাগজটার।

সেখানে আহমেদ করিম নামের এক ট্রাক ড্রাইভারকে অনেক পরিশ্রমী আর সৎ বলে উল্লেখ করেছেন মেজর জন উইলবার নামের এক ইংরেজ। টুকটাক যন্ত্রপাতির কাজও পারে সে।

এই অঞ্চলে সচরাচর যে ধরণের সুপারিশনামা দেখা যায় তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কথাগুলো লেখা হয়েছে আঠারো মাস আগে। এটাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই, কারণ এই ধরণের সুপারিশনামা সযত্নেই রেখে দেয় ড্রাইভাররা।

ভ্রু কুঁচকে সারাদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভালো করে মনে করার চেষ্টা করলো রিচার্ড।

ফকির কারমাইকেল যে জীবন সংশয়ের ঝুঁকিতে ছিল এ ব্যাপারে এখন একদম নিশ্চিত সে। এজন্যেই এতটা ভয় পাচ্ছিল ও। পিছে লোক লাগা সত্ত্বেও কনস্যুলেটে প্রবেশ করে সে। কেন? নিরাপত্তার আশায়? কিন্তু তার বদলে আরেকটু হলে সেখানেই প্রাণটা খোয়াতে হতো তাকে। ইংরেজ লোকটা নিশ্চয়ইশত্রুপক্ষের কেউ হবে। তার ওপর নির্দেশ ছিল যে ঝুঁকি নিয়ে হলেও কনস্যুলেটের ভেতরেই গুলি করতে হবে কারমাইকেলকে। এর একটাই অর্থ, বড় রকমের কোন ঝামেলায় আছে এখন কারমাইকেল। এর মধ্যেও কৌশলে রিচার্ডের পকেটে এই কাগজটা চালান করে দিয়েছে সে। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এটার নিশ্চয়ই আলাদা কোন গুরুত্ব আছে। যদি কোনভাবে কারমাইকেলের কাছে পৌঁছেও যায় শত্রুপক্ষ, তখন কাগজটা না পেয়ে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে সমস্যা হবে না। বুঝতে পারবে যে কারো কাছে কাগজটা দিয়ে দিয়েছে সে। রিচার্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে একসময়।

এখন কাগজটা নিয়ে কি করবেরিচার্ড?

এটা জেরাল্ড ক্লেটনকে দিয়ে দিতে পারে সে। হাজার হলেও সে একজন সরকারি কর্মকর্তা।

নাকি নিজের কাছেই রেখে দেবে কারমাইকেলের সাথে না দেখা হওয়া পর্যন্ত?

কিছুক্ষণ দোনোমনো করে শেষ পর্যন্ত পরের কাজটা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। তবে তার আগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

একটা কাগজ ছিড়ে নিয়ে সেটায় কারমাইকেলের দেয়া কাগজটার সুপারিশনামা অবলম্বনে একই ধরণের আরেকটা সুপারিশনামা লেখলো, ইচ্ছে করেই একটু

BanglaBook.org

অন্য শব্দ ব্যবহার করলো যাতে বুঝতে অসুবিধে হয় শত্রুপক্ষের। অবশ্য এমনটাও হতে পারে যে অদৃশ্য কালিতে কিছু একটা লেখা কাগজটাতে।

লেখা শেষে নকল বার্তাটার ওপর কিছু ময়লা লাগিয়ে দিলো ইচ্ছে করে। হাত দিয়ে কয়েকবার ঘষে দুমড়িয়ে নিলো। এখন কেউ এটা দেখলে ভাববে যে অনেক দিন আগে লেখা হয়েছে কথাগুলো। এরপর কাগজটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো আগের মত ভাঁজ করে।

আসল কাগজটা নিয়ে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো তারপর। কিছুক্ষণ ভাবার পর একটা বুদ্ধি আসলো মাথায়।

হাসিমুখে কাগজটাকে যতটা ছোট করে সম্ভব ভাঁজ করলো। এরপর আয়তাকার কাগজের টুকরোটা প্লাস্টিসিনে(প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে ব্যবহৃত ছাপ নেয়ার কৃত্রিম কাঁদা) মুড়ে লুকিয়ে রাখলো যথাস্থানে।

"আশা করি এটুকুই যথেষ্ঠ হবে, এর বেশি আর কিছু করা সম্ভবও না আমার পক্ষে," আপনমনেই বললো।

বিকেল বেলা যখন কোটের পকেটে হাত দিলো ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে নকল কাগজটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

*অবশেষে!*ভাবলো ভিক্টোরিয়া ।*অবশেষে ঘোষণা এলো* ।

"বাগদাদ, কায়রো আর তেহরানগামী যাত্রীদের দুই নম্বর টার্মিনালের বাসে আসন গ্রহন করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে" ।

মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের বর্ণাঢ্য জীবনের তুলনায় ভিক্টোরিয়ার জীবন একদমই সাদামাটা । এরকম নিশ্চয়ই আগেও ভ্রমণ করেছেন মিসেস ক্লিপ । প্লেনে, ট্রেনে কিংবা জাহাজে । আর যাত্রা বিরতির সময়টুকু কাটিয়েছেন কোন দামী হোটেলে । কিন্তু ভিক্টোরিয়ার জীবনে সেই একঘেয়ে কতগুলো কাজেরই ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে *"মিস জোনস, দয়া করে এই চিঠিটা টাইপ করে দিন"* । *"চিঠিতে বানান এত ভুল কেন?" "সবচেয়ে স্বস্তায় চুল কাটানো যায় ঐ পার্লারে"* । *"তুমি কি ঠিকমতো চা'টাও বানাতে জানোনা, ভিক্টোরিয়া?"*- একদম হাঁফ ধরে গেছিল ওর ।

আর এখন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বাগদাদ(সেই সাথে এডওয়ার্ড) ।

মিসেস ক্লিপের কথায় কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসলো ভিক্টোরিয়া । এরই মধ্যে ও বুঝে গেছে যে প্রচ- রকমের বাচাল এই মহিলা । একে ওকে নিয়ে অনবরত মন্তব্য করেই যাচ্ছে ।এই মুহূর্তেও কিছু একটা নিয়ে কথা বলছেন তিনি-

"-আর ওখানকার কিছুই পরিষ্কার না । আমি খুব দেখেশুনে খাওয়া দাওয়া করি । বাজারগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ । খালি ময়লা আর ময়লা । আর টয়লেট? ওগুলো কি আদৌ টয়লেট নামের উপযোগী কিনা সন্দেহ আছে আমার"

চুপচাপ মিসেস ক্লিপের বক্তব্যগুলো শুনে গেলো ভিক্টোরিয়া । ওর বাগদাদ ভ্রমণের উৎসাহ অবশ্য বিন্দুমাত্র কমছে না এতে । হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছাবারপর তাকে বাস থেকে নামতে সাহায্য করলো ও । ওদের সব টিকেট, পাসপোর্ট আর টাকাপয়সার দায়িত্ব ভিক্টোরিয়াকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই ।

"তুমি সাথে থাকায় আমার খুবই ভালো হয়েছে ভিক্টোরিয়া," বললেন মিসেস ক্লিপ । ওকে গতকাল রাত থেকেই তুমি করে ডাকছেন তিনি, ভিক্টোরিয়া অবশ্য কিছু মনে করেনি এতে । "নাহলে কিভাবে যে একা একা এত দূরে যেতাম!" ।

BanglaBook.org

আকাশভ্রমণের ব্যাপারটা সবসময়ই শিক্ষা সফরের মতন মনে হয় ভিক্টোরিয়ার কাছে। প্রতি মুহূর্তে নজরদারিতে রাখা হয় ওদের। সব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত এয়ার হোস্টেসরা। শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় এমন ভাবে বুঝিয়ে বলবে যেন কোন শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের বোঝাচ্ছেন।আর সব ব্যাপারে নিয়ম কাননও খুব কড়া। ওর মনে হলো এই বুঝি মাইকে ভেসে আসবে "তো বাচ্চারা-"

ডেস্কের পেছনে বসে থাকা ক্লান্ত চেহারার এক কর্মী ওদের পাসপোর্ট ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলো। এরপর টাকা পয়সা আর মূল্যবান কি কি জিনিস আছে সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে লাগলো। এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নগুলো করছে যেন অপরাধীদের সাথে কথা বলছে। ভিক্টোরিয়া ভাবলো একবার বলবে যে বিশাল একটা হিরার আংটি আর পাঁচ ভরি সোনার একটা নেকলেস আছে ওর ব্যাগে- শুধু লোকটার অভিব্যক্তি দেখার জন্যে। কিন্তু এডওয়ার্ডের কথা ভেবে কিছু বললো না।

সবধরণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে এয়ারপোর্টের ওয়েটিং লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে বলা হলো ওদের। বাইরে থেকে প্লেনের ইঞ্জিন চালু হবার গর্জন ভেসে আসছে।

মিস হ্যামিল্টন ক্লিপ ইতিমধ্যে সহযাত্রীদের নিয়ে ধারাভাষ্য দেয়া শুরু করে দিয়েছেন।

"ঐ বাচ্চা দুটো কি সুন্দর না দেখতে? কিন্তু এত ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে একা ভ্রমণ করা কি ঠিক? নিশ্চয়ই ব্রিটিশ। মহিলার স্যুটের স্টাইলটা অবশ্য সুন্দর, দেখে একদম ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাকে। ঐ লোকটা বোধহয় ল্যাটিন, চেহারা কিন্তু বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু পরনের চেক শার্টটা মানাচ্ছে না। ব্যবসার কাজে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। ঐ পরিবারটা নিশ্চয়ই ইরানী বা তুর্কী। কোন অ্যামেরিকান দেখছি না। তারা নিশ্চয়ই প্যান অ্যামেরিকানে ভ্রমণ করে। ঐ দু'জন লোক বোধহয় তেল নিয়ে আলাপ করছে, কি বলো তুমি? মানুষজনের দিকে তাকিয়ে তাদের নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে আমার।মিস্টার ক্লিপ আমাকে বলে যে আমি নাকি মানুষের স্বভাব চরিত্র খুব ভালো বুঝতে পারি।ঐ মিঙ্ক কোটটার দাম কমপক্ষে তিন হাজার ডলার, নাকি?"

একবার লম্বা করে শ্বাস ছাড়লেন মিসেস ক্লিপ। কিছুক্ষণের জন্যে থামালেন ধারাভাষ্য।

"এতক্ষন অপেক্ষা করাচ্ছে কেন আমাদের। প্লেনের ইঞ্জিন তো চালু করেছে সেই কখন। সবাই তো এসেই গেছে মনে হচ্ছে। মালপত্রে কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি? দেরি হয়ে যাবে তো"।

BanglaBook.org

"আপনি কি এক কাপ কফি খাবেন, মিসেস ক্লিপ? শেষ মাথায় বুফে টেবিল দেখতে পাচ্ছি" ।

"কফি? এখন? নাহ । আসার আগেই তো এক কাপ কফি খেলাম । এখন কিছু খেলে পরে সমস্যা হতে পারে । এত দেরি হচ্ছে কেন সেটা জানতে চাই আমি" ।

সাথে সাথেই উত্তরটা পেয়ে গেলেন তিনি ।

করিডোরমুখী দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন লম্বা চওড়া একজন লোক ।তাকে ঘিরে আছে এয়ারপোর্ট অফিসের সব কর্মকর্তা । ব্রিটিশ এয়ারওয়েসের একজন কেরানী দুটো ক্যানভাসের ব্যাগ বহন করছে তার পেছন পেছন ।

আগ্রহী ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ ।

"নিশ্চয়ই হোমরা চোমরা গোছের কেউ হবে," মন্তব্য করলেন ।

"ভাব দেখে তো তেমনটাই মনে হচ্ছে" ।

দেরি করে আসা এই যাত্রীর আচার আচরণে আত্মতুষ্টির ভাব প্রবল । একটা ধূসর রঙের ওভারকোট তার পরনে, মাথায় সম্ভ্রেরো হ্যাট । সেই হ্যাটের নিচে রূপালী-ধূসর চুলদেখা যাচ্ছে । আর নাকের নিচে বিশাল গোঁফ ।লোকটা সুদর্শন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এরকম ভাব দেখানো লোক একদমই পছন্দ না ভিক্টোরিয়ার ।

বড় বড় অফিসাররা বিনয়ে গলে পড়ছে তার সামনে ।*"জ্বি, স্যার রুপার্ট, প্লেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবে"* ।*"আপনি কোন চিন্তা করবেন না, স্যার রুপার্ট"* ।

বিশাল ওভারকোটটা উড়িয়ে ঝড়ের বেগে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন স্যার রুপার্ট । তার পেছনে শব্দ করে চৌকাঠে বাড়ি খেল দরজাটা ।

"স্যার রুপার্ট," বিড়বিড়িয়ে বললেন মিসেস ক্লিপ । "ইনি আবার কে?"

ভিক্টোরিয়া মাথা ঝাঁকালো । অবশ্য লোকটাকে কোথাও আগে দেখেছে বলে মনে হলো ওর কাছে ।

"তোমাদের সরকারী কেউ হবে," মিসেস ক্লিপ বললেন ।

"মনে হয় না," ভিক্টোরিয়া বললো ।

আজ অবধি যতজন সরকারী লোককে দেখেছে ও তাদের কাউকেই এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে চলাফেরা করতে দেখেনি । সবসময় কিসের যেন দুশ্চিন্তায় থাকে তারা, শুধু মঞ্চে উঠলেই আত্মবিশ্বাস উপচিয়ে পড়ে তাদের ।

"আপনারা এখন প্লেনে গিয়ে বসতে পারেন," এয়ার হোস্টেস এসে বললো । "দয়া করে একটু দ্রুত সব গোছগাছ করে নেয়ার চেষ্টা করবেন" ।

BanglaBook.org

তার গলার স্বর শুনে মনে হলো যেন কয়েকটা বাচ্চার কারণে কোথাও যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বড়দের।

সবাই বেরিয়ে আসলো ওয়েটিং লাউঞ্জ থেকে।

টারম্যাকে অপেক্ষা করছে প্লেনটা। ওড়ার জন্যে প্রস্তুত। ভিক্টোরিয়া প্লেনে উঠতে সাহায্য করলো মিসেস ক্লিপকে। তাকে নির্ধারিত সিটে বসিয়ে পাশের সিটটাতে বসে পড়লো ও। সিটবেল্ট আটকে,সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার পর খেয়াল করলো যে ঠিক ওদের সামনের সিটটাতেই বসেছেন স্যার রুপার্ট।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলো এসময়। কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করলো প্লেন।

*"সত্যি সত্যি চলতে শুরু করেছে প্লেনটা,"*মনে মনে ভাবলো ভিক্টোরিয়া। *"যদি এটা রানওয়ে থেকে না ওঠে? এত লোক নিয়ে ঠিকঠাক মতো উঠতে পারবতো?"*

দীর্ঘ একটা সময় ট্যাক্সিয়িং করার পর যখন ভিক্টোরিয়ার মনে হতে লাগলো প্লেনটা উড়বেই না ঠিক তখনই রানওয়ে ছেড়ে ওপরে উঠে গেলো প্লেনটা। ইঞ্জিনের প্রচ- গর্জনও কমে আসলো এক সময়।

প্লেনের ভেতরে সিটবেল্ট খুলে ফেললো সবাই। কেউ সিগারেট ধরালো, কেউ ম্যাগাজিন পড়া শুরু করলো। এরকম কিছুর অভিজ্ঞতা এর আগে খুব অল্পই হয়েছে ভিক্টোরিয়ার। ছোট একটা জায়গার ভেতরে বিশ ত্রিশজন লোক। বাইরে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে এ মুহূর্তে কিছুই ভাবছে না কেউ।

ছোট জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকালো ও। মেঘ দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে। আর মেঘের নিচে লিলিপুট আকৃতির সবকিছু।

নিজেকে সামলে নিলো ভিক্টোরিয়া। মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ কথা বলা শুরুকরেছেন। কান থেকে তুলা বের করে তার দিকে ঝুঁকে বসলো ও।

তাদের সামনে সিটে উঠে দাঁড়ালেন স্যার রুপার্ট। পরনের ওভারকোটটা খুলে হালকা হয়ে বসলেন সিটে। এর আগে পাশের র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন হ্যাটটা

"যত সব লোক দেখানো কাজ কারবার," বিরক্ত স্বরে আনমনে মন্তব্য করলো ভিক্টোরিয়া।

মিসেস ক্লিপ একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন এখন। কিছুক্ষণ পরপর পাতা ওল্টানোর দরকার পড়লে ভিক্টোরিয়াকে হাত দিয়ে গুঁতা দিচ্ছেন।

আশেপাশে তাকালো ভিক্টোরিয়া। এখন একঘেয়ে লাগছে এই প্লেন যাত্রা। সে নিজেও একটা ম্যাগাজিন খুললো, কিন্তু 'আপনি কি শর্টহ্যান্ড টাইপিংয়ে দক্ষতা বাড়াতে চান?' এই বিজ্ঞাপনটা দেখা মাত্র ওটা বন্ধ করে সিটে হেলান দিয়ে এডওয়ার্ডকে নিয়ে ভাবতে লাগলো।

BanglaBook.org

প্রচ- বৃষ্টির মধ্যে লিবিয়ার ক্যাসেল বেনিতো এয়ারপোর্টে অবতরণ করলো ওদের প্লেন। একটু অসুস্থ বোধ করছে ভিক্টোরিয়া এখন। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মিসেস ক্লিপকে সাহায্য করলো ও। বৃষ্টির মধ্যেই রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। স্যার রুপার্টকে অবশ্য একজন অফিসার এসে গাড়িতে করে অন্য কোথাও নিয়ে গেলো, রাগত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো ভিক্টোরিয়া।

আলাদা আলাদা ঘর বরাদ্দ করে রাখা হয়েছিল ওদের জন্যে। মিসেস ক্লিপকে টয়লেটে আসা যাওয়ার ব্যাপারেসাহায্য করে তাকে বিছানায় শুইয়ে নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো ভিক্টোরিয়া।

এক ঘন্টা ঘুমোনোর পর উঠে হাতমুখ ধুয়ে মিসেস ক্লিপের ঘরে গিয়েতাকে তৈরি হতে সাহায্য করলো। এসময় একজন এয়ার হোস্টেস এসে ওদের জানালো যে বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে রাতের খাবারের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সহযাত্রীদের সাথে গল্পে মেতে উঠলেন মিসেস ক্লিপ। চেক শার্টের লোকটার মনে হয় ভিক্টোরিয়াকে মনে ধরেছে। তাকে পেন্সিল কোম্পানি সম্পর্কে সব খুলে বললো সে।

অবশেষে তাদের স্লিপিং কোয়ার্টারে নামিয়ে দিয়ে জানানো হলো যে পরদিন ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় প্লেন ছেড়ে যাবে এয়ারপোর্ট থেকে।

"এখানে তো বেশি কিছু দেখতে পারলাম না আমরা," বললো ভিক্টোরিয়া। "আকাশপথের ভ্রমণ কি সবসময়ই এমন একঘেয়ে নাকি?"

"হ্যাঁ, এরকমই। মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে ওরা। দেখো কাল সকালে আমাদের জাগানোর জন্যে কি করে। একবার তো রোমে রাত সাড়ে তিনটার সময় ডেকে তুলে চারটার মধ্যে নাস্তা করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু প্লেন ছাড়ে সকাল আটটায়। ততক্ষণ ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে থেকে কোমর ব্যাথা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তবে একটাই সুবিধা, তোমাকে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে দেবে, এ ব্যাপারে কোন গোলমাল হবে না"।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভিক্টোরিয়ার বুক চিরে। গোলমাল হলেও তেমন সমস্যা নেই ওর। এই পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চায় ও

"আর আমি ঐ লোকটার আসল পরিচয় খুঁজে বের করেছি, জানো?" আগ্রহের সাথে বললেন মিসেস ক্লিপ। "উনি হচ্ছেন স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি। বিখ্যাত পর্যটক। ওনার কথা আগেও নিশ্চয়ই শুনেছো তুমি?"

এতক্ষণে মনে পড়লো ভিক্টোরিয়ার। ছয় মাস আগে পত্রিকায় বেশ কয়েকবার লোকটার ছবি দেখেছে ও। চায়নার সাথে খুব ভালো খাতির স্যার রুপার্টের। এমনকি তিব্বতেও গিয়েছেন তিনি। তাছাড়া কুর্দিস্তান আর এশিয়ার দুর্গম সব

BanglaBook.org

অঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছেন। তার লেখা বইয়ের চাহিদাও কম না। এরকম ভাবসাব নেওয়া তাকেই মানায়। উপযুক্ত ব্যাখা ছাড়া বইয়ে উল্টাপাল্টা কিছু লেখেন না তিনি। যে কোন জায়গায় যাওয়ার সময় এই ওভারকোট আর হ্যাট পরনে থাকে তার। এক ধরণের ট্রেডমার্ক বলা যায়।

"ওনার মত লোক যাচ্ছেন আমাদের সাথে, দারুণ না ব্যাপারটা?" জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ক্লিপ।

ব্যাপারটা যে দারুণ সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই ভিক্টোরিয়ার। কিন্তু বাস্তবের স্যার রুপার্টের চেয়ে তার বই পড়তেই বেশি ভালো লাগে ওর। একটু বেশিই নিজেকে জাহির করেন তিনি।

পরদিন সকালে ঠিকঠাক মতোই হলো সবকিছু। বৃষ্টি থেমে গেছে আগেই, সূর্য উঁকি দিচ্ছে মেঘের ফাঁক থেকে। তবুও লিবিয়ার কিছু না দেখতে পাওয়ায় কিঞ্চিৎ মন খারাপ হলো ভিক্টোরিয়ার। দুপুরের মধ্যে কায়রো বিমানবন্দরে পৌঁছে যাবে ওরা আর বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে পরদিন সকালে। তাই কায়রো ঘুরে দেখার জন্যে কিছু সময় পাবেহাতে।

সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ছে ওরা। কিন্তু মেঘের কারণে নিচের দৃশ্য ঢাকা পড়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে। আবার সিটে হেলান দিয়ে বসে পড়লো ভিক্টোরিয়া। ঘুম পাচ্ছে এখন। সামনের সিটে ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন স্যার রুপার্ট। তার কাঁধের অনাবৃত অংশ দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে। তৃপ্তির সাথে ভিক্টোরিয়া খেয়াল করলো যে সেখানে একটা ফোসকার মত দাগ। সেটা দেখে ঠিক কেন সে তৃপ্তি পেল সেটা ব্যাখা করা মুশকিল। হাজার হলেও স্যার রুপার্টও যে একজন সাধারণ মানুষ সে বোধ থেকেই বোধহয়। তাছাড়া এই পর্যন্ত একবারও সহযাত্রীদের দিকে ফিরেও তাকাননি তিনি।

"নিজেকে কি ভাবে?" মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া। এর উত্তর অবশ্যে একটাই। নিজেকে স্যার রুপার্ট ভাবেন তিনি, আর সেটাই যথেষ্ঠ। পরিব্রাজক হিসেবে একনামে সবাই চেনে তাকে, আর ভিক্টোরিয়া একজন মামুলি শর্টহ্যান্ড টাইপিস্ট।

কায়রো পৌঁছে ভিক্টোরিয়া আর মিসেস ক্লিপ একসাথে দুপুরের খাবার সারলেন। এরপর মিসেস ক্লিপ বললেন যে ছটা পর্যন্ত ঘুমোবেন তিনি আর ভিক্টোরিয়া যাতে এই সময়ে পিরামিড দেখে আসে।

"তোমার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করেছি আমি, ভিক্টোরিয়া। আর কিছু নিয়ম কানুনের জন্য এখানে পাউন্ড ভাঙাতেও পারবে না তুমি"।

ভিক্টোরিয়ার কাছে অবশ্য ভাঙানোর মত টাকা পয়সা নেই, তবে সে ব্যাপারে কিছু বললো না ও। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো মিসেস ক্লিপের প্রতি।

BanglaBook.org

"আরে, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করছো। আমি তোমার জন্যে এতটুকু করতে পারবো না? মিসেস কিচিন, ঐ যে ছোট দুটো বাচ্চা আছে যার, তিনিও যেতে চান পিরামিড দেখতে। তার সাথেই যাও। সমস্যা হবে না তো?"

যতক্ষণ নতুন জায়গা দেখার সুযোগ পাচ্ছে ভিক্টোরিয়া, ততক্ষণ কোন কিছুতেই সমস্যা নেই ওর।

"কোন সমস্যা হবে না। আপনি বিশ্রাম নিন এখন"।

পিরামিড দেখতে দেখতে বিকালটা ভালোই কাটলো ভিক্টোরিয়ার। অবশ্য মিসেস কিচিনের বাচ্চাদুটোর অতিরিক্ত দুষ্টুমির কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফেরত চলে আসলো ওরা।

হাই তুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো ভিক্টোরিয়া। কায়রোতে এক সপ্তাহ থাকতে পারলে ভালো হতো- নীল নদ দেখা যেতো।*কিন্তু সেটার জন্যে টাকা পয়সা কিভাবে জোগাড় করবে?* নিজেকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলো ও। বিনা পয়সায় যে বাগদাদ পর্যন্ত যেতে পারছে এটাই অনেক।

আর বাগদাদে পৌঁছাবার পরে কি করবে তুমি?- ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো ক্ষীণ স্বরে। তাও মাত্র কয়েক পাউন্ড নিয়ে।

জোর করে চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিলো ভিক্টোরিয়া। এডওয়ার্ড নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দিবে। সেটা না হলে সে নিজেই একটা চাকরি খুঁজে নেবে? অসম্ভব তো কিছু না।

কিছুক্ষণের মধ্যে লেগে আসলো ওর চোখ। ঘুমিয়ে পড়লো।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো ওর "ভেতরে আসুন" বলা পরেও যখন কেউ প্রবেশ করলো না তখন উঠে বসলো ও। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুললো।

আসলে ওর দরজায় না, পাশের ঘরের দরজায় কড়া নাড়া হয়েছে। ইউনিফর্ম পরিহিতা এক এয়ার হোস্টেস স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি'র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর দরজা খুললো লোকটা।

"এখন কি ব্যাপার?"

খুবই বিরক্ত মনে হচ্ছে তাকে, ঘুমোচ্ছিলেন নিশ্চয়ই।

"আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, স্যার রুপার্ট," একদম অনুগত কণ্ঠে বললো এয়ার হোস্টেস। "কিন্তু আপনাকে একবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসে আসতে হবে।এই প্যাসেজটার শেষে তিন দরজা পরেই ওটা। কালকের বাগদাদের ফ্লাইটের ব্যাপারে জরুরী কিছু কথা ছিল"।

"বেশ, আসছি"।

BanglaBook.org

নিজের ঘরে ঢুকে গেলো ভিক্টোরিয়া। ঘুমের রেশ কেটে গেছে অনেকটা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো সাড়ে চারটা বাজছে। আরো দেড়ঘন্টা পর মিসেস ক্লিপের দরকার হবে ওকে। একবার হেলিওপলিস(কায়রোর একটা জনবহুল এলাকা)ঘুরে ফিরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো। দেখতে নিশ্চয়ই টাকা লাগবে না?

গালে হালকা পাউডার মেখে জুতা পরে নিলো। পায়ে একটু ব্যাথা করছে। বিকেল বেলা পিরামিড দেখতে যাওয়ার ফল।

ঘর থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে হোটেলের মূল হলের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলো ও। তিন দরজা পরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসটা পার করে আসলো। ওটার বাইরে একটা কার্ড ঝুলছে। ও যখন দরজাটা পার হচ্ছিল ঠিক তখনই দরজা খুলে ভেতর থেকে বের হয়ে আসলেন স্যার রুপার্ট। ওকে অতিক্রম করে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। কিছু একটা নিয়ে খুব বিরক্ত মনে হলো তাকে, হাঁটার ভঙ্গিটাও যেন কেমন।

ছয়টার সময় মিসেস ক্লিপের ঘরে গিয়ে দেখলো আগে থেকেই তৈরি হয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছেন তিনি।

"আমার বাড়তি লাগেজ নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া। শুরুতেই সব টাকা পয়সা ঠিকমতো দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা কায়রো পর্যন্ত। বাগদাদের উদ্দেশ্যে ইরাকী এয়ারওয়েজের একটা প্লেনে চড়বো আমার। সেটার টিকেটের টাকাও দেয়া আছে, কিন্তু বাড়তি লাগেজের টাকা দেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত নই আমি। তুমি কি গিয়ে একটু খোঁজ নেবে? যদি তেমনটা হয় তাহলে আরেকটা চেক লিখে দিতে হবে আমার"।

ভিক্টোরিয়া খোঁজ খবর করতে রাজি হয়ে বের আসলো ঘর থেকে। প্রথমে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসটা খুঁজে পাচ্ছিল না ও। অবশেষে দূরের করিডোরে, হলের আরেকপাশে বড় অফিসটায় আসলো। কিছুক্ষণ আগে যে ছোট অফিসটা দেখেছিল ওটা নিশ্চয়ই কেবলমাত্রযাত্রীদের বিশ্রামকালীন সময়ে ব্যবহার করা হয়। লাগেজের ব্যাপারে মিসেস ক্লিপ ঠিক ধারণাই করেছিলেন, আরেকটা চেক লিখতে হলো তাকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

লন্ডনের শহরতলীরদশ তলা এক বিল্ডিঙের পাঁচ তলায় ভ্যালহাল্লা গ্রামোফোন কোম্পানির অফিস। সেই অফিসের ডেস্কের পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি এখন অর্থনীতির একটা বই পড়ায় ব্যস্ত। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠলে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি।শান্ত অনুভূতিহীন স্বরে বললেনঃ

"ভ্যালহাল্লা গ্রামোফোন কোম্পানি"।

"আমি স্যান্ডার্স"।

"নদীর স্যান্ডার্স? কোন নদী?"

"টাইগ্রিস নদী।*অ্যাসোফির* ব্যাপারে রিপোর্ট করার জন্যে ফোন দিয়েছি। তাকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা"।

কিছুক্ষণের নীরবতা।

"আমি কি ঠিক শুনছি?" একটু রুক্ষতা ভর করেছে শান্ত স্বরটায়।

"অ্যানা সোফিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা"।

"পুরো নাম উচ্চারণ করতে মানা করেছি না? বড় একটা ভুল করলে। কিভাবে ঘটলো এটা?"

"বোনের অপারেশনের জন্যে তার সাথে নার্সিং হোমে গিয়েছিল *অ্যাসোফি*। আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম অপারেশনের ব্যাপারে"।

"তারপর?"

"অপারেশন ঠিকঠাকই হয়েছে। এরপর আমরা ভাবি যে *অ্যাসোফি* হয়তো স্যাভয় হোটেলে ফিরে যাবে, ভাড়া দেয়াই ছিল তার রুমের। কিন্তু ফেরেনি সে। নজর রাখা হচ্ছিল নার্সিং হোমটায়। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে সেখান থেকে বের হয়নি মহিলা, ভেতরেই আছে"।

"কিন্তু ভেতরে নেই সে?"

"আমরা মাত্র জানতে পারলাম। অ্যাম্বুলেন্সে করে সেখান থেকে বেরিয়েছে সে"।

"তোমাদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে?"

BanglaBook.org

"সেটাই মনে হচ্ছে এখন। আমি হলফ করে বলতে পারি যে নজরদারির ব্যাপারে কিছু জানতো না সে। সব ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করেছি আমরা। তিনজন লোক নিয়ে-"

"কোন অজুহাত শোনার ইচ্ছে নেই আমার। অ্যাম্বুলেন্সটা কোথায় নিয়ে যায় তাকে?"

"ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতাল"।

"সেখানে খোঁজ নিয়েছিলে?"

"একজন রোগীকে সাথে নিয়ে এক নার্স যায় হাসপাতালে। সেই নার্সটাই নিশ্চয়ই অ্যানা সোফিয়া। তারা বলতে পারেনি যে হাসপাতাল থেকে কোথায় গিয়েছে সে"।

"আর রোগীটা?"

"রোগী কিছুই জানে না। মরফিয়া দেয়া হয়েছিল তাকে"।

"তারমানে একজন নার্সের ছদ্মবেশে ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে অ্যানা সোফিয়া আর এখন যে কোন জায়গায় থাকতে পারে সে?"

"হ্যাঁ। তবে যদি স্যাভয়ে ফিরে আসে-"স্যান্ডার্স বাক্যটা শেষ করতে পারলো না।

"স্যাভয়ে আর ফিরবে না"।

"আমরা কি অন্য হোটেলগুলোতে খোঁজ নিবো?"

"নাও, কিন্তু আমার মনে হয় না কিছু জানতে পারবে।*অ্যাসোফি* ভালোমতোই জানে যে হোটেলগুলোতে খোঁজ নেয়া হবে"।

"অন্য কোথাও খুঁজবো?"

"সব বন্দরে খোঁজ নাও। ডোভার, ফোকস্টোন- কোনটাই বাদ দেবে না। বাগদাদে যায় এমন সব ফ্লাইটের ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করো। নিজের নামে নিশ্চয়ই টিকেট কাটবে না সে। তার বয়সের সাথে মিলে যায় এমন সব যাত্রী সম্পর্কে খোঁজ খবর নাও"।

"তার মালপত্র এখনও হোটেল স্যাভয়েই রয়ে গেছে। ওগুলো ফেরত নেবার জন্যে আসতে পারে সে"।

"সেরকম কিছুই করবে না। তোমরা গর্দভ হতে পারো- সে না! তার বোন কিছু জানে?"

"বোনের নার্সের সাথে কথা বলেছি আমরা। তাদের ধারণা*অ্যাসোফি* এখন ব্যাঙ্কের কাজে প্যারিসে অবস্থান করছে।সেখান থেকে ২৩ তারিখে অ্যামেরিকা ফিরবে সে"।

BanglaBook.org

"তার মানে কিছুই জানে না। এটাই স্বাভাবিক। ফ্লাইটগুলোর ওপর কড়া নজর রাখো। এই একটা উপায়ই আছে এখন। তাকে বাগদাদে যেতেই হবে। আর সময়মতো সেখানে পৌঁছাতে চাইলে আকাশপথের বিকল্প নেই। আর স্যান্ডার্স-"

"জ্বি?"

"এবার কোন ভুল হলে কড়া মাশুল দিতে হবে। কথাটা মনে রেখো"।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৯

ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির তরুণ অফিসার মিস্টার হার্টওয়েল বাগদাদ এয়ারপোর্টের ওপরে চক্কর খেতে থাকা প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছে। ধূলিঝড় শুরু হতে আর বেশি বাকি নেই। আশেপাশের সবকিছু ডুবে যাবে কয়েক ইঞ্চি ধূলোয়। এক হাত দূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখা যাবে না।

লায়নেল হার্টওয়েল চিন্তিত স্বরে মন্তব্য করলো, "বাজি ধরে বলতে পারি প্লেনটা নামতে পারবে না এখানে"।

"তাহলে যাত্রীদের কি হবে?" তার বন্ধু হ্যারল্ড পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

"বাসরায় অবতরণ করতে হবে। ওখানকার আবহাওয়া নাকি তুলনামূলক ভালো"।

"প্লেনে একজন ভিআইপি আছে না? যার সাথে দেখা করার কথা তোমার?" আবার গুঙিয়ে উঠলো হার্টওয়েল।

"আমার ভাগ্যটাই খারাপ। নতুন রাষ্ট্রদূতের আসতে কিছুদিন দেরি হবে। কাউন্সেলর সাহেবও নেই, ইংল্যান্ডে গেছেন তিনি। আর ওরিয়েন্টাল কাউন্সেলর, মিস্টার রাইস পেটের অসুখে ভুগছেন।বেস্ট গেছেন তেহরানে আর এখানকার সব দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ওপর। কেন যে এমন হয়,জানি না!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "একজন নামকরা পর্যটক তিনি। কেন এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেটা অবশ্য জানি না আমি, তবে নির্দেশ আছে যে তার যেন বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়। প্লেন যদি এখানে না নেমে বাসরা চলে যায় তাহলে কপালে খারাবি আছে আমার। কি ব্যবস্থা নেবো তখন? বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করবো? নাকি রয়াল এয়ার ফোর্সের সাহায্য নিবো?"

কোন জবাব না পাওয়ায় চুপ করে গেলো হার্টওয়েল। বাগদাদে ওর চাকরির বয়স হয়েছে মোটে তিন মাস। কিন্তু এই সময়টুকু মোটেও ভালো কাটেনি। আবার যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয় তাহলে ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আরেকবার পুরো এয়ারপোর্ট চক্কর দিলো প্লেনটা।

"মনে হয় না নামতে পারবে," বললো হার্টওয়েল। "নাকি নামছে? আসলেই নামছে!"

BanglaBook.org

"তাই তো মনে হচ্ছে। সাহস আছে পাইলটের"।
কিছুক্ষণের মধ্যে দীর্ঘ ট্যাক্সিয়িং শেষে টারম্যাকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো প্লেনটা। ভিআইপি অতিথিকে স্বাগতম জানানোর জন্যে প্রস্তুত হলো হার্টওয়েল।
বড় ওভারকোট আর সম্ভ্রেরো হ্যাট পড়া লোকটার হাবভাব দেখেই চিনতে পারলো ও। অবশ্য তার পেছন পেছন প্লেন থেকে নামা এক ইংরেজ তরুণীকেই প্রথমে খেয়াল করেছে হার্টওয়েল। এই বয়সে যা হয় আর কি!
"স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি?" ওভারকোট পরা লোকটা কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলো। "আমি লায়নেল হার্টওয়েল, ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির পক্ষ থেকে এসেছি"।
জবাবে শুধু নাক দিয়ে একবার বিরক্তিসূচক শব্দ করলেন স্যার রুপার্ট। লোকটার হাবভাব খুব একটা ভালো লাগলো না হার্টওয়েলের। কিন্তু সহ্য করতেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। তাছাড়া প্লেন এতক্ষণ ওভাবে চক্কর লাগানোতে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন তিনি।
"আজকের আবহাওয়াটাই খারাপ," বললো ও। "অবশ্য এ বছরে আগেও বেশ কয়েকবার এমনটা ঘটেছে। আপনার সাথে ব্যাগগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আপনি আসুন আমার সাথে..."
এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার পর হার্টওয়েল বললো, "আমি তো ভেবেছিলাম আপনাদের হয়তো অন্য কোন এয়ারপোর্টে জরুরী অবতরণ করতে হবে। কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়াই শুরু হয়েছে এই ধূলিঝড়"।
"সেটা হলে খুবই খারাপ হতো আমার জন্যে। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতো। আপনাদের জন্যেও খুব অসুবিধে হতো তখন," প্রচ্ছন্ন হুমকির স্বরেই কথাগুলো বললেন স্যার রুপার্ট।
নিজেকে কি মনে করে? খালি ওনাদেরই জরুরী কাজ থাকে?- মনে মনে বললো হার্টওয়েল, কিন্তু মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে তেলতেলে হাসি।
"বুঝতে পারছি স্যার," বললো।
"আপনি কি জানেন যে রাষ্ট্রদূত সাহেব বাগদাদ কবে নাগাদ পৌঁছাবেন?"
"এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানানো হয়নি, স্যার"।
"তার সাথে দেখা না হলে খারাপ লাগবে। শেষ দেখা হয়েছিল ইন্ডিয়ায়- ১৯৩৮ সালে"।
চুপ করে থাকলো হার্টওয়েল।
"মিস্টার রাইস আছেন না এখানে?"
"জ্বি স্যার, তিনিই ওরিয়েন্টারল কাউন্সেলর"।
"ভালো লোক। অনেক কিছু জানেন। তার সাথে দেখা হলেও ভালো লাগবে"।
একবার কেশে উঠলো হার্টওয়েল।

BanglaBook.org

"আসলে স্যার, মিস্টার রাইস বর্তমানে অসুস্থ। গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস"
"কি বললেন?" ঝট করে ওর দিকে তাকালেন স্যার রুপার্ট, "গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস? হঠাৎ করেই হয়েছে, তাই না?"
"পরশু থেকে, স্যার"।
ভ্রু কুঁচকে কি যেন ভাবছেন স্যার রুপার্ট। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে।
"অবাক ব্যাপার," যেন নিজের উদ্দেশ্যেই বললেন তিনি।
কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো হার্টওয়েল।
"আমার ধারণা," বললেন স্যার রুপার্ট, "তার *শিল'স গ্রিন*হয়নি তো?"
কি বলবে খুঁজে পেলো না হার্টওয়েল।
ফয়সাল ব্রিজ পার হয়ে ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির উদ্দেশ্যে বামে মোড় নিলো গাড়ি।
হঠাৎ করে সোজা হয়ে বসলেন স্যার রুপার্ট।
"একটু থামান তো গাড়িটা," বললেন তিনি। "হ্যাঁ, ডান দিকে। ঐ যে মাটির পটগুলোর সামনে"।
ডানদিকের ফুটপাতের পাশে থেমে গেলো গাড়ি।
কাঁদামাটির তৈরি পট ভর্তি একটা ছোট দোকান সেখানে। আরো আছে নানা ধরণের তৈজসপত্র। সবই মাটির তৈরি।
গাড়িটা থামার ঠিক আগ মুহূর্তে দোকানের মালিকের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে সেখান থেকে সরে গেলেন এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক। লোকটার চেহারা খানিকটা ক্যাপ্টেন ক্রসবির মতন। তার সাথে আগে দু'একবার দেখা হয়েছে হার্টওয়েলের।
গাড়ি থেকে নেমে সোজা দোকানে ঢুঁকে গেলেন স্যার রুপার্ট। একটা পট হাতে তুলে নিয়ে শুদ্ধ আরবীতে কথা বলা শুরু করলেন দোকান মালিকের সাথে। এত দ্রুত কথা বলছেন তারা যে কিছুই বুঝতে পারলো না হার্টওয়েল। এখনও আরবীতে পুরো দখল আসেনি ওর।
দোকান মালিকের মুখে চওড়া হাসি। হাত নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে সে। স্যার রুপার্ট বিভিন্ন ধরণের পট দেখিয়ে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। অবশেষে একদম সরু মুখওয়ালা একটা পট পছন্দ করলেন তিনি। দাম চুকিয়ে গাড়িতে ফিরে আসলেন।
"দারুণ বানিয়েছে," বললেন স্যার রুপার্ট। "এক হাজার বছর ধরে ঠিক এই ধরণের পট বানিয়ে আসছে তারা। আর্মেনিয়াতেও এমন দেখা যায়"।
হাত বোলালেন তিনি পটটার গায়ে।
"এখনও কাঁচাই আছে প্রায়," অপ্রতিভ স্বরে বললো হার্টওয়েল।

BanglaBook.org

"আপনার এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই দেখছি! এই যে হাতলটা দেখছেন? এটার নকশা অনেক গুরুত্ব বহন করে। দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত এরকম জিনিস নিয়ে গবেষণা করে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনি। আমি সংগ্রহ করি এগুলো"।

ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির ভেতরে প্রবেশ করলো গাড়ি।

সরাসরি নিজের জন্যে বরাদ্দ ঘরটাতে তাকে নিয়ে যেতে বললেন স্যার রুপার্ট। অবাক হয়ে হার্টওয়েল লক্ষ্য করলো যে পটটা নিয়ে বক্তৃতা দেয়া শেষে ওটা গাড়িতে রেখেই বেরিয়ে গেছেন তিনি। নিজে ওটা নিয়ে তার ঘরে পৌঁছে দিলো ও।

"আপনার পট, স্যার"।

"ওহ! ধন্যবাদ আপনাকে"।

একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে তাকে।খুব তাড়াতাড়ি খাবার আর পানীয়ের ব্যবস্থা করা হবে জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলো হার্টওয়েল।

তরুন অফিসার চলে গেলে বেডসাইড টেবিলের কাছে গিয়ে পটটারভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে আনলেন স্যার রুপার্ট। ভাঁজ খুলে দেখলেন কেবল দু'টা বাক্য লেখা সেখানে। ওগুলো মগজে গেঁথে নিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন কাগজের টুকরোটা।

একজন ভৃত্যকে ডাক দিলেন এরপর।

"জ্বি, স্যার? লাগেজ খোলার ব্যবস্থা করবো?"

"এখনও না। মিস্টার হার্টওয়েলকে আসতে বলুন"।

কিছুক্ষণের মধ্যে চিন্তিত চেহারা নিয়ে সেখানে হাজির হলো হার্টওয়েল।

"কোন সমস্যা, স্যার?"

"মিস্টার হার্টওয়েল, শেষ মুহূর্তে আমার পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছি আমি। আপনার ওপর তো ভরসা করতে পারি আমি, নাকি? কাউকে জানাবেন না বিষয়টা"।

"অবশ্যই স্যার"।

"বাগদাদে শেষবার এসেছিলাম অনেক আগে। আসলে যুদ্ধের পর এদিকে পা পড়েনি আমার। শহরের হোটেলগুলো তো অন্য প্রান্তে, তাই না?"

"জ্বি, স্যার। রশিদ স্ট্রিটে"।

"টাইগ্রিস নদীর তীরে?"

"হ্যাঁ। সবচেয়ে বড় হোটেলটার নাম ব্যাবিলনিয়ান প্যালেস। সাধারণত সেখানেই ওঠেন সবাই"।

"হোটেল তিও সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?"

BanglaBook.org

"অনেকে ঐ হোটেলটাতেও ওঠে। খাবার খুব ভালো ওখানকার। মার্কাস তিও নামে একজন ভদ্রলোক চালান। বাগদাদে বেশ নামডাক আছে তার"।
"আমি চাই আপনি ওখানে আমার জন্যে একটা রুম ঠিক করবেন, মিস্টার হার্টওয়েল"।
"মানে? আপনি অ্যাম্বাসিতে থাকবেন না?" বিচলিত স্বরে বললো হার্টওয়েল।
"সব বন্দোবস্ত তো হয়ে গেছে স্যার"।
"হোক!" বললেন স্যার রুপার্ট, "ওখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করুন"।
"অবশ্যই স্যার"।
হার্টওয়েলের কেন যেন মনে হচ্ছে যে এই ঘটনার জন্যে পরে ওকেই দোষারোপ করা হবে।
"কয়েকজনের সাথে খুব জরুরী কিছু আলাপ আছে আমার। সেটা অ্যাম্বাসিতে থেকে করা সম্ভব হবে না। তাই তিও হোটেলে যত দ্রুত সম্ভব আমার জন্যে একটি রুমের ব্যবস্থা করুন। আর এইখান থেকে যতটা কম হৈচৈ করে সম্ভব, বেরিয়ে যেতে চাই আমি। মানে অ্যাম্বাসির গাড়ির কোন দরকার নেই আমার। আর পরশু কায়রোগামী প্লেনে আমার জন্যে একটা সিটের ব্যবস্থাও করবেন দয়া করে"।
"কিন্তু আপনার তো এখানে পাঁচদিন থাকার কথা ছিল-"
"বললাম তো, পরিকল্পনা বদল করেছি আমি। এখানে কাজ শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব কায়রো পৌঁছাতে হবে আমাকে। বাগদাদ মোটেও নিরাপদ না আমার জন্যে"।
"নিরাপদ না মানে?"
জবাবে একটা হাসি ফুটে উঠলো স্যার রুপার্টের মুখে।
"সচরাচর নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে অতটা ভাবি না আমি," বললেন স্যার রুপার্ট। "কিন্তু এইবার আমার নিজের নিরাপত্তার সাথে আরো অনেকের নিরাপত্তা জড়িত আছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব যা যা বললাম তাই করুন মিস্টার হার্টওয়েল। প্লেনে যদি খালি সিট না পাওয়া যায়, তাহলেঅন্য কারো টিকেট বাতিল করার ব্যবস্থা করবেন দরকার হলে।তিও হোটেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এখানেই থাকবো আমি। সবাইকে বলবেন যে আমি অসুস্থ, তাই খাবার পাঠানোরও কোন দরকার নেই"।
"কিন্তু খাবার-"
"কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকলে কিছুই হবে না। পাঁচ দিন না খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আপনাকে যা বলছি তাই করুন"।
নিচতলায় নামার সাথে সাথে সহকর্মীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলো হার্টওয়েল।

BanglaBook.org

"মহাগোপনীয় কি এক বিষয় যেন!" বললো সে। "এই লোকটাকে বুঝে উঠতে পারছি না আমি। আমার এক বন্ধু তার বই পড়ে বলেছিল যে নিজেকে জাহির করার অভ্যাস থাকলেও লোকটা নাকি আসলেও অনেক দুর্গম জায়গায় অভিযানে গেছে। কিন্তু এখন তো একটু সন্দেহ হচ্ছে আমার। থমাস রাইস স্যার এখানে থাকলে সামলাতে পারতেন তাকে। আচ্ছা *শিল'স গ্রিন*জিনিসটা কি বলোতো?"

"*শিল'স গ্রিন?*" বললো ওর এক সহকর্মী। "আর্সেনিকের একটা ধরন। বিষ প্রয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়"।

"ঈশ্বর!" অবাক স্বরে বললো হার্টওয়েল। "আমি তো ভেবেছিলাম কোন অসুখ বুঝি। আমাশয় জাতীয় কিছু"।

"আরে নাহ ! বিষপ্রয়োগের একটা ধরন এটা"।

চুপ হয়ে গেলো হার্টওয়েল। সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। স্যার ক্রফটন লির মতে, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস নয়, আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ভুগছেন অ্যাম্বাসির ওরিয়েন্টাল কাউন্সেলর থমাস রাইস। নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।ব্রিটিশ অ্যাম্বাসিতে তৈরি হওয়া খাবার মুখে না দিবেন না স্যার রুপার্ট, এই কথা ভেবে শিউরে উঠলো ও। এসব কিসের ইঙ্গিত করছে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

বাগদাদ যে ওকে এরকম ধূলোমাখা সংবর্ধনা দেবে তা কল্পনাতেও ছিল না ভিক্টোরিয়ার।প্রথমে তো শ্বাসই নিতে পারছিলো না ঠিকমতো, এখন একটু ধাতস্থ হয়েছে। প্রচ- কোলাহলের মধ্যেগাড়িতে করে এয়ারপোর্ট থেকে তিও হোটেলে পৌঁছে ওরা। রাস্তায় মোটর গাড়ির হর্নের বিকট শব্দের সাথে ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক মিলিয়ে কান ফেটে যাবার জোগাড় হয়েছিল। সেই সাথে মিসেস ক্লিপের বকবক তো আছেই।

হোটেলে পৌঁছাবার পর ভিক্টোরিয়ার অবস্থা ছিল তাই স্বভাবতই সঙিন।

রশিদ স্ট্রিট থেকে একটা ছোট গলি চলে গেছে টাইগ্রিস নদীর দিকে। তার শেষ মাথায় কয়েক ধাপ সিঁড়ির পেছনে অপেক্ষা করছে তিও হোটেলের বিশাল দালান।তাদের আন্তরিক ভাবে স্বাগতম জানায় মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। পরে ভিক্টোরিয়া শুনেছে যে ইনিই হোটেলের মালিক, মিস্টার মার্কাস তিও।

ওদের স্বাগতম জানানোর মাঝেই কয়েকবার হোটেলের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লেন তিনি, সবার মালামাল ঠিকমতো পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

"আবার আপনাকে দেখে অনেক ভালো লাগছে মিসেস ক্লিপ, কিন্তু আপনার হাতের এই অবস্থা হলো কিভাবে?*(গর্দভের দল, ওটা ওভাবে ধরে নাকি!)*- আজকের আবহাওয়াটাও যাচ্ছেতাই। আমি তো ভেবেছিলাম কোন প্লেন বুঝি নামতেই পারবে না এয়ারপোর্টে।*(কোটটা নিচ্ছো না কেন তার হাত থেকে!)*। আমি তো এইজন্যেই সহজে প্লেনে উঠতে ভয় পাই, কখন কি হয়ে যায়! সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি আমার কাছে। আপনার সাথে এক নতুন অতিথি এসেছে দেখি। অনেকদিন কমবয়সী কোন ভদ্রমহিলার পা পড়েনি আমার হোটেলে। আপনাদের জন্যে ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করছি এখনই"।

ওরকম টাল মাটাল অবস্থাতেই ভিক্টোরিয়ার হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিলো মিস্টার মার্কাস। এক চুমুকে পানীয়টুকু শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো ও। এখন ওর জন্যে বরাদ্দ রুমটার বিছানায় বসে আছে। এরকম দামী আসবাবপত্র আগে দেখেনি ও। সবকিছু ফরাসী নকশায় তৈরি। ওয়ার্ডরোব থেকে শুরু করে ড্রেসিং টেবিল পর্যন্ত। মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপর দাঁড়ালে গোড়ালি অবধি ডুবে যাচ্ছে পা। ওর লাগেজগুলো রুমে পৌঁছে দিলো একজন বয়স্ক

BanglaBook.org

বেয়ারা ।এরপর বাথরুমে নতুন তোয়ালে রেখে রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলো যে গোসলের জন্যে গরম পানি দরকার কিনা তার ।
"কতক্ষন লাগবে?"
"পনেরো থেকে বিশ মিনিট" ।
হাসিমুখে বেরিয়ে গেলো লোকটা । বিছানায় বসে একবার চুলে হাত বোলালো ভিক্টোরিয়া । ধুলো আর ময়লা জমে শক্ত হয়ে গেছে । ওর চেহারারও একই অবস্থা নিশ্চয়ই ।আয়নার দিকে তাকালো ও । ধূলোর কারণে ওর রূপালি চুল এখন লাল দেখাচ্ছে । জানালার পর্দাগুলো এক পাশে সরিয়ে বাইরে একটা বিশাল ব্যালকনি দেখতে পেলো । ব্যালকনি থেকে পরিষ্কার দেখা যায় টাইগ্রিস নদী । কিন্তু বর্তমানে ধুলিঝড়ের কারণে হলুদ দেখাচ্ছে পানি । গোটা পরিবেশ কেমন যেন বিষণ্ন ঠেকলো ভিক্টোরিয়ার কাছে ।
নিজের রুম থেকে বেরিয়ে মিসেস ক্লিপের দরজার সামনে এসে কড়া নাড়লো ও । গোসল করার আগে মিসেস ক্লিপের সেবা যত্ন করতে হবে । হাজার হোক, তাঁর কারণেই এতদূর আসতে পেরেছেও ।

*****

গোসল সেরে, দুপুরের খাবার খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলো ভিক্টোরিয়া ।ঝড় কমে এসেছে এতক্ষণে । ব্যালকনিতে এসে বাইরে তাকাতেই মন ভালো হয়ে গেলো । এতক্ষণে টাইগ্রিস নদীর আসল রূপের দেখা মিলেছে । নদীর তীরজুড়ে সারি সারি পাম গাছ আর ছড়ানো ছিটানো কিছু দালান ।
নিচের বাগান থেকে কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে । ব্যালকনির কিনারায় এসে নিচের দিকে তাকালো ।
মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ এক ইংরেজ মহিলার সাথে গল্প জুড়ে দিয়েছেন । দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের পরিচয় তাদের । ইংরেজ ভদ্রমহিলাকে দেখে বয়স আন্দাজ করতে পারলো না ভিক্টোরিয়া । ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝে যে কোন কিছু হতে পারে ।
"-ওকে ছাড়া যে কি করতাম আমি!" মিসেস ক্লিপ বলছেন । "ওর মতো ভালো মেয়ে খুব কমই দেখেছি । ভালো বংশের মেয়েরা অবশ্য এমনই হয় ।ল্যাংলোর বিশপ নাকি ওর মামা" ।
"কোথাকার বিশপ?"
"ল্যাংলো । কেন?"
"ওরকম কারো কথা তো শুনিনি," ইংরেজ ভদ্রমহিলাবললেন ।

BanglaBook.org

ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেলো ভিক্টোরিয়ার। এই মহিলাকে ভোলানো যাবে না ল্যাংলোর নকল বিশপের কথা বলে।

"তাহলে বোধহয় শুনতে ভুল হয়েছে আমার," বললেন মিসেস ক্লিপ। "যাইহোক, অনেক ভালো একটা মেয়ে ও"।

জবাবে কিছু না বলে কেবল মাথা নাড়লো অন্যজন।

এই মহিলার সামনে সাবধানে থাকতে হবে। তাকে বিশ্বাস করানোর মত গল্প বলতে বেগ পেতে হবে ওকে।

রুমে ফিরে বিছানায় বসে নিজের বর্তমান অবস্থা যাচাই করতে লাগলো ভিক্টোরিয়া।

তিও হোটেলে থাকছে ও, এখানকার সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলগুলোর একটা। এই মুহূর্তে চার পাউন্ড সতের শিলিং আছে ওর কাছে। দুপুরের খাবারে অনেক কিছু খেয়েছে, যেটার বিল দেয়ার দায়িত্ব মিসেস ক্লিপের ওপর বর্তায় না। ওদের চুক্তি অনুযায়ী বাগদাদে ওকে পৌঁছে দেয়ার কথা তাঁর। সে দায়িত্ব ভালোমতোই পালন করেছেন তিনি। বদলে একজন বিশপের স্ত্রী, অভিজ্ঞ নার্স- ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে সেবা পেয়েছেন। দুপক্ষই সন্তুষ্ট এক্ষেত্রে।সন্ধ্যার ট্রেনে কির্কুকের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন মিসেস ক্লিপ।

হয়তো বিদায় মুহূর্তে ওকে বকশিস হিসেবে কিছু নগদ টাকা দিয়ে যাবেন- ভাবলো ভিক্টোরিয়া। কিন্তু পরক্ষনেই দূর করে দিলো চিন্তাটা। মিসেস ক্লিপ তো জানেন না ওর অর্থনৈতিক অবস্থার কথা।

তাহলে ভিক্টোরিয়া করবেটা কি এখন? উত্তর জানাই আছে- এডওয়ার্ডকে খুঁজে বের করতে হবে।

হঠাৎ ভিক্টোরিয়া আবিষ্কার করলো যে এডওয়ার্ডের পুরো নাম জানে না ও। শুধু এডওয়ার্ড, যে কিনা এই মুহূর্তে বাগদাদে আছে- এটুকুই। নিজেকে অনেকটা রূপকথার নায়িকাদের মত মনে হলো ভিক্টোরিয়ার, ভালোবাসার টানে অচেনা এক নগরীতে ছুটে এসেছে যে। কিন্তু প্রেমিকের পুরো নামটাও জানা নেই তার।

রুপকথার কথা ভাবা বাদ দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলো ভিক্টোরিয়া। যত দ্রুত সম্ভব এডওয়ার্ডকেখুঁজে বের করতে হবে। আর খুঁজে পাবার পর তাকে বলতে হবে ওর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে।

এডওয়ার্ডের পুরো নাম না জানলেও এটুকু জানে যে ডক্টর র‍্যাথবোন নামের একজনের সেক্রেটারি হিসেবে এখানে এসেছে সে। আর ডক্টর র‍্যাথবোন নিশ্চয়ই হোমড়া চোমড়া কেউহবেন।

BanglaBook.org

"এগুলোর দরকার আছে," বললেন তিনি। "শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া একটা জাতি উন্নতি করতে পারবে না কখনোই। ভায়োলিন শুনতে খুবই ভালো লাগে আমার, যদি বেশি লম্বা না হয় আরকি"।

মার্কাস তিও একজন হাসিখুশি মানুষ, তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আবিষ্কার করলো যে এতক্ষণ কথা বলার পরেও ওর যেসব তথ্য জানার দরকার ছিল সেগুলোর একটাও জানতে পারেনি। অনেকটা অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড গল্পটার মত, সেখানে সব পথ ঘুরে ফিরে পাহাড়টার কাছে গিয়েই শেষ হতো। আর এখন ও যে ব্যাপারেই কথা বলুক না কেন ঘুরে ফিরে তা শেষ হচ্ছে মার্কাসে।

আরেক গ্লাস জিন খাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে সেটা প্রত্যাখান করে উঠে দাঁড়ালো ও। মন খারাপ। মাথা ঝিমঝিম করছে কিছুটা।বার থেকে বের হয়ে এসে বাইরের চত্বরের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া।

"ভারি কিছু একটা পরে নিন। সূর্য ডোবার পর ঠা-া হয়ে ওঠে পরিবেশ"।

মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের সাথে গল্প করছিলেন যে ইংরেজ ভদ্রমহিলা তিনি বললেন কথাগুলো। একটু খসখসে কণ্ঠস্বর তার।একটা পশমী কোট তার পরনে।হাতে হুইস্কির গ্লাস।

"জ্বি আচ্ছা," এটুকু বলেই সেখান থেকে চলে যাবার উপক্রম করছিল ভিক্টোরিয়া, কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না।

"আমাদের তো পরিচয় হয়নি বোধহয়। আমি মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ(বলার ভঙ্গিতে এটা স্পষ্ট যে ট্রেঞ্চ পদবীটা যথেষ্ট সম্মান বহন করে)। আপনিই নিশ্চয়ই মিসেস- কি যেন বললেন নামটা- হ্যাঁ, মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের সাথে এসেছেন"।

"জ্বি," ছোট করে জবাব দিলো ভিক্টোরিয়া।

"আপনি নাকি ল্যাংলো অঞ্চলের বিশপের ভাগ্নি?"

"তাই বলেছেন নাকি তিনি?" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো ভিক্টোরিয়া।

"ভুল বলেছে, তাই না?"

হেসে উঠলো ভিক্টোরিয়া। "আমি খেয়াল করে দেখেছি যে অ্যামেরিকানরা নাম মনে রাখতে পারে না। ল্যাংলোর নাম বলিনি আমি-" দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো ও, "বলেছিলাম ল্যাংগুয়াও"।

"ল্যাংগুয়াও?"

"হ্যাঁ।*প্যাসিফিক আরচিপেলাগোতে*। একজন কলোনিয়াল বিশপ তিনি"।

BanglaBook.org

"ওহ কলোনিয়াল বিশপ," আগের চেয়ে ক্ষীনস্বরে বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ" ।

যেমনটা ভেবেছিল ভিক্টোরিয়া, কলোনিয়াল বিশপদের নিয়ে তেমন একটা ধারণা নেই ভদ্রমহিলার ।

"এজন্যেই চিনছি না," বললেন তিনি ।

এ যাত্রা বেঁচে গেলাম-মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া ।

"আপনি এখানে কি কাজে এসেছেন?" কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইলেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ ।

"কয়েকদিন আগে পার্কে পরিচয় হওয়া এক যুবককে খুঁজতে এসেছি" - এটাই হচ্ছে ঠিক উত্তর, কিন্তু সেটা বলা সম্ভব না । এসময় খবরের কাগজে দেখা প্রতিবেদনটার কথা মনে হলো ওর ।

"আমি আমার চাচার সাথে কাজে যোগ দিতে এসেছি, ডক্টর পন্সফুট জোনস" ।

"ওহ! আপনি তার ভাতিজি!" গলার স্বর শুনেই বোঝা গেলো যে ডক্টর পন্সফুটকে চেনেন তিনি ।"দারুণ একজন মানুষ, একটু ভুলোমনা কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় । এরকম জ্ঞানীগুণী লোকেরা একটু খামখেয়ালীই হয় । তার একটা লেকচার শুনেছিলাম আমি লন্ডনে । অবশ্য কিছুই বুঝতে পারিনি- কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম যে চমৎকার একজন বক্তা তিনি । কয়েকদিন আগেই বাগদাদে এসেছিলেন । কয়েকজন আসবে কাজে যোগ দিতে, এটাও বলেছিলেন, মনে আছে আমার" ।

সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না ভিক্টোরিয়া, জিজ্ঞেস করলো- "আপনি কি ডক্টর র‍্যাথবোন নামের কাউকে চেনেন এখানে?"

"কিছুদিন ধরে এসেছেন," বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ । "আগামী বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটা ইন্সটিটিউটেলেকচার দেয়ার আমন্ত্রন জানানো হয়েছেতাকে । 'বিশ্ব সংস্কৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ- এ বিষয়ে ।আমার কাছে এসব একদমই গাঁজাখুরি মনে হয় । বিভিন্ন জাতের মানুষ একসাথে যদি শান্তিমতো থাকতোই, তাহলে এত যুদ্ধ হতো পৃথিবীতে? আরবী, চাইনিজ আর হিন্দী ভাষায় শেক্সপিয়ার আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কাজ অনুবাদ করে কিছুই হবে না ।'নদীর তীরে অপূর্ব প্রিমরোজ' - যারা প্রিমরোজ দেখেইনি তারা এর সৌন্দর্য কি বুঝবে?"

"তিনি কোথায় থাকছে, সেটা কি জানা আছে আপনার?"

"ব্যাবিলনিয়ান প্যালেস হোটেলে বোধহয় । কিন্তু তার মূল অফিস জাদুঘরের কাছে । অলিভ ব্রাঞ্চ নাম প্রতিষ্ঠানটার । কি বিচ্ছিরি নাম! চশমা পরা কমবয়সী যুবক যুবতীতে ভর্তি থাকে জায়গাটা সারাক্ষণ" ।

BanglaBook.org

"তার সেক্রেটারিকে চিনি আমি," বললো ভিক্টোরিয়া।
"ওহ! কি যেন নাম ওর?" জিজ্ঞেস করলেন মিস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ।
"এডওয়ার্ড," ক্ষীনস্বরে বললো ও।
"হ্যাঁ! এডওয়ার্ড। চমৎকার একটা ছেলে। কেন যে ওরকম একটা লোকের সাথে জুটলো। চেহারা রাজপুত্রে মতন, যুদ্ধেও গিয়েছিলো। কিন্তু আজকাল যা অবস্থা। কোন কাজই পাওয়া যায় না। অলিভ ব্রাঞ্চের সব মেয়েরা তো ওর জন্যে পাগল বলা যায়!"।
হঠাৎ করেই প্রবল ঈর্ষাবোধ জেঁকে বসলো ভিক্টোরিয়ার মনে।
"অলিভ ব্রাঞ্চ," বললো ও, "কোথায় অফিস এটার?"
"দ্বিতীয় ব্রিজটার মোড়ে। রশিদ স্ট্রিট থেকে বামে যেতে হবে। কাঁসার বাজার থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা," বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ। "ডক্টর পন্সফুট জোন্সের স্ত্রী কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "এখানে আসবেন নাকি? শুনেছিলাম ওনার শরীর নাকি ভালোনা"।
যা জানার ছিল তা জানা হয়ে যাওয়ায় কথা বাড়িয়ে আর ঝুঁকি নিতে চাইলো না ভিক্টোরিয়া।হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠার ভঙ্গি করলো।
"ভুলেই গিয়েছিলাম," বললো, "মিসেস ক্লিপকে সাড়ে ছটার সময় ডেকে দেয়ার কথা ছিল আমার। তৈরি হবার জন্যে সাহায্যও করতে হবে। মাফ করবেন আমাকে," এটুকু বলে সেখান থেকে চলে আসলো ভিক্টোরিয়া।
অবশ্য মিথ্যে অজুহাত দেয়নি ও। শুধু সাতটার জায়গায় সাড়ে ছটা বলেছে। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠতে লাগলো ও। আগামীকাল অলিভ ব্রাঞ্চে এডওয়ার্ডের সাথে দেখা করবে, একথা ভাবতেই ভালো লাগছে। সেই সাথে অন্য কম বয়সী মেয়েদের কথা ভেবে একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছে।
দ্রুত সন্ধ্যা গড়িয়ে আসলো। ডাইনিং রুমে মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের সাথে আগেভাগেই রাতের খাবার সেরে নিলো ভিক্টোরিয়া। বারবার করে ওকে তার মেয়ের বাসায় ঘুরে যাওয়ার অনুরোধ করলেন অ্যামেরিকান মহিলা। ঠিকানাটা টুকে নিলো ও। বলা যায়না, হয়তো দরকার হতেও পারে।
মিসেস ক্লিপকে বাগদাদ স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ভিক্টোরিয়া। সেখানে আরেকজন মহিলা অপেক্ষা করছিলমিসেস ক্লিপের জন্যে। যাত্রাপথে তিনিই যাবতীয় বিষয়ে সাহায্য করবেন তাকে। কির্কুকে মেয়ের বাড়িতে পৌঁছিয়েও দেবেন।
ট্রেনের হুইসেল শোনা গেলো কিছুক্ষণ পরে। একটা মোটা প্যাকেট ভিক্টোরিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলেন মিসেস ক্লিপ। "ছোট উপহার তোমার জন্যে। দয়া করে আমার কথামনে রেখো,ভিক্টোরিয়া"।

BanglaBook.org

"এটার কি দরকার ছিল? ইতোমধ্যেই অনেক কিছু করেছেন আমার জন্যে," খুশি হয়ে বললো ভিক্টোরিয়া। চতুর্থ হুইসেল বাজার সাথে সাথে চলতে শুরু করলো ট্রেন। একসময় বেরিয়ে গেলো স্টেশন থেকে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে আসলো ভিক্টোরিয়া। রাস্তাঘাট চেনে না, তাই হেঁটে আসবে সে উপায়ও নেই।

রুমে ফিরেই তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা খুললো ও। ভেতরে এক জোড়া নাইলন স্টকিংস।

অন্য যে কোন সময় হলে খুশি হয়ে উঠতো ভিক্টোরিয়া। নাইলন স্টকিংস কেনার সামর্থ্য নেই ওর। কিন্তু এই মুহূর্তে নগদ টাকার খুবই দরকার ছিল ওর। মিসেস ক্লিপস যদি এটা না দিয়ে পাঁচ দিনারের একটা নোট দিতেন তাহলে বেশ হতো।

যাইহোক, কালকে অবশেষে দেখা হচ্ছেএডওয়ার্ডের সাথে। হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় উঠে পড়লো ভিক্টোরিয়া। শোবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখলো যে একটা এয়ারপোর্টের ওয়েটিং রুমে বসে এডওয়ার্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। ঠিক যে মুহূর্তে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে সে তখন কোত্থেকে একটা চশমা পরা মেয়ে এসে গলার টাই ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে.....

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

পরদিন বেশ সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেলো ভিক্টোরিয়ার। বাইরে মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে সূর্য। তৈরি হয়ে ওর ঘরের জানালার বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচের বাগানে ওর দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে একজন শ্বেতাঙ্গলোক। তাকে চেনা চেনা মনে হলো ওর।লোকটাএকবার ক্ষণিকের জন্যে ডান দিকে ফেরার পর রূপালী চুল আর চওড়া কাঁধ দেখে পর বুঝতে পারলো কে ওটা। স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি। তাকে এখানে দেখে কেন এত অবাক হচ্ছে সেটা নিজেও বলতে পারবে না। অবশ্য ও ধরেই নিয়েছিল যে অন্যান্য ভিআইপিদের মত অ্যাম্বাসিতেই থাকবেন তিনি, কোন হোটেলে না। যাইহোক, এখন এখানেই থাকছেন তিনি। এ মুহূর্তে উদগ্রীব তাকিয়ে আছেন টাইগ্রিস নদীর দিকে। তার চেয়ারের পাশ থেকে ঝুলছে একটা দূরবীন। হয়তো পাখি দেখছেন- ভাবলো ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার সাবেক প্রেমিকদের একজন ছিল পাখিপ্রেমিক। তার সাথে বেশ কয়েকবার এখানে সেখানে সপ্তাহান্তে পাখি দেখতে গিয়েছিল সে। কিন্তু শুনতে যতটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, পাখি দেখার বিষয়টা ততটাই একঘেয়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা ঝোপের মধ্যে দূরবীন চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে থাকা। ভাগ্য ভালো যে সম্পর্কটা বেশিদিন টেকেনি।

নিচতলায় নামার সাথেসাথে মিস্টার মার্কাসের সাথে দেখা হয়ে গেলো ওর।

"স্যার ক্রফটল লি এসেছেন দেখলাম," বললো ও।

"হ্যাঁ," বললেন মার্কাস, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার, "খুবই ভালো লোক, অমায়িক ব্যবহার"।

"তাকে আগে থেকেই চিনতেন নাকি আপনি?"

"নাহ, এবারই প্রথম দেখা হলো। ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির মিস্টার হার্টওয়েল তাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন গত রাতে। মিস্টার হার্টওয়েলও খুব ভালো একজন মানুষ। তাকে খুব ভালো মত চিনি আমি"।

নাস্তা করতে যাওয়ার পথে ভিক্টোরিয়া ভাবতে লাগলো এমন কেউ আদৌ আছে কিনা যে হয়তো মিস্টার মার্কাসের চোখে 'ভালো লোক' নয়। এ পর্যন্ত কাউকে খারাপ বলেননি তিনি।

BanglaBook.org

ছোট থেকে লন্ডনেই বড় হয়েছে ও। সেখানে নতুন কোন জায়গা খুঁজে পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এখানে যে একদম উল্টো চিত্র তা বাইরে বের হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেলো ও।

অবশ্যে বের হবার আগে মার্কাসের কাছ থেকে জাদুঘর কোথায় এটা শুনে নিয়েছে।

"খুবই সুন্দর একটা জাদুঘর," বলেছিলেন তিনি। "অনেক প্রাচীন জিনিসপত্রে ভর্তি। সেখানে অবশ্য কখনও যাওয়া হয়নি আমার। কিন্তু অনেক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিককে চিনি আমি। তারা বাগদাদে আসলে আমার হোটেলেই থাকেন। মিস্টার বেকার- রিচার্ড বেকার, তাকে চেনেন আপনি? আর প্রফেস ক্যালম্যান? ডক্টর পন্সফুট জোনস- মিস্টার এবং মিসেস ম্যাকিন্টায়ার- তারা সবাই তিও হোটেলেই ওঠেন। আমার সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব তাদের। তারাই আমাকে বলেছেন যে জাদুঘরে কি কি আছে"।

"কোথায় ওটা? কিভাবে যাবো এখান থেকে?"

"রশিদ স্ট্রিট ধরে সোজা চলে যাবেন। এরপর ফয়সাল ব্রিজে উঠে ব্যাংক স্ট্রিট- চেনেন তো ব্যাংক স্ট্রিট?"

"এখানকার কিছুই চিনি না আমি"।

"এরপর সেখান থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে একটা গলি ধরে ভেতরে চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে মিস্টার বিটোন ইভান্সের কথা বলবেন তিনি সবকিছু ঘুরে দেখাতে পারবেন আপনাকে, খুব ভালো মানুষ। তার স্ত্রীও খুব ভালো। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ট্রান্সপোর্ট সাপ্লাই হিসেবে এখানে আসেন তিনি। আসলেও চমৎকার একজন মহিলা"।

"আমি অবশ্য জাদুঘর দেখতে যাচ্ছি না," বললো ভিক্টোরিয়া। "একটা প্রতিষ্ঠানের খোঁজে যাচ্ছি। অনেকটা ক্লাবের মতন বলতে পারেন- নাম অলিভ ব্রাঞ্চ"।

"যদি জলপাই দরকার হয় আপনার," বললেন মার্কাস, "তাহলে আমি দারুণ জলপাই খাওয়াতে পারবো আপনাকে। এখানকার সেরা জলপাই। শুধুমাত্র তিও হোটেলের জন্যে বরাদ্দ ওগুলো। আজকে রাতে আপনার রুমে কয়েকটা পাঠিয়ে দেবো"।

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," এটুকু বলে সেখান থেকে পালালো ভিক্টোরিয়া।

"ডানে যেতে হবে," পেছন থেকে চিল্লিয়ে বললেন মার্কাস, "বামে না কিন্তু। জাদুঘর অনেক দূরের পথে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন"।

"ট্যাক্সিচালক কি জানবে যে অলিভ ব্রাঞ্চ কোথায়?"

"না, ট্যাক্সিচালকরা কিছুই জানে না! ওদের নির্দেশনা দিতে হবে আপনার"।

BanglaBook.org

"তাহলে হাঁটাই ভালো," এই বলে রশিদ স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে হাঁটতে করলো ভিক্টোরিয়া।

বাগদাদেরশহরতলী ওর কল্পনার চাইতে একদম ভিন্ন। সব জায়গায় ভিড়, গাড়ির হর্নের শব্দ, মানুষের চিল্লাচিল্লি। রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে বিক্রি হচ্ছে স্বস্তা ইউরোপিয়ান জিনিসপত্র। অনবরত কাশির আওয়াজ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে, কেউ না কেন গলা পরিষ্কার করছে। বেশিরভাগ লোকের পরনে পশ্চিমা পোশাক। মাঝে মাঝে জোব্বা পরিহিত কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তবে সে সংখ্যা হাতে গোণা। ভিক্ষুকেরা এগিয়ে আসলো ওকে দেখে- বাচ্চা কোলে নিয়ে টাকা চাচ্ছে অনেক মহিলা। ফুটপাতে জায়গায় জায়গায় গর্ত, উঁচুনিচু। বেশ কয়েকবার হোঁচট খেতে গিয়ে সামলে নিয়েছে ও।

হঠাৎ করেই লন্ডনের কথা মনে পড়তে লাগলো ওর। এভাবে কি বিদেশ দেখা হয়? এত দুশ্চিন্তার মাঝে।

অবশেষে ফয়সাল ব্রিজের কাছে পৌঁছুলোও। সেটা পার করে এগিয়ে গেলো সামনে। কৌতূহুলী চোখে দেখতে লাগলো রাস্তার পাশের দোকানগুলো। সেখানে শোভা পাচ্ছে নানা ধরণের জিনিস। বাচ্চাদের জুতো, টুপি, টুথপেস্ট আর কসমেটিকস, বৈদ্যুতিক টর্চ, চায়নিজ কাপ, সসার- সব একসাথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে নানা ধরণের জিনিস এসে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

জাদুঘরটা খুঁজে পেলেও অলিভ ব্রাঞ্চের খোঁজ পেল না ভিক্টোরিয়া। লন্ডনের সাথে এখানকার সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না ও, আরবী জানা নেই একদমই। যে দোকানদাররা ওর উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে জিনিসপত্রের দাম বলছিলো তাদের জিজ্ঞেস করে কিছুই জানতে পারলো না ও।

একবার ভাবলো যে পুলিশকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পুলিশরা যেভাবে অনবরত চিল্লাচ্ছে আর হুইসেল বাজিয়ে যাচ্ছে, তাদের জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না ওর। জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হতো বলে মনেও হয় না।

ইংরেজি বই রাখে এমন একটা দোকানে ঢুকে অলিভ ব্রাঞ্চের কথা জিজ্ঞেস করলে জবাবে শুধু দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দোকানি।

সেখান থেকে বের হয়ে কিছুদূর হাঁটার পর ধাতব আওয়াজ কানে আসতে লাগলো ভিক্টোরিয়ার। কাঁসা বাজারে পৌঁছে গেছে ও। মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ এটার কথাই বলেছিলেন।

সেটার ভেতরে ঢুকে গেলো ভিক্টোরিয়া। পরের এক ঘন্টা অলিভ ব্রাঞ্চের কথা ভুলে মুগ্ধ চোখে কেবল এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘোরাঘুরি করলো

BanglaBook.org

সে। জিনিসগুলো এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো দায়। এরপর সেখান থেকে বের হয়ে স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করলো ও। এখানে এসে আরো অবাক হয়ে গেলো। বৈচিত্রময় জিনিসের সমাহার ।রঙিন সব জিনিস।

মাঝে মাঝে *'বালেক, বালেক'* বলতে বলতে খচ্চর কিংবা গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। হাতে অনেক কিছু নিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা ছুটে আসলো ওর দিকে।

"ম্যাম, ইংলিশ ইলাস্টিক, ইংলিশ ব্যান্ড"।

যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে ভিক্টোরিয়া। এতক্ষণে পর্যটক মনে হচ্ছে নিজেকে। চেনা জগতকে দেখছে অচেনা দৃষ্টিতে। প্রতিবার মোড় নিলে চোখে পড়ছে দারুণ আর অপ্রত্যাশিত কিছু- দর্জিদের গলিতে দর্জিরা বসে কাপড় সেলাই করছে একমনে। ইউরোপিয়ান ডিজাইনের কাপড়। মখমলের তৈরি ব্যবহার্য জিনিস বিক্রি হচ্ছে এক গলিতে।

হঠাৎ হঠাৎ এই ঘিঞ্জির এলাকার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো নীল আকাশ।

এক সময় রুমালের বাজারে চলে আসলো ও। এখানকার বেশীর ভাগ বিক্রেতা বসে আছে আলসে ভঙ্গিতে। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে।

"বালেক!"

একটা মাল বোঝাই গাধাকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে পাশের সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হলো ভিক্টোরিয়া। গলির দুধারে লম্বা দালানের সারি। এখানেই ও খুঁজে পেলো যা এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলো(যেটার কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল), *দ্য অলিভ ব্রাঞ্চ*। বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে দরজার ওপরে। সাইনবোর্ডের ছবিতে মুখে ডাল নিয়ে বসে আছে একটা অচেনা পাখি। দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। দরজা খোলা থাকায় ঢুকে পড়লো ভেতরে ।নিজেকে বই ভর্তি একটা ঘরে আবিষ্কার করলো ও। তাকভর্তি কেবল বই আর বই। দেখে একটা বইয়ের দোকানই মনে হবে প্রথম দর্শনে। শুধু পার্থক্য এই যে এখানে সেখানে কয়েকটা চেয়ার পাতা।

এ সময় একজন কমবয়সী মেয়ে এগিয়ে আসলো ওর দিকে। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?"

তার দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া। একটা কডের ট্রাউজার আর কমলা রঙের ফ্লানেল শার্ট পরনে মেয়েটার। কালো চুল খোপা করে রাখা। নাকটা গতানুগতিকের চেয়ে কিছুটা লম্বা আর চোখদুটো বিষণ্ন।

"এটা- এটা কি ডক্টর র‍্যাথবোনের অফিস?"

এডওয়ার্ডের পুরো নাম না জানায় নিজেকে আরেকবার গালি দিলো মনে মনে।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, ডক্টর র‍্যাথবোন এখানেই বসেন। দ্য অলিভ ব্রাঞ্চ। আপনি কি আমাদের সদস্য হতে চান?"

"ডক্টর র‍্যাথবোনের সাথে দেখা করতে চাই আমি"।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলো মেয়েটা। "কাজের সময় তাকে বিরক্ত করি না আমরা। একটা ফর্ম পূরণ করতে হবে আপনাকে। আমিই সবকিছু খুলে বলবো। এরপর সই করবেন। দুই দিনার লাগবে মাত্র"।

"আসলে আমি নিশ্চিত নই যে এখানে যোগ দিতে চাই কিনা," দুই দিনার দিতে হবে শুনে কিছুটা সতর্ক হয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়া। "ডক্টর র‍্যাথবোন কিংবা তার সেক্রেটারির সাথে দেখা করিয়ে দিন আমাকে"।

"আমিই সবকিছু ব্যাখা করে বলবো আপনাকে। এখানে আমরা সবাই বন্ধুর মত। একসাথে শিক্ষণীয় সব বই পড়ি, কবিতা আবৃত্তি করি"।

"ডক্টর র‍্যাথবোনের সেক্রেটারি," এবার আগের তুলনায় জোর দিয়ে বললো ভিক্টোরিয়া, "তিনি দেখা করতে বলেছেন আমাকে"।

বিরক্তি খেলা করছে মেয়েটার চোখেমুখে।

"আজ নয়," বললো সে। "আমি সব বুঝিয়ে-"

"কেন আজ নয়? তিনি নেই এখানে? ডক্টর র‍্যাথবোন নেই এখানে?"

"হ্যাঁ, ডক্টর র‍্যাথবোন আছেন। ওপরতলায়। তাকে বিরক্ত করি না আমরা," একগুঁয়ে স্বরে বললো মেয়েটা।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার। অলিভ ব্রাঞ্চ নাকি বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে নানা জাতের মানুষের মধ্যে? এখানে এসে তো ভা উল্টোটা মনে হচ্ছে বরং।

"আমি কেবলই এসেছি ইংল্যান্ড থেকে," বললো ও। "আর ডক্টর র‍্যাথবোনের সাথে জরুরি কথা আছে।দয়া করে আমাকে এক্ষনই তার কাছে নিয়ে যান আপনি। তাকে কাজের সময় বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এক্ষনই নিয়ে চলুন," জোর দিয়ে বললো শেষ কথাটুকু।

অবশেষে হার মানতে বাধ্য হলো মেয়েটা। ভিক্টোরিয়াকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসলো ঘরের পেছনে। সেখান থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরতলায়। ওপরে উঠে দরজায় কড়া নাড়লে ভেতর থেকে ভেসে এলো একটা গলার স্বর, "খোলাই আছে দরজা"।

গাইড মেয়েটা ভেজানো দরজাটা খুলে ভিক্টোরিয়াকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলো।

"ইংল্যান্ড থেকে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে"।

ভেতরে গেলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

একটা কাগজপত্র ভর্তি বড় ডেস্কের ওপাশ থেকে দাঁড়িয়ে ওকে স্বাগত জানালো বয়স্ক একজন মানুষ। ষাটের আশপাশে হবে তার বয়স। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। একজন আদর্শ ভাবুক মানুষের চেহারা যেমন হওয়া দরকার, ভদ্রলোকের চেহারা সেরকম। কোন সিনেমার পরিচালক বিনা দ্বিধায় তাকে দার্শনিকের চরিত্রে নিয়ে নেবেন।

হেসে ভিক্টোরিয়ার সাথে হাত মেলালেন তিনি।

"আপনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন তাহলে," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন, "এবারই প্রথম?"

'জ্বি"।

"কেমন লাগছে এখানে? একদিন সময় করে সব খুলে বলবেন আমাকে। আপনার সাথে কি আগে কখনও দেখা হয়েছিল আমার? আমি আবার চেহারা মনে রাখতে পারি না। আপনার নামটা কি যেন বললেন?"

"বলিনি এখনও। আমাকে চেনেন না আপনি," বললো ভিক্টোরিয়া। "এডওয়ার্ডের বন্ধু আমি"।

"এডওয়ার্ডের বন্ধু," বললেন তিনি, "বেশ তো। এডওয়ার্ড কি জানে যে আপনি এসেছেন বাগদাদে?"

"এখনও না"।

"বাহ! তাহলে তো ফিরে এসে অবাক হয়ে যাবে ও।

"ফিরে এসে?" ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠে সংশয়।

"হ্যাঁ। এ মুহূর্তে বাসরায় আছে এডওয়ার্ড। আমিই পাঠিয়েছি কিছু বই খালাস করতে। এখানকার কাস্টমস অনেক ঢিলে। এজন্যেই ওকে পাঠিয়েছি আমি, নাহলে কাজ হবে না। আর এডওয়ার্ড বড্ড কাজের ছেলে, জানে কিভাবে সবকিছু করতে হয়। সবকিছু গোছগাছ করে এরপরেই ফিরবে সে"।

আন্তরিক স্বরে কথাগুলো বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন।

"কিন্তু আপনার কাছে এডওয়ার্ডের প্রশংসা করার কোন মানে হয় না। আপনি তো তাকে আগে থেকেই চেনেন"।

"ও কবে ফিরবে বাসরা থেকে?" ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"সেটা তো এখনই বলা যাবে না। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। এই দেশে তাড়াহুড়োকরে কিছু হয় না। আপনি কোথায় থাকছেন সেটা আমাকে জানিয়ে যান। ও ফিরলে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করবো"।

"আমি ভাবছিলাম-" নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে বললো ভিক্টোরিয়া, "এখানে যদি আমি কোন কাজ করতে পারতাম, তাহলে বেশ হতো"।

BanglaBook.org

"অবশ্যই কাজ করবেন," উষ্ণ স্বরে বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন। "অনেক ভলান্টিয়ার দরকার আমাদের। বিশেষ করে যারা ইংরেজি জানে। ইতোমধ্যে অবশ্য ত্রিশজন ভলান্টিয়ার কাজ করছে এখানে। তবুও আপনি চলে আসতে পারেন যে কোন সময়ে"।

ভলান্টিয়ার কথাটা শোনা মাত্র দমে গেলো ভিক্টোরিয়া।

"আসলে একটা চাকরি দরকার আমার," বললো ও।

"আহহা!" একটা দুখী ভাব ভর করলো ডক্টর র‍্যাথবোনের চেহারায়। "সেটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। আমাদের এখানে চাকরির সুযোগ খুবই কম। আর এ মুহূর্তে ভলান্টিয়ারদের কারণে সব কাজই চলছে ঠিকঠাক মতো। আর লোক দরকার নেই আমাদের"।

"চাকরি না হলে যে চলবে না আমার," অনুরোধের সুরে বললো ভিক্টোরিয়া, " দক্ষ একজন শর্টহ্যান্ড টাইপিস্ট আমি," মিথ্যেটা বলার সময় গলা একটুও কাঁপলো না ওর।

"আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দক্ষ একজন কর্মী আপনি। কিন্তু আসলেই লোক লাগবে না আমাদের। আপনি বরং অন্য কোথাও খোঁজ নিন। তবুও বলে রাখছি, অন্য চাকরি পেলেও এখানে আসবেন আপনি। আমাদের সাথে বসে সংস্কৃতি চর্চা করবেন। এইসব যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি দূর করতে হবে পৃথিবীর বুক থেকে। শিল্প, নাটক, কবিতা- এসব হচ্ছে আত্মার খোরাক- কোন ধরণের হিংসা বিদ্বেষের জায়গা নেই এখানে"।

"জ্বি," বললো ভিক্টোরিয়া। বুঝতে পারছে যে কোন লাভ হবে না অনুরোধ করে।

"আমি *'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম'* চল্লিশটি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছি," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন। "চল্লিশটা দেশের তরুণ-তরুণীরা পড়ছে এই সাহিত্যকর্ম। তরুণেরাই আমাদের আশা ভরসা।তারাই পারে এ পৃথিবীটাকে বদলে দিতে। নিচের মেয়েটার কথায় ধরুন না। ক্যাথেরিন নাম ওর। সিরিয়ার দামাস্কাস থেকে এসেছে। আপনাদের বয়স তো সমানই বলা যায়। সাধারণ পরিবেশে কিন্তু আপনাদের কখনও এক ছাদের নিচে আসার কথা না। কিন্তু এই অলিভ ব্রাঞ্চে নানা দেশের ছেলে মেয়েদের সাথে পরিচয় হবে আপনার। রাশিয়ান , ইরাকী, আর্মেনিয়ান, ফরাসি। সবাই মিলেমিশে সংস্কৃতি চর্চা করে। একে অন্যকে কবিতা, প্রবন্ধ পড়ে শোনায়। মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞরা এসে লেকচার দিয়ে যান," বক্তৃতা দিতেই থাকলো দার্শনিক চেহারার লোকটা।

ডক্টর র‍্যাথবোনের একটা কথার সাথে মোটেও একমত হতে পারলো না ভিক্টোরিয়া।নানা দেশের মানুষ এক ছাদের নিচে এসেছে বলেই যে একে

BanglaBook.org

অপরকে পছন্দ করবে তেমনটা নয়। এই যেমন ও আর ক্যাথেরিন। একে অপরকে মোটেও পছন্দ হয়নি ওদের। যত বেশিদেখা হবে, অপছন্দের ব্যাপারটা আরো বাড়বে।

"এডওয়ার্ড চমৎকার একটা ছেলে," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন। "সবার সাথে মিশে যেতে পারে। অবশ্য মেয়েদের সাথে একটু বেশিই খাতির ওর।যে কমবয়সী ছেলেরা এখানে প্রথম প্রথম আসে, সবকিছুতেই সন্দেহ করে বসে। তাদের অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠা-া করতে হয়। কিন্তু মেয়েরা এডওয়ার্ডকে খুবই পছন্দ করে। দ্বিধা ছাড়াই মানে তার কথা"।

"বাহ," শীতল স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। ক্যাথেরিনকে অপছন্দের পরিমাণ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

"তাহলে সে কথাই থাকলো," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন, "এসে ঘুরে যাবেন মাঝে মাঝে"।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হলো না ভিক্টোরিয়ার। হাত মিলিয়ে বেরিয়ে আসলো বাইরে। ক্যাথেরিন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। অন্য একটা মেয়েরসাথে কথা বলছে।স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটার চেহারা কেন যেন পরিচিত ঠেকল ওর কাছে। কিন্তু মেয়েটার চেহারায় ওকে চেনার কোন লক্ষণ দেখলো না। অপরিচিত একটা ভাষায় কথা বলছিল তারা। ওকে দেখে চুপ করে গেলো। জোর করে ক্ষীণস্বরে ক্যাথেরিনকে একবার বিদায় জানিয়েতাদের পাশ দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে আসলো ভিক্টোরিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় রশিদ স্ট্রিটে পৌঁছে গেলো। সেখান থেকে হাঁটতে লাগলো হোটেলের উদ্দেশ্যে। আগামী দিনগুলো নিয়েখুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। টাকা পয়সা একদম নেই হাতে। তবে ওসব ছাপিয়ে এ মুহূর্তে ওর মাথায় ঘুরছে একটা ভিন্ন ব্যাপার। এডওয়ার্ড ওকে বলেছিল যে তার ধারণা কিছু একটা সমস্যা আছে অলিভ ব্রাঞ্চে। কিসের সমস্যা?

ডক্টর র‍্যাথবোনের কোন সমস্যা আছে এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ভিক্টোরিয়ার কাছে। তাকে দেখে অতি উৎসাহী এক দার্শনিক মনে হয়েছে ওর কাছে। যে কিনা পৃথিবীর তিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিতে নারাজ।

তাহলে *সমস্যা*বলতেকি বুঝিয়েছিল এডওয়ার্ড? পরিষ্কার করে কিছু বলেনি সে। হয়তো নিজেও ঠিকমতো জানে না।

তবে কি ডক্টর র‍্যাথবোন অন্য কিছু করছেন অলিভ ব্রাঞ্চের আড়ালে?

আবারো মাথা নেড়ে দূর করে দিলো চিন্তাটা। চাকরির কথা শুনে অবশ্য ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিলো তার। লোকজন বিনা পয়সায় কাজ করলেই খুশি তিনি।

BanglaBook.org

কিন্তু সেটা তো সবার ক্ষেত্রেই সত্য।
মিস্টার গ্রিনহল্টজও নিশ্চয়ই ওকে বেতন না দিতে পারলে খুশিই হতেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১২

পায়ে ব্যাথা নিয়ে তিও হোটেলে ফিরে আসলো ভিক্টোরিয়া। ঢোকার পথেই বাগানে দেখা হয়ে গেলো মিস্টার মার্কাসের সাথে। এক ক্লান্ত চেহারার মাঝবয়সী লোকের সাথে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

"আমাদের সাথে বসে এক গ্লাস মার্টিনি খেয়ে যান, মিস ভিক্টোরিয়া? ইনি হচ্ছেন মিস্টার ড্যাকিন," ওকে লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন হোটেল মালিক।

"শুধু সোডা হলেই চলবে আমার," বললো ভিক্টোরিয়া, "আর সেদিন যে বাদামগুলো খেয়েছিলাম, দারুণ সুস্বাদু ছিল ওগুলো"।

"বাদাম খেতে ভালো লাগে আপনার? জন!" আরবীতে দ্রুত ওয়েটারকেঅর্ডার দিলেন তিনি।

মিস্টার ড্যাকিন বিষণ্ন স্বরে বললেন তাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত দিতে।

"শুধু লেবুর শরবত!" বললেন মার্কাস, "অন্য কিছু নিন। এই তো, মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চও এসে গেছেন। আপনি তো মিস্টার ড্যাকিনকে চেনেন আগে থেকে। কি নেবেন?"

"জিন," মিস্টার ড্যাকিনের দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নেড়েবললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ। "আপনি কোথাও বেরিয়েছিলেন নাকি?" ভিক্টোরিয়াকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"এই তো, একটু আশপাশ থেকে হাঁটাহাঁটি করে আসলাম"।

ওয়েটার ড্রিঙ্কস নিয়ে আসলে ভিক্টোরিয়া সোডার পাশাপাশি পেস্তা বাদাম আর আলুর চিপসও খেলো।

এসময় আরেকজন ছোটোখাটো ভদ্রলোকবাগানে আসলে মার্কাস তিও তার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিলো ওকে। ক্যাপ্টেন ক্রসবি আগ্রহী হয়ে হাত মেলালেন ভিক্টোরিয়ার সাথে।

"কবে এসেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"গতকাল"।

"তাই তো বলি! নাহলে আপনার মত সুন্দরীকে চোখে পড়তোই"।

প্রশংসা শুনে রক্তিম হয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়ার গাল।

BanglaBook.org

"মিস ভিক্টোরিয়া খুবই ভালো একজন মেয়ে," বললেন মার্কাস তিও। "মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের সাথে এসেছেন। যাত্রাপথে তাকে সাহায্যও করেছেন নানা ভাবে। ভালো না হলে আজকাল কেউ করে এসব? আপনি এখানে আসাতে আমরা অনেক খুশি হয়েছি, মিস ভিক্টোরিয়া। আপনার সম্মানে একটা পার্টির ব্যবস্থা করবো আমি"।

"বাচ্চা মুরগীর রোস্ট থাকবে সেখানে?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"হ্যাঁ, অবশ্যই। আরো থাকবে ক্যাভিয়ার, নানা জাতের মাছ- সব টাইগ্রিস নদী থেকে ধরা হবে সেদিন সকালেই। সস আর মাশুরুম দিয়ে রান্না হবে ওগুলো। আপনাকে কিন্তু সব খেতে হবে, অল্প খেলে চলবে না। চাইলে স্টেকের ব্যবস্থাও করতে পারি। আপনার যেমনটা ইচ্ছে। অনেকক্ষন ধরে সময় নিয়ে খাওয়া দাওয়া করবে সবাই। দারুণ মজা হবে। আমি অবশ্য পার্টিতে কিছু খাই না, হুইস্কি ছাড়া"।

"আসলেও দারুণ হবে," উৎসাহী স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। খাবারের বর্ণনা শুনে এখনই ক্ষিধে পেয়ে গেছে ওর। ভাবতে লাগলো কবে বাগদাদ পার্টির ব্যবস্থা করবেন মিস্টার মার্কাস।

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বাসরায় গিয়েছেন," ক্যাপ্টেন ক্রসবির উদ্দেশ্যে বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ।

"গতকালই ফিরেছি সেখান থেকে," বললেন ক্রসবি।

এসময় হোটেলের দোতলার একটা ব্যালকনির দিকে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন,"ঐ ভদ্রলোক কে? মাথায় হ্যাট চাপিয়ে রেখেছেন এই অসময়ে"।

"উনি হচ্ছেন স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি, বিখ্যাত পর্যটক," বললেন মার্কাস। "মিস্টার হার্টওয়েল গতকাল রাতে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন এখানে। দারুণ একজন মানুষ। অনেক দুর্গম জায়গায় অভিযানে গেছেন। সাহারার বুকে চড়ে বেরিয়েছেন উটের পিটে, এশিয়ার দুর্গম সব পর্বতচুড়ায় উঠেছেন। খুব সাহসী না হলে এসব কাজ করা যায় না। আমি নিজে কখনও করতাম না"।

"ওহ! উনিই তাহলে সেই বিখ্যাত অভিযাত্রী?" বললেন ক্রসবি। "তার বই পড়েছি আমি"।

"তার সাথে করে একই প্লেনে এসেছি আমি," বললোভিক্টোরিয়া।

ক্রসবি আর মার্কাস, দুই ভদ্রলোকই আগ্রহ নিয়ে তাকালো ওর দিকে।

"আমার কাছে একটু বেশিই দাম্ভিক মনে হয়েছে তাকে। নিজেকে জাহির করতে চান সবসময়," একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই কথাগুলো বললো ও।

BanglaBook.org

"শিমলায় স্যার ক্রফটল লির ফুপুর সাথে দেখা হয়েছিল আমার," বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ। "পুরো পরিবারের সবার ব্যবহারই ওরকম। গুণ আছে, স্বীকার করছি। তাই বলে সবসময় ওরকম ভাবসাব নিয়ে থাকতে হবে নাকি?"
"সকালে বাগানে এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে," বললো ভিক্টোরিয়া।
"এরপর থেকে ব্যালকনিতেই বসে আছেন একটানা," বললেন মার্কাস। "হজমের গোলমাল হয়েছে। কিছু খাবেন না আজ, ব্যাপারটা দুঃখজনক"।
"আমি ভেবে পাই না," মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ বললেন, "আপনি কখনও কিছু মুখে দেন না কেন, মার্কাস? আপনার শরীর তো আর খারাপ না"।
"হুইস্কি! মিসেস ট্রেঞ্চ," বললেন মার্কাস, "এই হুইস্কির কারণেই কিছু খাওয়া হয় না আমার। আজ রাতে আমার বোন আর ভগ্নিপতি আসবে। তাদের সাথে বসেও হুইস্কিই খাবো আমি। এরকমই চলবে ভোররাত পর্যন্ত। এরপর আর কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করে না। এই জন!" হঠাৎ হাঁক ছাড়লেন কথার মাঝে, "আরেক গ্লাস করে বানিয়ে নিয়ে আসো সবার জন্যে"।
"আমার লাগবে না কিছু," তাড়াতাড়ি বললোভিক্টোরিয়া। মিস্টার ড্যাকিনও তার লেবুর শরবত শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেন এসবির সাথে কি একটা ব্যাপারে আলাপ করতে করতে ওপরতলার ঘরে চলে গেলেন।
মিস্টার ড্যাকিনের রেখে যাওয়া গ্লাসে একবার টোকা দিলেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ, বললেন, "লেবুর শরবত, বরাবরের মতন। খারাপ লক্ষণ"।
কেন খারাপ লক্ষণ সেটা জিজ্ঞেস না করে পারলো না ভিক্টোরিয়া।
"তারমানে শুধু একা একা নিজের ঘরে বসে মদ খেয়ে অভ্যস্ত তিনি। একাকীত্ব আর বিষণ্নতার লক্ষণ এটা"।
"হ্যাঁ," বললেন মার্কাস, "ঠিক কথাই বলছেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ"।
"তাহলে একা একা মদ খান তিনি?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।
"সে জন্যেই তো উন্নতি করতে পারলেন না," বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ, "শুধু কোনরকমে নিজের চাকরি টিকিয়ে রেখেছেন"।
"কিন্তু লোকটা ভালো," বললেন মার্কাস।
"আর ভালো," অবজ্ঞার স্বরে বললেন ইংরেজ ভদ্রমহিলা। "পুরুষ মানুষ এত অলস হলে চলবে কিভাবে? ঘর থেকে বের হতে হবে তো। নাহলে কেউ তার কথা শুনবে কেন? এরকম আরো অনেক ইংরেজকে চিনি আমি, মধ্যপ্রাচ্যে এসে পুরো অথর্ব হয়ে গেছে'।
মিস্টার মার্কাসকে সোডা আর বাদামের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লো ভিক্টোরিয়া। সরাসরি নিজের রুমে চলে এসে জুতো খুলে বিছানায় উঠে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে ডুবে গেলো ভাবনায়। ওর কাছে যে তিন পাউন্ড

BanglaBook.org

আছে সেটা ওকে মার্কাসকে দিতে হবে বিল হিসেবে। অবশ্যে ও যদি শুধু সোডা আর বাদাম খেয়ে থাকতে চায় তাহলে আগামী কয়েক দিন কাটিয়ে দিতে পারবে এখানেই। ওর হাতে কবে বিলের কাগজ ধরিয়ে দেবেন মার্কাস? কতদিন থাকতে দেবে টাকা ছাড়া? সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর। ব্যবসার ব্যাপারে নিশ্চয়ই খামখেয়ালী নন তিনি। ওকেই স্বস্তা কোন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে ও? যেভাবেই হোক একটা চাকরি লাগবে ওর। কিন্তু এই অঞ্চলে চাকরির জন্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হয় কোথায়?আর কি চাকরিই বা করবে ও?কার সাথে আলাপ করা এ ব্যাপারে? এরকম টাকা পয়সা ছাড়া সম্পূর্ণ অচেনা একটা শহরে আসার সিদ্ধান্তটা কি তাহলে ভুল ছিল?

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো ভিক্টোরিয়া। যেভাবেই হোক মানিয়ে নিবে ও, মানিয়ে নিতে হবে। এডওয়ার্ড বাসরা থেকে ফিরবে কবে?

এসময় হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তা ভর করলো ওর মনে। এডওয়ার্ড ভুলে যায়নি তো ওকে? আসলেই তো, শুধু একদিনের দেখার পর কি সে মনে রাখবে ওকে? আর ওর পুরো নামটাই বা কি। সেটা জানতে পারলে হয়তো টেলিগ্রাম করা যেতো। না, সেটাও সম্ভব হতো না। ও জানেনা যে কোথায় থাকছে এডওয়ার্ড। আসলে কিছুই জানে না ও- সেটাই মূল সমস্যা।

সমস্যার কথা যে খুলে বলবে কাউকে সেই অবস্থাও নেই। মার্কাসকে বললে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেবে। মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চকে তো জিজ্ঞেস করাই যাবে না(আগে থেকেই ওকে সন্দেহের চোখে দেখেন মহিলা)। মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ তো চলেই গেছেন কির্কুকে। ডক্টর র‍্যাথবোনও সাহায্য করতে পারবেন না ওকে।

যেভাবেই হোক কিছু টাকার বন্দোবস্ত করতে হবে ওকে- নাহলে চাকরি জোগাড় করতে হবে- যেকোন চাকরি। বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, অফিসের টাইপিস্ট, রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস- যেকোন কিছু করতে পারবে এখন। নাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে অ্যাম্বাসিতে আর সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হবে ইংল্যান্ডে। এডওয়ার্ডের চেহারা এই জীবদ্দশায় আর দেখা হবে না সেরকম হলে।

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো ভিক্টোরিয়া।

*****

BanglaBook.org

কয়েক ঘন্টা পর ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া। ক্ষিধে পেয়েছে ভীষণ। নিচের রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবারের মেনু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লো। কিন্তু কোনটার দামই ওর আয়ত্তের মধ্যে না। অগত্যা সেখান থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে আসলো। আজকের রাতের মত চেপে রাখতে হবে ক্ষিধে।

"দুশ্চিন্তা করে লাভ হবে না," ভাবলো ভিক্টোরিয়া।*"কালকেই এখান থেকে চলে যাবো আমি। কোন না কোন বন্দোবস্ত করেই ফেলবো। এডওয়ার্ডও ফিরে আসতে পারে"*।

বাইরের তাপমাত্রা কমে এসেছে। এখানকার স্থানীয়দের কাছে এই তাপমাত্রা অনেক কম মনে হলেও ভিক্টোরিয়ার আছে সেরকম কিছু মনে হলো না। লন্ডনে গ্রীষ্মকালেও এর চেয়ে কম তাপমাত্রা থাকে। বাগানে রেলিঙের কাছে একজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে অপরাধী ভঙ্গিতে দ্রুত ভেতরে চলে গেলো সে।

টাইগ্রিস নদীতে চাঁদের প্রতিফলন দেখতে মন্দ লাগছে না। পাড়ের সারি সারি পামগাছগুলো নড়ছে বাতাসের তোড়ে।

"এতদূর তো এসেছি," নিজেকেই শোনালো ভিক্টোরিয়া। "আর কয়েকটা দিন চালিয়ে নেয়া সম্ভব। ভাগ্য বদলাতে বেশিক্ষন সময় লাগে না"।

এই দার্শনিক উক্তি বলা শেষে রুমে ঘুমোতে চলে গেলো ও।

যে ওয়েটারটা রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে আবার ফিরে এসে আগের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো। বাগানের রেলিঙের পাশেই একটু নিচেনদীর তীর। একটা গিঁট দেয়া দড়ি সেখানটায় বাঁধছে সে।

এ সময় আরেকজন এসে যোগ দিলো তার সাথে। মিস্টার ড্যাকিন নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করলেনঃ

"সব ঠিকঠাক?"

"জ্বি, স্যার। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি এই পর্যন্ত"।

কাজ শেষে সন্তুষ্ট চিত্তে আবার ছায়ার আড়ালে চলে গেলেন তিনি। পরনের ওয়েটারদের পোশাকটা খুলে নিজের নীল রঙের কোটটা গায়ে চাপালেন আবার। এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন যেখান থেকে সামনের জায়গাটুকু দেখা যায় পরিষ্কার ভাবে। কেউ আসলে তার চোখে পড়বেই।

"বেশ ঠা-া পড়ছে ইদানীং," তার উদ্দেশ্যে বললেন ক্যাপ্টেন ক্রসবি। বার থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি কেবলই। "আপনি অবশ্য তেহরানে ছিলেন বলে বুঝতে পারবেন না সেটা"।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে সিগারেট টানলেন দু'জনই। কথা বলছেন একদম নিচু স্বরে। কাছে না আসলে কেউ শুনতে পাবে না।

"মেয়েটা কে?" ক্রসবি জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রত্নতাত্ত্বিক পন্সফুট জোন্সের ভাইঝি"।

"বেশ, সেটা হতে পারে। কিন্তু স্যার ক্রফটন লি'র সাথে একই প্লেনে আসার ব্যাপারটা-"

"খোঁজ খবর নিতে হবে," বললেন মিস্টার ড্যাকিন।"ঝুঁকি নেয়া যাবে না কোন কিছুতেই"।

আবারো কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানলেন দু'জন।

"আলোচনার ব্যাপারটা অ্যাম্বাসি থেকে এখানে সরিয়ে আনা কি আসলেও ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ, আমার কাছে সেটাই ঠিক মনে হয়েছে"।

"আমরা তো আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম এবার"।

"বাসরার ব্যাপারেও তো একই কথা বলেছিলে। লাভটা কি হলো শুনি?"

"তা বটে। সালাহ হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেছি আমি"।

"আমিও সেটাই ধারণা করেছিলাম। বাসরার কনস্যুলেটে ঢোকার চেষ্টা করেছিল কারমাইকেল?"

"হ্যাঁ করেছিলো। কিন্তু সেখানেও নাকি একজন রিভলবার বের করে গুলি চালাতে যাচ্ছিল তার ওপর," এটুকু বলে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিলেন ক্যাপ্টেন ক্রসবি, এরপর বললেন "রিচার্ড বেকার হাত ধরে থামিয়েছেতাকে"।

"রিচার্ড বেকার?"

"চেনেন তাকে? একজন-"

"হ্যাঁ, তাকে চিনি আমি,"বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "আমি এখন ভাবছি যে আমরা যেমন শত্রুপক্ষের অনেক তথ্য জানি, ওরাও আমাদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। এই অবস্থায় কারমাইকেল যদি অ্যাম্বাসিতে প্রবেশের চেষ্টা করতো, তাহলে-"কথাটা শেষ করলেন না তিনি।"এখানে শুধু আমি, তুমি আর ক্রফটন লি জানে যে কি ঘটছে"।

"ক্রফটন লি যে অ্যাম্বাসি থেকে এখানে চলে এসেছেন সেটাও নিশ্চয়ই এতক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে"।

"সেটা হতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। ওদের কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। তাৎক্ষনিক ভাবে ভেবে তাৎক্ষনিক ভাবে কাজে লেগে পড়তে হবে। তিও হোটেলে নিশ্চয়ই ওদের লোক নেই। একদমই

BanglaBook.org

হঠাৎ নেয়া হয়েছে সিদ্ধান্তটা। এতদিন দৃশ্যপটের আড়ালে ছিল এই হোটেল। আমাদের কোন মিটিঙের আয়োজনও করা হয়নি এখানে"।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, "আমি গিয়ে এখন ক্রফটন লির সাথে দেখা করবো"।

মিস্টার ড্যাকিন স্যার রুপার্টের দরজায় কড়া নাড়বার আগেই নিঃশব্দে খুলে গেলো ওটা। ভেতরে শুধু ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশেই একটা চেয়ারে এতক্ষণ বসে ছিলেন তিনি। আবারও সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন। আস্তে করে একটা ছোট অটোম্যাটিক বন্দুক বের করে রাখলেন টেবিলের ওপর।

"কি খবর ড্যাকিন? আসবে সে?" জিজ্ঞেস করলেন গম্ভীর স্বরে।

"জ্বি, স্যার রুপার্ট, আমার মনে হচ্ছে যে আসবে ও," বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "তার সাথে আগে কখনো দেখা হয়েছে আপনার?"

মাথা নেড়ে না করে দিলেন বিখ্যাত পর্যটক।

"কখনো সামনাসামনি দেখিনি। তবে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। অনেক গল্প শুনেছি ওর মিশনের। সাহস আছে বলতে হবে"।

"হ্যাঁ, ভীষণ সাহসী একজন এজেন্ট," বললেন মিস্টার ড্যাকিন। তার কাছে একটু খটকা লাগলো স্যার রুপার্টের কথা বলার ভঙ্গি শুনে।

"আমি সে সাহসের কথা বলিনি," বললেন স্যার রুপার্ট।

"ওহ। তাহলে-"

"এরকম একটা তথ্যের পেছনে ছোটা আর উপযুক্ত প্রমাণের জোগাড়ের জন্যে এভাবে লেগে থাকা- আজকাল এরকম দেখা যায় না। দেশপ্রেম উঠে গেছে মানুষের মধ্যে। শুধু সাহস থাকলেই চলবে না এ কাজে, ঝুঁকি নিতেও জানতে হবে"।

"আমার ধারণা সে আসবে"।

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন স্যার রুপার্ট।

"সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?"

"ক্রসবি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে। আর আমি সিঁড়ির ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। কারমাইকেল আপনার এখানে পৌঁছানো মাত্র দেয়ালে টোকা দেবেন দু'বার। সাথে সাথে চলে আসবো আমি"।

মাথা নাড়লেন ক্রফটন লি।

মিস্টার ড্যাকিন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে। বাগানে নেমে এসে এবার আরেক পাশের রেলিঙের ধারে গিয়ে নিচে উঁকি দিলেন। এদিকেও

BanglaBook.org

একটা দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। নিচে ইউক্যালিপটাস গাছে আর কিছু ঝোপঝাড়ে।

চারিদিকে শেষবারের মত নজর বুলিয়ে ওপর তলায় উঠে স্যারক্রফটন লির ঘরের দরজা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। তার রুমে দুটো দরজা। অন্যপাশের দরজাটা দিয়ে সিঁড়ির দিকে নজর রাখা যায়। সেই দরজাটা মৃদু ফাঁক করে রেখে সে কাজেই বসে গেলেন তিনি।

প্রায় চারঘন্টা পর একটা গুফা(এক ধরণের স্থানীয় ডিঙ্গি নৌকা)এসে ভিড়লো নদির তীরে। সরাসরি তিও হোটেলের নিচের অংশে চলে আসলো ওটা। কিছুক্ষণ পরে এক আগন্তুককে দেখা গেলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৩

ভিক্টোরিয়া ভেবেছিল যে বিছানায় উঠে সকাল পর্যন্ত সমস্যাগুলো ভুলে থাকবে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে তো দুশ্চিন্তাগুলো আর বিরক্ত করতে পারবে না ওকে। কিন্তু বিধি বাম। সারা বিকাল ধরে পড়ে পড়ে ঘুমোনোর মাশুল দিতে হচ্ছে। ঘুম হাওয়া হয়ে গেছে ওর চোখ থেকে।

শেষে আর থাকতে না পেরে বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বালিয়ে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসলো। সেটায় থাকা গল্পগুলোও শেষ হয়ে গেলো একসময়। এরপর মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের দেয়া নায়লনের স্টকিংসগুলো পড়ে দেখলো আয়নার সামনে। চাকরি চেয়ে পত্রিকায় দেয়ার মত কিছু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞাপন লেখলো একটা প্যাডে। মিসেস ক্লিপের উদ্দেশ্যে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন চিঠি লিখে ব্যাখা করার চেষ্টা করলো যে কেন বাগদাদে হঠাৎ বিপদে পড়তে হয়েছে ওকে। কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হলো না। দু'টোজরুরী টেলিগ্রামের পরিকল্পনা করলো যেগুলো উত্তর লন্ডনের এক ভদ্রমহিলাকে পাঠানো হবে, ওর একমাত্র জীবিত আত্মীয়। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা আজ পর্যন্ত কাউকে সাহায্য করেছে বলে শোনেনি ও। সাধারণত যেভাবে চুল বাঁধে তার থেকে অন্যভাবে চুল বেঁধে দেখলো কেমন লাগলো। এসব করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হাই তুললো একবার।

ঠিক সে মুহূর্তে হঠাৎ খুলে গেলো ওর রুমের দরজা। একজন লোক ঢুঁকে পড়েছে ভেতরে।ভিক্টোরিয়া কিছু বলার আগেই তাড়াতাড়ি আবার দরজা লাগিয়ে তালা দিয়ে দিলো সে।

"দয়া করে আমাকে লুকোতে সাহায্য করুন,"বললো লোকটা।

জরুরী পরিস্থিতিতে মাথা ঠা-া রাখতে পারে ভিক্টোরিয়া। একটা লাল রঙের স্কার্ফ বুকের কাছে চেপে ধরালোকটার অনবরত হাঁপানো, বাইরের করিডোর থেকে ভেসে আসা গলার আওয়াজ শুনে যা বোঝার বুঝে নিলো ও। উঠে পড়লো তাকে সাহায্য করার জন্যে।

কিন্তু ওর ঘরে লুকোবার মত জায়গা কমই আছে।ঘরে আসবাব বলতে একটা ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল আর একটা টেবিল। বিছানাটা অবশ্য বেশ বড়। ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার।

BanglaBook.org

"দ্রুত," লোকটার উদ্দেশ্যে বললো ও।বেডশিট, কম্বল আর বালিশগুলো সরিয়ে ফেললো। বিছানার মাথার কাছটায় শুয়ে পড়লো আগন্তুক। তার ওপরে বেডশিট আর বালিশ চাপিয়ে দিলো মুহূর্তে মধ্যে। কম্বলটা ছড়িয়ে রাখলো পায়ের কাছটায়। এরপর নিজেও উঠে বসলো বিছানায়।

ঠিক তখনই কেউ কড়ানাড়লো ওর দরজায়।

"কে?" সাবধানী স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"পুলিশের লোক ম্যাডাম," জবাব আসলো। "দয়া করে দরজা খুলুন"।

ড্রেসিং গাউনটা ঠিক করে নিয়ে দরজার সামনে চলে আসলো ও। এসময় দেখলো যে লোকটার লাল স্কার্ফটা পড়ে আছে মেঝেতে। ওটা উঠিয়ে একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলো তাড়াতাড়ি। এরপর দরজাটা খুলে বাইরে উঁকি দিলো। চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলেছে কপট ভয়।

স্যুট পরা কালো চুলের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে আর তার পেছনে পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত এক মাঝবয়সী লোক।

"কি হয়েছে?" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর একটা হাসি দিলো যুবক। পরিষ্কার ইংরেজিতে বললোঃ

"আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ভীষণ দুঃখিত, ম্যাডাম। কিন্তু একজন অপরাধী পালিয়ে গেছে এখানকার পুলিশ স্টেশন থেকে। এই হোটেলে এসে ঢুকেছে হারামিটা। তাই সব ঘরেই খোঁজ নিয়ে দেখছি আমরা। ভীষণ বিপজ্জনক লোকটা"।

"ঈশ্বর," মুখে হাত দিয়ে দরজার চৌকাঠ থেকে পেছনে সরে আসলো ভিক্টোরিয়া।"এখনই ভেতরে এসে খুঁজে দেখুন আপনারা। আমার তো হাত পা ঠা-া হয়ে আসছে শুনেই। বাথরুমে দেখুন, ওয়ার্ডরোবের পাশে দেখুন- আর একবার বিছানার নিচেও উঁকি দিয়ে দেখবেন দয়া করে। হয়তো পুরো সন্ধ্যা জুড়ে এখানেই ছিল সে"।

খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো তল্লাশি।

"নাহ, এই রুমে নেই"।

"আপনারা কি নিশ্চিত যে বিছানার নিচে নেই সে? কি বোকার মত কথা বলছি আমি! দরজা আটকিয়েই তো শুয়েছিলাম"।

"সহযোগিতা করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ম্যাডাম। শুভরাত্রি"।

"আবারো দরজা আটকে দেই ভেতর থেকে, নাকি?"

"জ্বি, সেটাই ভালো হবে। নিরাপদ থাকবেন"।

BanglaBook.org

একবার বাউ করে ইউনিফর্ম পরিহিত সহযোগীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো যুবক।

দরজা লাগিয়ে কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়েথাকলো ভিক্টোরিয়া। পাশের ঘরগুলোতে পুলিশের কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে এলো। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী ভিক্টোরিয়ার শরীরে টগবগ করে ফুটছে যেন রক্ত। মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চের ঘরেও কড়া নাড়লো পুলিশ, তার রাগত কণ্ঠস্বর কানে আসলো ওর। একসময় মিলিয়ে গেলো পায়ের আওয়াজ।

হেঁটে বিছানার কাছে চলে আসলো ও। হঠাৎ করেই একটা আত্মোপলব্ধি হলো ওর, লোকটা যদি আসলেও ভয়ঙ্কর অপরাধী হয়? অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আর বিদেশ বিভূঁইয়ে মাতৃভাষা শুনে লোকটাকে সাত পাঁচ না ভেবেই আশ্রয় দিয়েছে ও। পরক্ষনেই দূর করে দিলো চিন্তাগুলো। যা হবার হবে!

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললোঃ

"উঠে পড়ুন"।

কিন্তু নড়লো না লোকটা। এবার একটু গলা চড়িয়ে বললো ভিক্টোরিয়া-

"ওরা চলে গেছে। এখন বেরিয়ে আসতে পারেন আপনি"।

তবুও নাড়াচাড়ার কোন লক্ষণ দেখাগেলো না। অধৈর্য হয়ে বালিশগুলো সরিয়ে ফেললো ভিক্টোরিয়া।

আগের ভঙ্গিতেই শুয়েই আছে কমবয়সী লোকটা। কিন্তু একটু ধূসর হতে শুরু করেছে তার চেহারা, চোখজোড়া বন্ধ।

এরপর লোকটা বুকের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলো ভিক্টোরিয়া। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে। সেই রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে চাদর।

"না!" চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলালো ভিক্টোরিয়া।

যেন ওর গলার স্বর কানে যাওয়াতেই খুলে গেলো আহত লোকটার চোখ। তার দিকে তাকালো। ঠোঁট নড়ে উঠলো তার। কিন্তু কি বললো সেটা বোঝা সম্ভব হলো না ভিক্টোরিয়ার, এতই আস্তে বলেছে।

উবু হয়ে তার মুখের কাছে কান নিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া।

"কি বললেন?"

এবার শুনতে পেলো ভিক্টোরিয়া। অনেক কষ্ট করে দু'টো শব্দ উচ্চারণ করলো লোকটা। অবশ্য ঠিক শুনেছে এটাও নিশ্চিত নয় ও। লোকটা বলেছে- *"লুসিফার... বাসরা"*।

এরপর শুধু কষ্ট করে আরেকটা নাম বলতে পারলো লোকটা। সেটা বলার সাথে সাথে স্থির হয়ে গেলো তার দেহ।

BanglaBook.org

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভিক্টোরিয়া, বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে কেউ। এখন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। কাউকে না কাউকে তো ডাকতে হবে- বলতে হবে সবকিছু। একটা লোক মরে পড়ে আছে ওর ঘরের বিছানায়। আগে হোক আর পরে, পুলিশ ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেই।

কি করবে ভাবছে ঠিক এই সময়ে দরজার কাছ থেকে খুট করে একটা আওয়াজ হওয়ায় সেদিকে তাকালো ও। অবাক হয়ে দেখলো দরজায় লাগানোচাবিটা আপনাআপনি বের হয়ে এসে মাটিতে পড়ে গেলো। এরপর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন মিস্টার ড্যাকিন।

তার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। শান্তস্বরে বললেনঃ

"ভালো কাজ দেখিয়েছেন আপনি। মাথা ঠা-া রেখেছেন ওদের সামনে। কেমন আছে ও?"

"উনি- উনি মারা গেছেন," কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, এবার আর অভিনয় করতে হলো না। আসলেই কাঁপছে ওর গলা।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চেহারায় তীব্র রাগ খেলা করতে দেখলো কিছুক্ষণ, এরপরেই নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। বাগানে যেরকম বিষণ্ন চেহারা নিয়ে বসেছিলেন সেরকম হয়ে গেলো মুখশ্রী। তবে সেই বিষণ্নতার সাথে মিশে আছে দ্বিধা। যেন কি করবেন সেটা নিয়ে দোলাচলে ভুগছেন।

ঝুঁকে মৃত লোকটার বুকের কাছ থেকে জ্যাকেট সরালেন।

"খুব কাছ থেকে ছুরি চালানো হয়েছে," পরীক্ষা করে বললেন "খুব সাহসী ছিল ছেলেটা- আর বুদ্ধিমান"।

"পুলিশ এসেছিলো। তার বললো যে লোকটা নাকি একজন অপরাধী। সেটা কি সত্যি?" জিজ্ঞেস করলো।

"না, মোটেও অপরাধী নয় সে"।

"তারা কি আসলেও পুলিশের লোক ছিল?"

"জানি না আমি," বললেন ড্যাকিন। "হতেও পারে পুলিশের লোক। তাতে কিছু যায় আসে না"।

এরপর ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনিঃ

"মারা যাবার আগে কিছু বলেছে ও?"

"হ্যাঁ?"

"কি?"

"বলেছে লুসিফার- আর বাসরা। এরপর কিছুক্ষণ থেমে একটা নাম উচ্চারণ করে- আমার কাছে ফরাসি মনে হয়েছে নামটা। অবশ্য ভুলও শুনতে পারি আমি"।

BanglaBook.org

"যেটা শুনেছেন সেটাই বলুন" ।
"লেফার্জ" ।
"লেফার্জ," চিন্তামগ্ন ভাবে বললেনড্যাকিন ।
"এসবের মানে কি?" জিজ্ঞেস করলোভিক্টোরিয়া । এরপর যোগ করলো, "আর আমি এখন কি করবো?"
"আপনাকে এসবে জড়াতে দেয়া চলবে না কোনভাবেই," বললেন মিস্টার ড্যাকিন । "কি ঘটছে এ ব্যাপারে পরে সবকিছু আপনাকে খুলে বলবো আমি । এখন প্রথম কাজ হলো মার্কাসের সাথে যোগাযোগ করা । হাজার হলেও এটা ওর হোটেল । আর দেখে না মনে হলেও ঘটে যথেষ্ঠ বুদ্ধি ওর ।আমি যাই কথা বলি ওর সাথে । এখনও জেগে আছে নিশ্চয়ই । কেবল তো দেড়টা বাজছে । দুইটার আগে ঘুমোয় না । ও এখানে আসার আগে আপনি নিজেকে একটু সামলিয়ে নিন ।মেহমানদের চিন্তিত মুখ পছন্দ না ওর, বিশেষ করে ভদ্রমহিলাদের" ।
তিনি বেরিয়ে যাবার পর বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে পানি দিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে চেয়ারে এসে বসলো ও । কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসলো । কড়া না নেড়েই ভেতরে প্রবেশ করলেন মিস্টার ড্যাকিন । আর তার পেছন পেছন আসলেন মার্কাস তিও ।
এখন মিস্টার মার্কাসের চেহারা একদম গম্ভীর ।মুখে সার্বক্ষনিক লেগে থাকা হাসিটা অনুপস্থিত ।
"মার্কাস," বললেন মিস্টার ড্যাকিন, "এখন তোমাকে সামলাতে হবে সবকিছু । মেয়েটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এসবের মধ্যে পড়ে । লোকটা হুট করেই ঢুঁকে পড়ে ওর ঘরে । মনটা খুব ভালো ওর, তাই আশ্রয় দেয় বিনা দ্বিধায়, লুকিয়ে রাখে পুলিশের কাছথেকে ।আর এরপর এখানেই মৃত্যু হয় তার । অবশ্য পুলিশের কাছে তথ্য গোপন করায়া বোধহয় উচিৎ হয়নি ওর । কি করবে, ভয় পেয়ে গেছিল বেচারি" ।
"পুলিশদের কেউই পছন্দ করে না," বললেন মার্কাস । "আমি নিজেও পছন্দ করি না । কিন্তু তাদের সাথে মানিয়ে চলতে হয় আমার, হোটেলের কারণে । টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবো?"
"আমরা শুধু এখান থেকে লাশটা চুপচাপ সরিয়ে নিতে চাই" ।
"বেশ তো । আমিও সেটাই চাই । নিজের হোটেলে একটা লোকের লাশ পড়ে আছে, এটা দেখতে কার ভালো লাগে? কিন্তু কাজটা কি সহজ হবে? তুমিই বলো?"

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়া খেয়াল করল একে অপরকে তুমি করে সম্বোধন করছে মিস্টার ড্যাকিন আর মার্কাস তিও। তারমানে আগে থেকেই সখ্যতা ছিল তাদের।
"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে," বললেন ড্যাকিন। "তোমার পরিবারে তো একজন ডাক্তার আছে, তাই না?"
"হ্যাঁ, পল, আমার ভগ্নীপতি একজন ডাক্তার। খুব ভালো ছেলে। কিন্তু তাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি"।
"বিপদ হবে না," বললেন ড্যাকিন। "শোন মার্কাস, আমরা লাশটা এখান থেকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো। এতে মিস ভিক্টোরিয়া যে এসবের সাথে জড়িত তা কেউ জানবে না। এরপর একজন কম বয়সী ছেলে হোটেলে দৌড়ে এসে ঢুকবে রাস্তার দিক থেকে। তোমার ফোন ব্যবহার করে সে ব্যবস্থা করবো আমি। মদ্যপ থাকবে ছেলেটা, হাত দিয়ে চেপে রাখবে বুকের এক পাশ। চিল্লিয়ে আমাকে ডাকতে থাকবে, তারপর আমার রুমে ঢুকে ঢলে পড়বে। আমি বেরিয়ে এসে তোমাকে ডেকে বলবো একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে। তখন তোমার ভগ্নীপতিকে আসতে বলবে তুমি। একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাবে সে। তারপর আমার কাছে আসে ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার আগেই মারা যাবে সে। তোমার হোটেলে ঢোকার আগেই ছুরি চালানো হয়েছিল তার ওপর। এতে করে কোন কিছুর সাথে জড়াবে না তুমি"।
"আমার ভগ্নীপতি আসলে লাশটা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠবে আর তোমার ঘরে যে ঢুকবে সে সকাল বেলা চুপচাপ কেটে পড়বে, এই তো?"
"হ্যাঁ, ধরতে পেরেছো তাহলে"
"আমার হোটেলে কোন লাশ পাওয়া যাবে না? আর মিস জোনসকেও বিরক্ত করবে না কেউ? খুবই চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করেছো তুমি"।
"বেশ তুমি তাহলে পাহারা দাও। আমি লাশটাকে আমার রুমে নিয়ে যাই। তোমার হোটেলের পেয়াদাগুলো মাঝরাতেও ঘুরে বেড়ায় করিডোরে। তুমি বরং তোমার রুমে গিয়ে হৈচৈ শুরু করো। তাহলে সবাই সেখানেই থাকবে"।
মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন মার্কাস।
"আপনি তো অতটা দূর্বল নন," বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "আমাকে সাহায্য করুন ওকে পাশের রুমে নিয়ে যেতে"।
মাথা নাড়লো ভিক্টোরিয়া। এরপর দু'জন মিলে মৃতদেহটা করিডোর পেরিয়ে মিস্টার ড্যাকিনের রুমে নিয়ে গেলো। দূর থেকে মার্কাসের হৈচৈ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে(রেগে রেগে কর্মীদের কি যেব বলছেন তিনি)।

BanglaBook.org

"আপনার কাছে কেঁচি আছে?" ড্যাকিন জিজ্ঞেস করলেন। "তাহলে আপনার চাদরের যে অংশে রক্ত লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলুন গিয়ে এখনই। ম্যাট্রেস পর্যন্ত নিশ্চয়ই পৌঁছায়নি রক্ত। জ্যাকেটই শুষে নিয়েছে অনেকটুকু। বাকিটা মার্কাস সামলাবে। আমি এক ঘন্টা পরে আসছি আপনার সাথে কথা বলতে। ভরসা রাখুন।দাঁড়ান, এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে যান আমার ফ্লাস্ক থেকে"।
সেটাই করলো ভিক্টোরিয়া।
"বেশ," বললেন ড্যাকিন, "এবার ঘরে চলে যান। কাজ শেষে বাতি নিভিয়ে দেবেন। এক ঘন্টা পরে আসছি আমি"।
"আর তখন আপনি সব খুলে বলবেন আমাকে?"
জবাবে ওর দিকে অনেকক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মিস্টার ড্যাকিন, কিন্তু কিছু বললেন না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৪

বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ভিক্টোরিয়া।কান পেতে আছে আঁধারে। একজন মদ্যপ লোকের গলার স্বর ভেসে আসলো কিছুক্ষণ পর। "আপনাকেই খুঁজছিলাম ড্যাকিন সাহেব। বাইরে একজনের সাথে হাতাহাতি হয়েছে"- বললো লোকটা। বেল বাজতে শুনলো ও। হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেলো লোকজনের আনাগোণা। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এরপরে দীর্ঘ নীরবতা। কেবল দূরের কোন ঘর থেকে গ্রামোফোনে বাজানোআরবী গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওর কাছে যখন মনে হচ্ছিল সময় আর কাটছেইনা, ঠিক তখনইওর দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেলো। উঠে বসে ল্যাম্প জ্বেলে দিলো।

"হ্যাঁ, অল্প আলোই ভালো," মিস্টার ড্যাকিন বললেন।

একটা চেয়ার বিছানার পাশে নিয়ে এসে সেটায় বসলেন তিনি। এমন ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালেন যেন কোন ডাক্তার রোগীর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন যে কিভাবে চিকিৎসা শুরু করবেন।

"সব খুলে বলুন আমাকে," ভিক্টোরিয়া বললো।

"বলবো," বললেন মিস্টার ড্যাকিন, "তার আগে নিজের সম্পর্কে আমাকে বলুন মিস জোনস। এখানে কি করছেন আপনি? কেন এসেছেন বাগদাদে?"

সকাল থেকে যা যা ঘটেছে কিংবা মিস্টার ড্যাকিনের পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব, যেটার কারণেই হোক(ভিক্টোরিয়া পরে ভেবে দেখেছিল যে দ্বিতীয় কারণটাই সঠিক), বানিয়ে কিছু বললো না ও। শুরু থেকে সব খুলে বললো। এডওয়ার্ডের সাথে কিভাবে দেখা হলো, কিভাবে বাগদাদে আসলো মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপের সাথে- সবকিছু। সাথে এটা বলতেও ভুললো না যে অর্থনৈতিক ভাবে বেশ খারাপ একটা সময় কাটছে ওর।

"বুঝলাম," ছোট করে বললেন মিস্টার ড্যাকিন।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক।

"আপনাকে এসবের মধ্যে জড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে চাইলেও দূরে রাখতে পারবো না আপনাকে। ইতোমধ্যেই

BanglaBook.org

জড়িয়ে পড়েছেন আপনি, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। আর জড়িয়েই যখন পড়েছেন, আমারহয়েই কাজ করুন নাহয়"।

"আপনি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন আমাকে?" সোজা হয়ে বসলো ভিক্টোরিয়া। চকচক করছে চোখ।

"তা বলতে পারেন। তবে আপনি যে ধরণের চাকরির কথা ভাবছেন সে ধরণের চাকরি নয় কিন্তু এটা। এসব ছেলেখেলা না, মিস জোনস। যথেষ্ঠ বিপজ্জনক কাজ"।

"তাতে কোন সমস্যা নেই," উৎফুল্ল চিত্তে বললো ভিক্টোরিয়া।এরপর কিছুটা সন্দেহের স্বরে যোগ করলো, "এটা তো আর অসৎ কিছু না, তাই না? কারণ আমি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বললেও কখনও অসৎ কিছু করিনি"।

মিস্টার ড্যাকিন মৃদু হাসলেন কথাটা শুনে।

"সত্যি কথা বলতে কি, আপনি যে মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন সেটার জন্যেই এই কাজটার জন্যে আপনাকে বিবেচনা করছি আমি। না, কাজটা অসৎ কিছু নয়। বরং আপনার মাতৃভূমির জন্যেই কাজ করবেন। আপনাকে অবশ্য খুব কঠিন কিছু করতে দিচ্ছি না আমি, তবুও আগে থেকে বলে দেয়া হবে যে কেমন বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। আর কেন এসব কিছু ঘটছে সে ব্যাপারেও বলছি। আপনি তো একজন শিক্ষিত মেয়ে। বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন নিশ্চয়ই?"

"সবাই বলাবলি করছে যে আরেকটা মহাযুদ্ধ নাকি শুরু হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই," বললো ভিক্টোরিয়া।

"বেশ," বললেন মিস্টার ড্যাকিন," কেন এই কথা বলছে সবাই, সেটা জানেন?"

"কেন? রাশিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি, অ্যামেরিকা-" এটুকু বলে ভ্রু কুঁচকে মিস্টার ড্যাকিনের দিকে তাকালো ও।

"সবই আপনার শোনা কথা," বললেন ভদ্রলোক, "আপনি নিজে কিন্তু পরিষ্কার কিছু জানেন না।পেপারে হয়তো পড়েছেন কিছু ব্যাপার। এটা এখন মোটামুটি প্রচলিত যে এ মুহূর্তে দুটা পরাশক্তি নিয়ন্ত্রন করছে বিশ্ব রাজনীতি। তাদের উপস্থাপন করা হয়- রাশিয়া আর কমিউনিস্ট পার্টি এবং অ্যামেরিকার মাধ্যমে। কিন্তু এই পৃথিবীর সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কেবল একটা বিষয়ের ওপর, সেটা হচ্ছে শান্তি।এসব যুদ্ধ বিগ্রহ, ক্ষমতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিছু হবে না, শুধু ধ্বংস ছাড়া। তাই সমাধান একটাই- এই দুই পরাশক্তিকে একটা সমঝোতার মধ্যে আসতে হবে, একে ওপরকে ছাড় দিতে হবে কিছু ব্যাপারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তেমনটা ঘটছে না। বরং এমন কিছু সন্দেহজনক

BanglaBook.org

কাজকর্ম হচ্ছে যেটা দুই পক্ষকে ঠেলে দিচ্ছে সমঝোতা থেকে অনেক দূরে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে যে তৃতীয় একটা পক্ষ ইচ্ছে করে তাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগাতে চাচ্ছে। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তারা। যখনই সমঝোতার পক্ষে একটু একটু করে এগোচ্ছেআলোচনা, ঠিক তখনই এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটছে যার জন্যে দুই পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করছে। বেড়ে যাচ্ছে ঘৃণার পরিমাণ। কিন্তু এসব নিছক কোন দুর্ঘটনা নয় মোটেও। ইচ্ছেকৃত ভাবে ঘটানো হচ্ছে। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি, মিস জোনস?"

"কিন্তু এসবের কারণ কি?"

"একটা প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থ। এই অর্থই সব ধ্বংসের মূল, মিস জোনস। এর পেছনেই ছুটছে সবাই।আমাদের শরীরের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে রক্ত। আর প্রতি মুহূর্তে সেই রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে শিরা-ধমনীতে। ঠিক তেমনই কোন আন্দোলনের চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থ। এর অভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে সবকিছু। আর এই ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতবদল হচ্ছে। কিন্তু সবকিছু ঘটছে একদম গোপনে। কোত্থেকে টাকা আসছে আর কোথায় যাচ্ছে সেটা জানা যায় নি। ইউরোপের অনেক জায়গায় বর্তমানে সরকার বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। সেসবের পেছনে আছে মূলত কমিউনিস্টরা। আমি কিন্তু কমিউনিস্টদের দোষারোপ করছি না- কারণ তারা তাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিক চিন্তাকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এসব কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্যে যে টাকা প্রয়োজন তা তারা পাচ্ছে কোথায়? এত ফান্ড আসছে কোথা থেকে? এই প্রশ্নেই উত্তর খুঁজতে গেলে কিন্তু হিসেব মেলে না। ঠিক একই রকম ভাবে অ্যামেরিকা আর অন্য দেশগুলোতে কমিউনিজম বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু সেসব আন্দোলনের ফান্ডে টাকা আসছে কিভাবে? সে উত্তরও পাওয়া যায় নি। আর সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে কয়েকবার হাতবদল হতে হতে একসময় বিশ্ব অর্থনীতি একদম গায়েব হয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। নিয়মিত বিরতিতে ঘটছে এই ঘটনা। সহজ করে বোঝাতে গেলে, ধরুন আপনি বেতন পাবার পর একটা ছোট আংটি কিংবা ব্রেসলেট কিনলেন, কিন্তু কিছুদিন পর খেয়াল করলেন যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না সেটা, গায়েব হয়ে গেছে। পুরো পৃথিবীতে এখন হীরের চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু কয়েকবার হাত বদল হবার পরে সেগুলোর আর হদিস মিলছে না," এটুকু বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন মিস্টার ড্যাকিন।

তারপর আবার বলা শুরু করলেনঃ

BanglaBook.org

"এসবই অবশ্য ধারণা, শক্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে তৃতীয় একটা পক্ষ আছে এসবের পেছনে। তাদের মূল লক্ষ্য এখনও অস্পষ্ট, কিন্তু অর্থ আর মূল্যবান পাথর চোরাচালানীর সাথে যুক্ত তারা। এরাই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে ঝামেলার সৃষ্টি করছে বিভিন্ন দেশে। আমাদের কাছে এই তথ্য আছে যে প্রতিটা দেশেই লোক আছে ওদের। সরকারের একদম বড় বড় পদ দখল করে আছে ওদের এজেন্টরা। তাছাড়া খুচরো কাজের জায়গায় তো আছেই। তাদের সবার লক্ষ্য একটাই, কিন্তু কি সেই লক্ষ্য তা জানি না আমরা। পুরো পৃথিবীর মধ্যে অশান্তি বজায় রেখে কি লাভ তাদের এটা একমাত্র তারাই স্পষ্ট করে বলতে পারবে, আমরা শুধু টুকটাক আন্দাজ হয়তো করতে পারবো"।

"কিন্তু কারা জড়িত এসবের সাথে?" ভিক্টোরিয়া জানতে চাইলো।

"আমাদের ধারণা তারা নির্দিষ্ট কোন জাতির লোক নয়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আবারও বলছি, এসব আমার ব্যক্তিগত ধারণা- এই পৃথিবীর সংশোধন। আর এটাই অন্যদের থেকে আলাদা করছে তাদের। যারা শুধু নিজের পকেট ভরতে চায়, বড়লোক হতে চায় সহজে- তারা কিন্তু খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না পৃথিবীর। কিন্তু যারা এই কথা বিশ্বাস করে যে- আমি অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ- তাদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে। আর এটাই ওদের মূল লক্ষ্য- সংশোধিত, এখনকার চেয়ে ভালো একটা মানবজাতি তৈরি করা। কিন্তু এসব করতে গিয়ে দু'টোজিনিস বিসর্জন দিয়েছে তারা- মনুষ্যত্ব আর বিশ্বভ্রাতৃত্ব"।

একবার কেশে উঠলেন মিস্টার ড্যাকিন। "অনেক বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছি, আর বেশি কথা বাড়াবো না। আমরা যা যা জেনেছি সেটুকু বলছি আপনাকে। বেশ কয়েক জায়গা থেকে পরিচালিত হয় তাদের কার্যক্রম। একটা ঘাটি হচ্ছে আর্জেন্টিনা, আরেকটা কানাডা। এছাড়া অ্যামেরিকাতেও তাদের ঘাটি আছে। রাশিয়াতে আছে কিনা- সেটা অবশ্য নিশ্চিত নই আমরা, তবে ধারণা করা হচ্ছে যে আছে। আর সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর তথ্য হচ্ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে গত দু বছরে আটাশ জন উঠতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানীনিখোঁজ হয়ে গেছে, কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না তাদের সম্পর্কে। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে প্রকৌশলী, ডাক্তার, পাইলটদের ক্ষেত্রেও। তাদের সবার মধ্যে একটা ব্যাপার অবশ্য সাধারণ- প্রচ- রকম উচ্চাকাংক্ষী ছিল তারা। যাদের উধাও হওয়া সম্পর্কে খবর পেয়েছি আমরা, এর বাইরেও নিশ্চয়ই আরো অনেকে আছে। আর তারা সবাই মিলে কাজ করে যাচ্ছে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে"।

মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছে ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

"আপনি হয়তো বলবেন যে এখনকার যুগে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে এত কিছু ঘটানো সম্ভব না। বিভিন্ন দেশের গুপ্তচরবৃত্তির কথা অবশ্য আলাদা, সেসব হিসেবের বাইরে। কিন্তু অনেক বড় কিছু ঘটাতে চাইলে কিংবা প্রস্তুত করতে চাইলে কারো না কারো চোখে পড়তে বাধ্য। এখনও কিন্তু পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, মরুভূমির ভেতরে- যেখান থেকে চাইলে দূরে রাখা যায় সবাইকে। খুব কম মানুষেরই পা পড়েছে সেসব জায়গায়। ওখানে এমন কিছু ঘটতে পারে যা হয়তো সভ্য পৃথিবীর লোকেরা জানবেই না, টুকরো টুকরো গুজব ছাড়া।

"নির্দিষ্ট কোন জায়গার কথা বলবো না। জায়গাটা হয়তো চায়নার কোথাও হতে পারে। চায়নার ভেতরে কি চলে সেটা কিন্তু কেউ জানে না। আবার হিমালয়ের আশেপাশেও হতে পারে। পুরো পৃথিবী থেকে প্রতিভাবান সব মানুষ আর যন্ত্রপাতি গিয়ে জমা হচ্ছে সেখানে। সেখানেই হয়তো প্রস্তুত করা হচ্ছে অনেক কিছু।

"কিন্তু একজন মানুষ পিছে লেগেই ছিল এইসব ঘটনার। আর সবার চাইতে একদম ভিন্ন ছেলেটা। পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বন্ধু বান্ধব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার। কাশগারে জন্মগ্রহণ করে সে আর স্থানীয় সকল ভাষায় পারদর্শী। এমন কিছু তথ্য কানে এসেছিলো তার যেগুলো সে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানালে কেউই বিশ্বাস করেনি। বরং পাগল ঠাউরেছে তাকে।

"শুধু দু'জন মানুষ বিশ্বাস করেছিল তার কথা। একজন হচ্ছে আমি। অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে- এই ধারণায় বিশ্বাসী আমি। যেকোন কিছু ঘটতে পারে এখানে। আরেকজন হলো-" নামটা বলতে গিয়ে দ্বিধাবোধ করতে লাগলেন মিস্টার ড্যাকিন।

"কে?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"আরেকজন হচ্ছেন স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি। তিনি নিজে ঘুরে দেখেছেন এসব দুর্গম অঞ্চল। তাই সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দেননি তিনি।

"তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কারমাইকেল- যার কথা এতক্ষণ ধরে বলছি- নিজে প্রমাণের খোঁজেবের হবে।অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হবে কাজটা। কিন্তু একমাত্র সে-ই সম্ভব করতে পারবে সেটা। প্রায় নয় মাস আগের কথা এগুলো। এরপরে একদম নিখোঁজ হয়ে যায় ও। এই কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা খবর পাই যে বেঁচে আছে সে। আর যে লক্ষ্যে বেরিয়েছিল সেটা পূরণও করেছে । প্রমাণ জোগাড় করেছে।

"কিন্তু শত্রুপক্ষও জেনে গেছে তার কথা। যেভাবেই হোক ওকে আটকানোই মূল লক্ষ্য তাদের। তারা চায় না যে প্রমাণগুলো আমাদের হাতে আসুক।

BanglaBook.org

এতদিনে আমরা এটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছি যে আমাদের নিজেদের ভেতরেও তাদের লোক আছে। আসলে সব সরকারের ভেতরেই আছে, একদম উচ্চ পর্যায়ে।

"সব দিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে কারমাইকেলের খোঁজে। অনেক নিষ্পাপ লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে শুধু ওর দৈহিক অবয়বের সাথে মিল থাকার কারণে। তবুও খুব কষ্টে নিজেকে রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়েছিল ও- আজকে রাতের আগ পর্যন্ত"।

"তাহলে কি আমার রুমে যে-"

"হ্যাঁ, আপনার ঘরে যে মারা গেছে সে-ই কারমাইকেল। আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মানুষ"।

"কিন্তু প্রমাণগুলোর কি হলো? ওগুলোও কি ছিনিয়ে নিয়েছে শত্রুপক্ষ?"

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো মিস্টার ড্যাকিনের ঠোঁটের কোণে।

"আমার সেটা মনে হয় না। কারমাইকেলকে যতদূর চিনি, এতটা বোকা নয় সে। মারা যাবার আগে সে হয়তো আমাদের কোন তথ্য দিতে চাচ্ছিল। লুসিফার-বাসরা-লেফার্জ-" ধীরে ধীরে নামগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি। "বাসরায় গিয়েছিল ও এখানে আসার আগে। কিন্তু সেখানকার কনস্যুলেট অফিসে গুলি খেতে খেতে বেঁচে যায় কোনরকমে। হয়তো বাসরার কোথাও প্রমাণগুলো লুকিয়ে রেখেছে সে। আমি চাই যে আপনি সেখানে গিয়ে খোঁজ খবর করবেন, মিস জোনস"।

"আমি?"

"হ্যাঁ। আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই এসব ব্যাপারে। কি খুঁজবেন সেটাও জানেন না। কিন্তু কারমাইকেলের বলা শেষ কথাগুলো আপনিই শুনেছিলেন। সেখানে যাবার পর হয়তো কোনকিছু চোখে পড়বে আপনার, যেটা আমাদের পড়বেনা। ভাগ্যও সহায়তা করতে পারে"।

"বাসরাতে যেতে কোন সমস্যা নেই আমার," তাড়াতাড়ি বললো ভিক্টোরিয়া।

মিস্টার ড্যাকিন হেসে উঠলেন।

"আপনার প্রেমিকও তো সেখানেই আছে, নাকি?ওটা আপনার জন্যে ছদ্মবেশ হিসেবে কাজ করবে। প্রেমের জন্যে কত কিছু করতে পারে মানুষ! বাসরায় যাবেন, চোখ কান খোলা রাখবেন, ব্যস। আর আপনার মাথায় যথেষ্ঠ বুদ্ধি আছে- *লেফার্জ, লুসিফার* দিয়ে কি বোঝাতে চাইছিলকারমাইকেল সেটাও হয়তো ধরতে পারবেন । আপনার সাথে আমিও একমত- লেফার্জ হয়তো কোন ব্যক্তির নাম"।

BanglaBook.org

"কিন্তু বাসরায় যাবো কিভাবে আমি?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "আমার হাতে টাকা পয়সা নেই তো"।

মিস্টার ড্যাকিন তার পকেট থেকে এক তাড়া কাগুজে নোটবের করে রাখলেন বিছানার ওপর।

"এগুলো ব্যবহার করবেন। কিভাবে বাসরায় পৌঁছাবেন সেটা আগামীকাল মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চের কাছ থেকে গল্প করার ছলে শুনে নেবেন। বলবেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে যোগ দেয়ার আগে সেখানটা একবার ঘুরে দেখতে চান আপনি। হোটেলের কথাও জিজ্ঞেস করবেন। সাথে সাথে তিনি আপনাকে বলবেন সেখানকার কনস্যুলেটে উঠতে। আমার বিশ্বাস একটা টেলিগ্রামও পাঠিয়ে দেবেন কনস্যুলেট-জেনারেলের স্ত্রী, মিসেস ক্লেটনের উদ্দেশ্যে।এডওয়ার্ডকেও সেখানেই পাবেন আপনি। যারাই বাসরায় যায়- সবাই ক্লেটনদের সাথেই থাকে। আপনাকে একটা পরামর্শ দিয়ে দেই- কেউ যদি আটক করে আপনাকে, জিজ্ঞাসাবাদ করে- তাহলে বীর সাজার চেষ্টা করবেন না। যা জানেন সব বলে দেবেন তৎক্ষণাৎ"।

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," কৃতজ্ঞচিত্তে বললো ভিক্টোরিয়া। "এই আটকে রেখে অত্যাচার জিনিসটাকে অনেক ভয় পাই আমি। কেউ যদি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ধরে নিয়ে যায় আমাকে, তাহলে সব কিছু বলেই ফেলবো একসময়"।

"ইদানীং আর অত্যাচারের দরকার পড়ে না অবশ্য," মিস্টার ড্যাকিন বললেন। "শুধু একটা ইনজেকশন দিবে আর হড়হড় করে সব বলা শুরু করবেন আপনি। বিজ্ঞানের যুগ এটা, সেটা ভুললে চলবে কেন? তবে আপনি এমন কিছু জানেন না যেটা কিনা তাদের জানা নেই, এজন্যেই কিছু লুকাতে মানা করলাম আপনাকে। আর আজকের ঘটনার পরে আমার আর স্যার ক্রফটন লির ব্যাপারেও সাবধান হয়ে যাবে তারা"।

"আর এডওয়ার্ড? ওকে বলবো?"

"সেটা আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ আমি। কাগজে কলমে কাউকে কিছু বলার অনুমতি নেই আপনার, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োজন হলে," ওর দিকে তাকিয়ে একবার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিলেন মিস্টার ড্যাকিন। "মনে রাখবেন, এডওয়ার্ডকে এসবে জড়ালে ওরও বিপদ হতে পারে। তবে এয়ার ফোর্সে থাকাকালীন অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে সে। তাই এইসব বিপদের ভয় করবে বলে মনে হয় না সে। একজনের চেয়ে দু'জন মিলে কাজ করা ভালো। আর তার ধারণা অলিভ ব্রাঞ্চে কোন গোলমাল আছে?"

"হ্যাঁ, কেন?"।

BanglaBook.org

"কারণ আমাদেরও একই ধারণা। যাইহোক, যাবার আগে শেষ দু'টো পরামর্শ দিতে চাই আপনাকে। খুব বেশি মিথ্যের আশ্রয় নেবেন না , নাহলে তালগোল পাকিয়ে যাবে সবকিছু। একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে আরো দশটা মিথ্যে বলতে হয়। তাই যতটুকু না বললেই না, সেটুকু বলবেন কেবল"।

"ঠিক আছে," বললো ভিক্টোরিয়া। "আরেকটা পরামর্শ কি?"

"অ্যানা সোফিয়া নামের কোন ভদ্রমহিলার নাম কোথাও উচ্চারিত হয় কিনা সে ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখবেন"।

"কে তিনি?"

"তার সম্পর্কে এখনও বেশি কিছু জানি না আমরা, কিন্তু জানতে পারলে মন্দ হতো না"।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

"অবশ্যই ব্রিটিশ কনস্যুলেটে উঠবেন আপনি," বললেন মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ। "ওখানকার এয়ারপোর্ট হোটেলে কেউ থাকে নাকি? তাছাড়া ক্লেটনরাও খুশি হবে। তাদেরকে অনেক বছর ধরে চিনি আমি। একটা টেলিগ্রাম করে দেবো একটু পরে, আজকে রাতের ট্রেনেই চলে যেতে পারেন আপনি। ডক্টর পন্সফুট জোনসকেও ভালো করেই চেনে তারা"।

একটু লজ্জা পেলো ভিক্টোরিয়া। ল্যাংলো কিংবা ল্যংগুয়াওয়ের নকল বিশপের কথা বানিয়ে বলা এক জিনিস, কিন্তু ডক্টর পন্সফুট জোনস ওর বানানো কোন চরিত্র নয়, একদম রক্ত মাংসের মানুষ, তার ভাইঝির অভিনয় করাটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

"ধরা পড়লে জেলও হতে পারে আমার," মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া, *"ভ-ামির দায়ে"*।

তবে নিজেকে এই বলে স্বান্তনা দিলো যে কারো পরিচয় নকল করে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিলে কিংবা জালিয়াতি করলেই কেবল সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে আদালতে। অবশ্য আর দশজন সাধারণ মানুষের মতনই আইন কানুন সম্পর্কে অতটা অবগত নয় ও।

বাগদাদ থেকে বাসরায় যে ট্রেনটা যায় সেটা এক্সপ্রেস ট্রেন না হলেও অতটা খারাপ লাগলো না ভিক্টোরিয়ার। বরং যাত্রাটা উপভোগই করলো বলা যায়।

একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে ট্রেন স্টেশনে। সেটাতে করেই কনস্যুলেটে পৌঁছালো ও। একটা বড় গেট পার করে বাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাড়ির সিঁড়ির সামনে ওকে নামিয়ে দিলোগাড়িটা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই ঝুল বারান্দা। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে সেই বারান্দা। মিসেস ক্লেটন হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন ওকে অভ্যর্থনা জানাতে।

"আপনার সাথে পরিচিত হতে পারে খুবই খুশি হলাম," বললেন তিনি। "আর এই সময়টাতে বাসরার আবহাওয়াও খুব ভালো থাকে। ইরাকে এসে যদি কেউ বাসরা না দেখেই চলে যায় তাহলে আমি বলবো অনেক দারুণ একটা জায়গা অদেখা রয়ে যাবে তাদের। আপনার ভাগ্য ভালো যে এই মুহূর্তে কনস্যুলেটে বেশি লোক থাকছে না। মাঝে মাঝে তো এমন হয় যে সবাইকে জায়গা দিতে

BanglaBook.org

হিমশিম খেয়ে যাই আমরা। অল্পের জন্যে রিচার্ড বেকারের সাথে দেখা হলো না আপনার।মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চের টেলিগ্রামটা পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছেন তিনি"।

ভিক্টোরিয়া অবশ্য জানে না এই রিচার্ড বেকারটা কে, তবে যে-ই হোক না কেন, না দেখা হয়েই ভালো হয়েছে। যত কম মানুষের সাথে পরিচয় হওয়া যায় তত মঙ্গল।

"দু'দিনের জন্যে কুয়েত গিয়েছিলেন তিনি," বললেন মিসেস ক্লেটন। "কুয়েতও একটা দেখার মত জায়গা। অবশ্য খুব বেশিদিন থাকবে না। পর্যটক ব্যবসায়ীরা গিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। তাদের কাজই সেটা। আপনি কি কফি খাবেন আগে? নাকি গোসল সেরে নেবেন?"

"গোসল," কৃতজ্ঞ স্বরে বললো ভিক্টয়োরিয়া।

"মিসেস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ কেমন আছেন? এইটা আপনার রুম আর বাথরুম ঐ পাশে। তিনি কি আপনার পূর্ব পরিচিত?"

"না," সত্য কথাটাই বললো ভিক্টোরিয়া, "এখানে আসার পর তার সাথে পরিচয় হয়েছে আমার"।

"আর পরিচয় হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই নিশ্চয়ই আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জেনে নিয়েছেন তিনি? গল্প করতে খুব পছন্দ করেন তিনি, সেটা জানা আছে আমার। সবার ব্যাপারেই সবকিছু জানতে চান। দারুণ ব্রেজ খেলেন ভদ্রমহিলা। আপনি কি নিশ্চিত যে গোসলের আগে কফি বা অন্য কিছু খাবেন না?"

"জ্বী"।

"বেশ, তাহলে কিছুক্ষণ পরে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে"।

হাসিমুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সময় নিয়ে গোসল করলো ভিক্টোরিয়া। এরপর আয়নার সামনে বসে সাজলো সুন্দর করে, প্রেমিকের সাথে দেখা করার আগে যে কোন মেয়েই এই কাজ করবে।

এডওয়ার্ডের সাথে ওর দেখা হবার মুহূর্তে কেউ সেখানে না থাকলেই স্বস্তি বোধ করবে ভিক্টোরিয়া।ভাগ্য ভালো যে ওর পুরো নাম বলেছিল এডওয়ার্ডকে। তাই যখন সে শুনবে পন্সফুট জোনসের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে এখানে এসেছে ভিক্টোরিয়া, উল্টাপাল্টা কোন মন্তব্য করে বসবে না। বরং ওকে ইরাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে ভীষণ, সেই মুহূর্তটুকু একা একা উপভোগ করতে চায় ভিক্টোরিয়া।

সে কথা মাথায় রেখেই একটা গ্রীষ্মকালীন ফ্রক পরে বাইরে বেরিয়ে আসলোও(বাসরার বর্তমান আবহাওয়া লন্ডনের জুন মাসের আবহাওয়ার

BanglaBook.org

মত) ।বারান্দায় গিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো যাতে এডওয়ার্ড কাজ থেকে ফিরলে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে। নিশ্চয়ই কাস্টম অফিসে গিয়েছে সে।

প্রথমে একজন লম্বা চিকন লোককে কনস্যুলেটেঢুকতে দেখলো ভিক্টোরিয়া। কিছু একটা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসলেন তিনি। ইচ্ছে করে বারান্দায় কোণায় চলে গেলো ভিক্টোরিয়া, যাতে তাকে না দেখতে পান সেই ভদ্রলোক। ঠিক তখনইএডয়ার্ডকেগেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখলো ভিক্টোরিয়া।

জুলিয়েট এখানে থাকলে যা করতো, সেটাই করলো ভিক্টোরিয়া। রেলিঙে হেলান দিয়ে সামনে ঝুঁকে লম্বা করে শিষ দিলো একবার।

শিষ শুনে চমকে ওপরে তাকালো এডওয়ার্ড(আগের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে এখন তাকে)। ওকে দেখেচোখ কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো তার।

"ঈশ্বর!" বললো এডওয়ার্ড, "এটা কি ঠিক দেখছি আমি, নাকি কল্পনা!"

"চুপচাপ ওখানেই দাঁড়াও। আমি আসছি নিচে"।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসলো ভিক্টোরিয়া। বাধ্য ছেলের মতন আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ড। এখনও বিস্ময়ের অভিব্যক্তি তার চোখেমুখে।

"এত সকাল সকাল মাতাল হয়ে গেলাম নাকি আজকে?" বললো সে, "এটা কি সত্যিই তুমি?"

"হ্যাঁ, আমিই," প্রফুল্লচিত্তে বললো ভিক্টোরিয়া।

"কিন্তু তুমি এখানে কি করছো? আসলেই বা কিভাবে? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার সাথে আর কোনদিন দেখাই হবে না বুঝি"।

"আমিও তাই ভেবেছিলাম"।

"এতটা অবাক আগে কখনও হইনি আমি। এখানে কিভাবে আসলে তুমি?"

"উড়ে এসেছি"।

"সেটা তো বুঝতেই পারছি। নাহলে এত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হতো না। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি কি কারণে এখানে আসতে হয়েছে তোমাকে?"

"মিসেস হ্যামিল্টন ক্লিপ নামের এক অ্যামেরিকান ভদ্রমহিলার সাথেএখানে এসেছি আমি। তার হাত ভেঙে যাওয়ায় যাত্রাপথে দেখাশোনা করার মত কারো দরকার হয়েছিল তার। তোমার সাথে দেখা হবার পরদিনই কাজটার প্রস্তাব পাই আমি। তাছাড়া লন্ডনে ভালোও লাগছিলো না আমার, ভাবলাম ঘুরে দেখি পৃথিবীটা"।

BanglaBook.org

"তুমি আসলেও অন্যরকম, ভিক্টোরিয়া। মিসেস ক্লিপ এখন কোথায়? তিনিও এসেছেন?"

"না, তিনি গিয়েছেন তার মেয়ের সাথে দেখা করতে, কির্কুকে। তাকে এখানে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত দায়িত্ব ছিল আমার"।

"তাহলে এখন কি করছো তুমি?"

"আপাতত ঘুরে ফিরে দেখছি দেশটা," বললো ভিক্টোরিয়া। "তবে তোমাকে কিছু কথা বলার আছে আমার। সেজন্যেই এখানে একা একা দেখা করতে চেয়েছি কেউ আমাদের একসাথে দেখা ফেলার আগে।আমি চাই না যে তুমি কাউকে বলো আমি আসলে একজন শর্টহ্যান্ড টাইপিস্ট"।

"তুমি যা বলতে বলবে সেটাই বলবো"।

"আমার পরিকল্পনা হচ্ছে," বললো ভিক্টোরিয়া, "নিজেকে মিস্টার পন্সফুট জোনসের ভাইঝি হিসেবে পরিচয় দেবো। একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক সে।এখানেই কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছে লোকটা। আর তার সাথে সেখানে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি"।

"আর সেটা সত্য নয়?"

"না। কিন্তু মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প এটা"।

"তা ঠিক। কিন্তু পুসিফুট জোনসের সাথে যদি সরাসরি দেখা হয়ে যায় তোমার?"

"পন্সফুট। সেটা হবে বলে মনে হয় না।প্রত্নতাত্ত্বিকরা যখন একবার কাজ করা শুরু করে তখন সহজ সেখান থেকে নড়তে চায়না"।

"বেশ। তার কি আসলেই কোন ভাইঝি আছে?"

"সেটা আমি কি করে বলবো?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"তারমানে কারো পরিচয় নকল করছো না তুমি। তাহলে চিন্তার বেশি কিছু নেই"।

"হ্যাঁ। আর একজন মানুষের অনেকগুলো ভাইঝি থাকতেই পারে। কোনদিন যদি সামনে পড়েও যাই তাহলে বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলে দেবো"।

"সবকিছুই আগে থেকে ভেবে রেখেছো দেখি," তারিফ করার সুরে বললো এডওয়ার্ড। "তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি আমি, ভিক্টোরিয়া। আমি ভেবেছিলাম আবার হয়তো কোনদিন দেখাই হবে না আমাদের, আর যদি হয়ও, ততদিনে আমাকে ভুলে যাবে তুমি। কিন্তু আজ আমরা এখানে একসাথে দাঁড়িয়ে আছি"।

এডওয়ার্ডের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল যে লজ্জা পেয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। অবশ্য খুশিও হয়েছে ভীষণ।

BanglaBook.org

"কিন্তু তোমার তো একটা চাকরি দরকার, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো এডওয়ার্ড, "নিশ্চয়ই লটারিতে একসঙ্গে অনেক টাকা জেতো নি তুমি"।
"আমার হাতে আসলে তেমন টাকা পয়সা নেই এখন," আস্তে আস্তে বললো ভিক্টোরিয়া। "একটা চাকরি আসলেও দরকার। তোমার অলিভ ব্রাঞ্চের অফিসে গিয়েছিলাম আমি। ডক্টর র‍্যাথবোনের সাথে দেখা করে চাকরির ব্যাপারে কথাও বলেছি, কিন্তু মানা করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন যে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দিতে পারি"।
"ঐ বুড়োর একদম কিপ্টা," বললো এডওয়ার্ড, "সে চায় যে সবাই তার জন্যে বিনা পয়সায় খাটুক, কাজকে ভালোবেসে"।
"তিনি কি আসলে একজন ভ-, এডওয়ার্ড?"
"সেটা সম্পর্কে এখনই কিছু বলতে পারবো না আমি। অলিভ ব্রাঞ্চ থেকে তো কিছু কামাই করেন না তিনি। সুতরাং এসব সংস্কৃতি চর্চা, শিল্পের বিকাশ বিষয়ে তার আগ্রহটা খাঁটিই বলা যায়।তবুও তাকে কেন যেন বোকা বলে মনে হয় না আমার"।
"ভেতরে যাই আমরা," বললো ভিক্টোরিয়া। "পরেও কথা বলা যাবে"।

*****

"আপনি আর এডওয়ার্ড যে একে অপরকে চেনেন সে ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না আমার," মিসেস ক্লেটন বললেন।
"পুরনো বন্ধু আমরা," হেসে জবাব দিলো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু মাঝখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। আমি জানতামই না যে ও এখন এখানে"।
সৌম্য দর্শন মিস্টার ক্লেটন(তাকেই সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে ওপরে উঠতে দেখেছিলো ভিক্টোরিয়া) শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাজের অগ্রগতি কতদূর, এডওয়ার্ড?"
"ধীরে ধীরে হচ্ছে সবকিছু। বইগুলো এখানে পৌঁছে গেছে আগেই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা শেষই হচ্ছে না। এর ওর কাছে দৌড়াতে হচ্ছে"।
মিস্টার ক্লেটন হাসলেন।
"এখানে সবকিছু এমন ঢিমেতালেই হয়, এডওয়ার্ড। এটার সাথেই মানিয়ে নিতে হবে তোমাকে"।

BanglaBook.org

"যেদিন যে অফিসারের সইয়ের দরকার পড়ে সেদিনই দেখা যায় ছুটিতে গেছে সে," অভিযোগের সুরে বললো এডওয়ার্ড। "সবার ব্যবহার অবশ্য খুব ভালো, কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না"।

ওর কথা শুনে হেসে উঠলো উপস্থিত সবাই। মিসেস ক্লেটন স্বান্তনা দেয়ার ভঙ্গিতে বললেনঃ

"হয়ে যাবে কাজ একসময়। ডক্টর র‍্যাথবোন তোমাকে এখানে আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। নাহলে মাসের পর মাস এভাবেই পড়ে থাকতো বইগুলো"।

"ফিলিস্তিনে সেই ঘটনার পর থেকে এখানকার লোকদের মনে সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে। সবকিছু তাই ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে," মিস্টার ক্লেটন বললেন।

"ডক্টর র‍্যাথবোন তো আর বইয়ের ভেতর লুকিয়ে বোমা আমদানি করছেন না," হাসতে হাসতে বললেন মিসেস ক্লেটন।

আড়চোখে এডওয়ার্ডকে ক্ষণিকের জন্যে শক্ত হয়ে যেতে দেখলো ভিক্টোরিয়া। যেন মিসেস ক্লেটনের মন্তব্য শুনে নতুন কোন সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে তার মাথায়।

"ডক্টোর র‍্যাথবোন একজন শিক্ষিত আর সাহিত্য অনুরাগী মানুষ। পুরো পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ঠ নামডাক তার, ডার্লিং," খানিকটা অনুযোগের স্বরে বললেন মিস্টার ক্লেটন।"ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মকে অনেক ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন ওনার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এছাড়াও ইউরোপ জুড়ে আরো অনেক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তিনি"।

"এতে করে তো বোমা চোরাচালান করা আরো সহজ হবে তার জন্যে," কৌতুকের ছলে কথাটা বললেন মিসেস ক্লেটন।

ভিক্টোরিয়া খেয়াল করলো যে স্ত্রী'র এই কৌতুক ঠিক পছন্দ হচ্ছেনা মিস্টার জেরাল্ড ক্লেটনের। ভ্রু কুঁচকে মিসেস ক্লেটনের দিকে তাকালেন তিনি।

দুপুরের দিকে কাজের চাপ না থাকায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে ঘুরতে বের হলো এডওয়ার্ড আর ভিক্টোরিয়া।*শাত-আল-আরব* নদী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। ওটার পার জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পাম আর খেঁজুর গাছের সারি।রঙ বেরঙের নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। এরপর বাজারে ঘুরতে গেলো ওরা। কাঁসা আর পেতলের তৈরি নানা নকশার সুন্দর সুন্দর পণ্য নজর কাড়লো ওদের।

সেখান থেকে কনস্যুলেটের পথে হাঁটা শুরু করলো ওরা। এডওয়ার্ডকে আবার কাস্টমস অফিসে যেতে হবে। এসময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়াঃ

BanglaBook.org

"এডওয়ার্ড, তোমার নাম কি?"
"এটা আবার কি ধরণের প্রশ্ন, ভিক্টোরিয়া?"
ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালো এডওয়ার্ড।
"মানে তোমার পুরো নাম আমাকে বলোনি কখনো"।
"বলিনি? তাইতো! এডওয়ার্ড গোরিং আমার পুরো নাম"।
"এডওয়ার্ড গোরিং। অলিভ ব্রাঞ্চের অফিসে গিয়ে যখন তোমার পুরো নাম বলতে পারছিলাম তখন খুব বোকা মনে হচ্ছিল নিজেকে, বিশ্বাস করো"।
"কালো করে একটা মেয়ে ছিল না সেখানে? চুল খোপা করা?"
"হ্যাঁ"।
"ওর নাম ক্যাথেরিন। খুবভালোমেয়ে। তুমি যদি শুধু এডওয়ার্ডও বলতে তবুও সাথে সাথে ও চিনতে পারতো আমাকে"।
"হ্যাঁ, তাই হয়তো," গম্ভীর স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।
"মেয়েটা খুবই ভালো, তাই না?"
"আমার কাছে-"
"দেখতে অবশ্য অতটা সুন্দর না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? অন্যদের কথা মন দিয়ে শোনে ও"।
"তাই?" একটু শীতল শোনালো ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠস্বর, কিন্তু এডওয়ার্ড খেয়াল করলো না সেটা।
"ওকে ছাড়া এখানে মানিয়ে নিতে খুব কষ্ট হতো আমার। শুরুর দিকে সব কাজে আমাকে সাহায্য করেছে ও। দেখো তোমাদের মাঝেও খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে যাবে"।
"সে সুযোগ বোধহয় হবে না"।
"কেন হবে না? আমি তোমাকে অলিভ ব্রাঞ্চেই একটা চাকরি নিয়ে দেবো"।
"সেটা কিভাবে করবে তুমি?"
"এখনও জানি না, কিন্তু কোন না কোন ভাবে ব্যবস্থা করবোই। বুড়ো র‍্যাথবোনকে বলবো যে তুমি কত ভালো একজন টাইপিস্ট"।
"কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়িই জেনে যাবেন যে মোটেও ভালো টাইপিস্ট নই আমি," বললো ভিক্টোরিয়া।
"যাইহোক, তোমাকে অলিভ ব্রাঞ্চে ঢুকিয়ে নেবো আমি কোনভাবে। তোমাকে অন্য কোথাও চাকরি করতে দিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবো না আমি। কিছুদিন পর দেখা যাবে যে বার্মা নাহলে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছো তুমি। চোখে চোখে রাখবো আমি তোমাকে। আবার পালানোর সুযোগ দিবো না। জানি, এই গোটা পৃথিবী ঘুরে দেখার শখ তোমার"।

BanglaBook.org

"বোকা, আমি পালিয়েছিলাম না তুমি পালিয়েছিলে, শুনি?" ভিক্টোরিয়া বললো। "অলিভ ব্রাঞ্চে কাজ করতে ভালোই লাগবে নিশ্চয়ই"।

জাহাজ দিয়ে টেনেও কেউ আমাকে বাগদাদ থেকে সরাতে পারবে না- মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া।

"ভালো লাগবে কিনা সে ব্যাপারে অবশ্য আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। খুবই একঘেয়ে কাজ সেখানে"।

"তোমার কি এখনও মনে হয় যে কোন গোলমাল আছে সেখানে?"

"ওটা শুধু একটা ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র"।

"না," কিছুক্ষণ ভেবে বললো ভিক্টোরিয়া, "শুধু তোমার ব্যক্তিগত ধারণা নয় ওটা। কথাটা সত্যও হতে পারে"।

তীক্ষ্ দৃষ্টিতে ওর দিকে ঘুরে তাকালো এডওয়ার্ড।

"মানে?"।

"আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি"।

"কে সে?"

"একজন বন্ধু"।

"তোমার মত মেয়েদের অনেক বেশি শুভাকাংখী থাকে," অভিযোগের স্বরে বললো এডওয়ার্ড। "আমি তোমাকে কত পছন্দ করি, কিন্তু তুমি আমার জন্যে পরোয়াই করো না"।

"করি তো," বললো ভিক্টোরিয়া, "এই একটুখানি"।

এরপর নিজের সন্তুষ্টি চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলোঃ

"আচ্ছা এডওয়ার্ড, অলিভ ব্রাঞ্চের সাথে কি লেফার্জ নামের কেউ জড়িত আছে? বা এই নামটা শুনেছো কোথাও?"

"লেফার্জ?"বিভ্রান্ত মনে হলো এডওয়ার্ডকে, "না, এই নামটা শুনিনি আগে। কে সে?"

উত্তর না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করলো ভিক্টোরিয়া।

"অ্যানা সোফিয়া নামের কাউকে চেনো?"

এবার এডওয়ার্ডের প্রতিক্রিয়া আগের বারের চেয়ে একদম ভিন্ন। চট করে ঘুরে শক্ত করে দু'হাত দিয়ে ওকে চেপেধরলো সেঃ

"অ্যানা সোফিয়ার ব্যাপারে কি জানো তুমি?"

"এডওয়ার্ড! ছাড়ো আমাকে! কিছুই জানি না আমি তার ব্যাপারে। এই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি"।

"তার নাম কোথায় শুনেছো তুমি? মিসেস ক্লিপ?"

BanglaBook.org

"না, মিসেস ক্লিপ না। অবশ্য তিনি এত দ্রুত কথা বলতেন যে নামটা বলে থাকলেও আমার মনে নেই"।

"কিন্তু তোমার এটা কেন মনে হলো যে অলিভ ব্রাঞ্চের সাথে জড়িত অ্যানা সোফিয়া?"

"আসলেও জড়িত?"

"আমি ঠিক জানিনা... ব্যাপারটা এখনও অস্পষ্ট," আস্তে আস্তে বললো এডওয়ার্ড।

কনস্যুলেটের বাইরে বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হাতঘড়ির দিকে তাকালো এডওয়ার্ড। "আমাকে কাজে যেতে হবে এখন," বললো সে। "আরবী জানলে খুব ভালো হতো কাস্টমসের কাজে। আমাদের কিন্তু আবারো আলাপ করতে হবে, ভিক্টোরিয়া। অনেক কিছু জানতে চাই আমি"।

"আর তোমাকে অনেক কিছু বলতে চাই আমি," বললো ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার জায়গায় যদি সাধারণ কোন মেয়ে হতো, তাহলে নিজের প্রেমিককে সব কথা খুলে বলে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মোটেও সাধারণ কেউ নয়।ওর মতে মানুষের জন্মই হয়েছে বিপদের মোকাবেলা করে সামনে এগোনোর জন্যে। আর এডওয়ার্ডও নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারে অন্ধকারে থাকতে চাইবে না। তাছাড়া মিস্টার ড্যাকিন তো ওকে আকারে ইঙ্গিতে বলেই দিয়েছে এডওয়ার্ডের সাহায্য নিতে ।

BanglaBook.org

*****

সেদিন সূর্যাস্তের সময় ভিক্টোরিয়া আর এডওয়ার্ড কনস্যুলেটের বাগানে একসাথে হাঁটতে বের হলো। মিসেস ক্লেটনের জোরাজুরিতে ফ্রকের ওপর একটা উলের কোট পরে নিয়েছে ভিক্টোরিয়া। বাসরার সূর্যাস্ত দেখার মত একটা দৃশ্য হলেও ওদের কারো মনোযোগই সেদিকে নেই। জরুরী বিষয়ে আলাপ করছে তারা।

"একদম সাদামাটা ভাবে শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা," বললো ভিক্টোরিয়া। "তিও হোটেলে একটা লোক হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে আমার ঘরে। তার আগেই অবশ্যছুরিকাঘাত করা হয়েছিল তার বুকে"।

বেশিরভাগ লোকের কাছেই ব্যাপারটা মোটেও সাদামাটা ঠেকবে না। এডওয়ার্ড চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে, জিজ্ঞেস করলো, "কি করা হয়েছিল?"

"ছুরিকাঘাত," বললো ভিক্টোরিয়া। "আমার কাছে তো অন্তত সেরকমই মনে হয়েছিল। অবশ্য গুলিও করা হয়ে থাকতে পারে, তবে সে সম্ভাবনা কম, কারণ কোন শব্দ শুনিনি আমি। যাইহোক লোকটা মারা গেছে"।

"মারা গেছে?"

"হ্যাঁ এডওয়ার্ড। আমার ঘরে ঢোকার পরেই মারা যায় লোকটা"।

এরপর সব ঘটনা একটু ঘুরিয়ে খুলে বললো ভিক্টোরিয়া। কেন যেন সত্য ঘটনা খুব ভালোমতো বর্ণনা করতে পারে না ভিক্টোরিয়া। বার বার আটকে যায় কথা বলার মাঝে।

তার কথা শেষ হলে এডওয়ার্ড সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে, "তুমি ঠিক কথা বলছো তো ভিক্টোরিয়া? স্বপ্ন-টপ্ন দেখোনি তো কোন?"

"মোটেও না"।

"কারণ ঘটনাগুলো একদমই অসম্ভব ঠেকছে আমার কাছে"।

"যা ঘটেছে তাই বলেছি," জোর দিয়ে বললো ভিক্টোরিয়া।

"আর এই রহস্যময় তৃতীয় পক্ষ নিয়ে যা যা বললে? তিব্বত আর বেলুচিস্তানের মত দুর্গম জায়গায় গোপনে কিছু বানানো হচ্ছে। এসব কখনই সম্ভব নয়"।

"মানুষ সব ব্যাপারেই এ কথা বলে। কিন্তু এক সময় ঠিকই সম্ভব হয়"।

"তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছো না তো এসব?"

"না!" ভিক্টোরিয়ার গলার স্বর শুনে মনে হলো কেঁদেই দিবে বুঝি।

"আর এখানে লেফার্জ আর অ্যানা সোফিয়া নামের কাউকে খুঁজতে এসেছো তুমি?"

"অ্যানা সোফিয়া সম্পর্কে তুমি নিজেও কিছু একটা শুনেছো, তাই না?" ভিক্টোরিয়া পাল্টা প্রশ্ন করলো।

"তার নাম শুনেছি আমি, হ্যাঁ"।

"কিভাবে? কোথায়? অলিভ ব্রাঞ্চে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো এডওয়ার্ড, এরপর বললোঃ

"আমি জানি এটার আদৌ কোন গুরুত্ব আছে কিনা-"

"খুলে বলো আমাকে"।

"ভিক্টোরিয়া, আমিতোমার মত এত চালাক নই। আমি শুধু আঁচ করতে পারি যে কিছু একটা ঝামেলা আছে। তুমি যেমন ঝামেলার কারণ খুঁজে বের করতে পারো, আমি অমন নই।আমার কাছে কেবল মনে হচ্ছে যে কোন গোলমাল আছে, ব্যস- এটুকুই"।

"আমারও অনেক সময় অমন মনে হয়," ভিক্টোরিয়া বললো।"যেমন স্যার রুপার্টকে যখন তিও হোটেলের বাগানে দেখেছিলাম"।

BanglaBook.org

"স্যার রুপার্ট কে?"

"স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি। বিখ্যাত পর্যটক। তিনি আমাদের সাথে একই প্লেনে এসেছেন এখানে। নিজেকে জাহির করতে সদা ব্যস্ত। তাকে যখন তিও হোটেলে দেখি আমি তখন কি যেন একটা ঠিক নেই, এমন মনে হয়েছিল। কিন্তু কি ঠিক নেই, সেটা বলতে পারবো না"।

"ওনাকে ডক্টর র‍্যাথবোন অলিভ ব্রাঞ্চে একটা লেকচার দেয়ার আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন।কিন্তু সেটা করতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। গতকাল সকালে দামাস্কাস না কায়রো কোথায় যেন চলে গেছেন"।

"বেশ। এবার অ্যানা সোফিয়ার ব্যাপারে বলো"।

"ওহ, অ্যানা সোফিয়া। তেমন কিছু না আসলে। একটা মেয়ের কাছে তার নাম শুনেছিলাম"।

"ক্যাথেরিন?" সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"হ্যাঁ, ক্যাথেরিনই বোধহয়"।

"আমি জানতাম, এ জন্যেই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলে তুমি"

"এটা আবার কেমন কথা?"

"কি শুনেছিলে?"

"ক্যাথেরিন অন্য একটা মেয়েকে বলছিলো, *'অ্যানা সোফিয়া আসলে আমরা সরাসরি তার কথামতো কাজ করবো। অন্য কারো কথা শুনতে হবে না"*।

"এটা তো অনেক জরুরী একটা তথ্য, এডওয়ার্ড"।

"আমি অবশ্য নিশ্চিত নই যে নামটা ঠিক শুনেছিলাম কিনা"।

"তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেনি তখন?"

"নাহ, আমি ভেবেছিলাম নতুন কেউ আসছে সবকিছুর নিয়ন্ত্রন নিতে। তার কথামতোই কাজ করতে হবে আমাদের। তুমি কি আসলেই এসব ব্যাপারে একদম নিশ্চিত, ভিক্টোরিয়া?"

জবাবে ভিক্টোরিয়া যে দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে আর কিছু বলার সাহস পেলো না এডওয়ার্ড

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," তাড়াতাড়ি বললো সে। "কিন্তু তোমাকেও এটা স্বীকার করতে হবে যে গোটা ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে। একদম কোন রহস্যোপন্যাসের মত। একটা গুপ্তচর ঢুকে গেলো তোমার ঘরে- এমন কিছু কথা বললো যেগুলোর আপাত দৃষ্টিতে কোন মানে নেই- এরপর মারা গেলো। এসব এতদিনে বইয়েই পড়েছি"।

"যেভাবে রক্ত বের হচ্ছিল," একটু কেঁপে উঠে বললো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

"বুঝতে পারছি। যে কারোরই মানসিকভাবে একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কথা সেই ঘটনার পরে," সহানুভূতির স্বরে বললো এডওয়ার্ড।
"আর এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে সব বানিয়ে বানিয়ে বলছি কিনা!"।
"আমি দুঃখিত। তবে তুমি কিন্তু আসলেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ। ল্যাংলোর আবার বিশপ!"
"ওটা তো ঠেকায় পড়ে বলেছি," বললো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু এই ব্যাপারটা ভিন্ন, একদম ভিন্ন, এডওয়ার্ড"।
"কি যেন নাম বললে লোকটার? হ্যাঁ, ড্যাকিন। তার কথা আসলেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে তোমার কাছে?"
"হ্যাঁ, তার বলার ভঙ্গির মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যাপার ছিল। মন থেকে কিছু বিশ্বাস না করলে ওভাবে কথা বলা যায় না। কিন্তু এডওয়ার্ড, তুমি কিভাবে-"
বারান্দা থেকে মিসেস ক্লেটনের গলার স্বর ভেসে আসায় কথাটা শেষ করতে পারলো না ভিক্টোরিয়া।
"ওপরে আসুন আপনারা। ড্রিঙ্কস তৈরি"।
"আসছি," বললো ভিক্টোরিয়া।
ওদের একসাথে ওপরে উঠতে দেখে স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন মিসেস ক্লেটনঃ
"কিছু একটা চলছে ওদের দু'জনের মধ্যে। কি চলছে সেটা বলবো, জেরাল্ড?"
"অবশ্যই, বলো। তোমার বাণী শুনতে সবসময়ই ভালো লাগে আমার"।
"আমার ধারণা মেয়েটা এখানে এসেছে এডওয়ার্ডের টানে। চাচার সাথে প্রত্নতত্ত্বের কাজ করাটা একটা বাহানা মাত্র"।
"আমার তা মনে হয় না, রোজা। একে অপরকে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল দু'জন"।
"আরে ধুর!" বললেন মিসেস ক্লেটন, "ওটা লোকদেখানো। এডওয়ার্ড অবাক হয়েছিল কেবল, আর মেয়েটা খুশি হয়েছে"।
মাথা নেড়ে আনমনে হেসে উঠলেন মিস্টার ক্লেটন।
"আর ভিক্টোরিয়াকে দেখে মোটেও মনে হয় না যে প্রত্নতত্ত্বের কাজ করেছে কোনদিন," বললেন মিসেস ক্লেটন। "যারা এসব ব্যাপারে আগ্রহী থাকে তারা সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির হয় আর চোখে চশমা থাকে সবসময়"।
"সবার ক্ষেত্রে সেটা সত্য না হতেও পারে"।
"তাছাড়া ঐ ধরণের মেয়েদের গম্ভীর হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাদের বুদ্ধিমত্তা। সারাক্ষণ কিছু একটা নিয়ে ভাবে তারা। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে দেখো, কি হাসিখুশি। আমার তো মনে হয় কেউ কিছু বললে সহজেই সেটা

BanglaBook.org

বিশ্বাস করে নেবে। বুদ্ধি নেই, সেটা বলছি না। নাহলে তো আর ইরাকে জায়গায় একা একা আসতে পারতো না। আর এডওয়ার্ডও খুব ভালো একটা ছেলে। কি সব অলিভ ব্রাঞ্চ নিয়ে পড়ে আছে। আজকাল চাকরির বাজার অনেক খারাপ। নাহলে এরকম একটা ছেলেকে এসব কাজ মানায় না। সরকারের উচিৎ তাদের জন্যে আরও ভালো চাকরির ব্যবস্থা করা"।

"ব্যাপারটা এত সহজ নয়, রোজা। সরকার থেকে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সামরিক ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে এ ধরণের ছেলেদের অভিজ্ঞতা খুবই কম থাকে"।

সে রাতে মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বিছানায় ঘুমোতে গেলো ভিক্টোরিয়া।

তার ইরাকে আসার মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে।এডওয়ার্ডকে খুঁজে পেয়েছে সে ! কথাটা ভাবতেইএকটা শিহরণ বয়ে গেলো তার শরীর জুড়ে। তবুও কিছু ব্যাপার মনে মনে খোঁচাচ্ছে তাকে।

এডওয়ার্ড ওর কথা বিশ্বাস করতে চায়নি প্রথম প্রথম- এটা একটা কারণ। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা মিসেস ক্লেটন ডাক দেয়ার আগেএডওয়ার্ডকে কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল ও- সেটা এখন মনে করতে পারছে না কিছুতেই। জরুরী কিছু একটা ছিল ব্যাপারটা। এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো ও।

স্বপ্নের ঘোরে দেখলো-

একটা হোটেল করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে ও আর এডওয়ার্ড। একজন মহিলা হেঁটে আসছে ওদের দিকে, দামি একটা স্যুট পরণে তার।কিন্তু মহিলা যখন কাছে আসলো তখন তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। ক্যাথেরিন ! এডওয়ার্ডকে মেয়েটা বললো, "আসো আমার সাথে। লেফার্জকে খুঁজতে হবে"। সাথে সাথে রওনা হয়ে গেলোএডওয়ার্ড।

একা হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া।

এবার তোমার পালা।

অন্ধকারে কে যেন বলে উঠলো কথাটা। সারারাত স্বপ্নে জ্যাকেট পরা লোকটা-তার বুকের রক্ত-হোটেল করিডোর ধরে ছোটা- এসব দেখলো ভিক্টোরিয়া। কয়েকটা নাম ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগলো *এডওয়ার্ড গোরিং, রুপার্ট লি, অ্যানা সোফিয়া*। কে যেন গুলি চালালো ওর উদ্দেশ্যে।

চমকে জেগে উঠলো ভিক্টোরিয়া।

*****

BanglaBook.org

"কফি?" জিজ্ঞেস করলেনমিসেস ক্লেটন। "ডিম কি সিদ্ধ খাবেন নাকি পোচ করে দিতে বলবো?"

"একটা হলেই হলো"।

"আপনার চেহারা কেমন শুকনো লাগছে। কোন সমস্যা?"

"না, সেরকম কিছু না। রাতে ঘুম হয়নি ভালো।সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল, কেন অমন হলো বুঝলাম না"।

"রেডিওটা ছাড়ো তো জেরাল্ড। খবরের সময় হয়ে গেছে"।

এডওয়ার্ড যখন ঢুকলো ততক্ষণে খবর পড়া শুরু হয়ে গেছে।

"ডলার ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে সরকার"।

"কায়রো থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে নীল নদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিখ্যাত পর্যটক স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি'র মৃতদেহ। (কফির কাপ নামিয়ে রাখতে বাধ্য হলো ভিক্টোরিয়া। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন মিসেস ক্লেটন) *।বাগদাদ থেকে প্লেনে করে কায়রো পৌঁছানোর পরে হোটেলে কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর চব্বিশ ঘন্টা ধরে নিখোঁজ থাকার পরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে পানিতে ডুবে নয়, বুকের ছুরিকাঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে তার। চায়না এবং বেলুচিস্তানে ভ্রমণের জন্যে বিখ্যাত ছিলেনতিনি । তার বই সমাদৃত পুরো পৃথিবী জুড়ে। এ ঘটনায় শোক প্রকাশকরেছে সরকার।*

"খুন!" বিস্ময়ের সাথে বললেন মিসেস ক্লেটন। "কায়রোর অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে! তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানতে, জেরাল্ড?"

"তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা শুনেছিলাম," বললেন মিস্টার ক্লেটন।"কে যেন একটা চিরকুট পাঠায় তাকে হোটেলে। এরপরেই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান তিনি"।

"দেখলে তো," নাস্তা শেষ হবার পর এডওয়ার্ডকে বললো ভিক্টোরিয়া। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই বারান্দায়। "সব তাহলে সত্য। প্রথমে কারমাইকেল নামের লোকটা মারা গেলো। আর এখন স্যার ক্রফটন লি। তার সম্বন্ধে ওসব মন্তব্য করেছি ভেবে এখন খারাপই লাগছে আমার। এ ঘটনা সম্পর্কে যারা জানে তাদের সবাইকে আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে দূর করে দিচ্ছে ওরা। এরপর কি আমার পালা, এডওয়ার্ড?"

"তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমার পালা হলেই খুশি হবে ভিক্টোরিয়া! কেউ কেন তোমাকে সরাতে চাইবে পৃথিবী থেকে? তুমি তো তেমন কিছু জানো না। তবে খুব সাবধানে থাকবে, এটা বলে দিচ্ছি"।

BanglaBook.org

"আমাদের দু'জনকেই সাবধানে থাকতে হবে। তোমাকেও এসবের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছি আমি"।

"সেটাতে ভালোই হয়েছে বরং। একঘেয়ে লাগছিল ভীষণ"।

"হ্যাঁ, কিন্তু নিজের খেয়াল রাখবে," বললো ভিক্টোরিয়া।"এই কয়েক দিন আগেই জলজ্যান্ত লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল আমার সামনে। আর এখন সে মৃত! ভাবতেই কেমন যেন লাগছে!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৬

"আপনার এডওয়ার্ডকে পেয়েছেন?" জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ড্যাকিন।
"জ্বি"।
"আর কিছু জানতে পেরেছেন?"
দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো ভিক্টোরিয়া।
"এত মন খারাপ করার কিছু নেই," বললেন মিস্টার ড্যাকিন, "এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ই ফল পেতে অনেক সময় লেগে যায়। আপনি হয়তো কিছু একটা জানতে পেরেছেন সেখানে গিয়ে- কিন্তু এই মুহূর্তে বোধগম্য হচ্ছে না সেটা"।
"আমি কি আবারো চেষ্টা করতে পারি? জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।
"চেষ্টা করতে চান?"
"হ্যাঁ, চাই। এডওয়ার্ড বললো ও নাকি আমাকে অলিভ ব্রাঞ্চে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবে। সেখানে কাজ করার সময় চোখ কান খোলা রাখলে হয়তো নতুন কিছু জানতে পারবো। অ্যানা সোফিয়ার ব্যাপারে কিছু একটা জানে তারা"।
"এটা তো আগে বলেননি মিসভিক্টোরিয়া। কিভাবে জানলেন সেটা?"
এডওয়ার্ড ওকে যা যা বলেছে সব মিস্টার ড্যাকিনকে খুলে বললো ভিক্টোরিয়া। অ্যানা সোফিয়া আসলে যে তার কথামতো কাজ করবে ক্যাথেরিনরা সে কথাও বললো
"তাই নাকি?" বললেন মিস্টার ড্যাকিন।
"কে এই অ্যানা সোফিয়া?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "তার সম্পর্কে কিছু তো জানেন আপনারা? নাকি শুধু নামটাই জানেন?"
"অনেক কিছুই জানি আমরা। অ্যামেরিকার বিখ্যাত এক ব্যাংকারের সেক্রেটারি সে। দশ দিন আগে নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনে আসে সে। এরপর উধাও হয়ে যায়"।
"উধাও? মারা যায় নি তো?"
"সেক্ষেত্রে এখনও মৃতদেহ উদ্ধার হয়নি"।

BanglaBook.org

"তার মানে মারা যাবার সম্ভাবনা আছে?"
"হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা আছে"
"তারও কি বাগদাদে আসার কথা ছিল?"
"সেটা জানি না আমি। কিন্তু ক্যাথেরিন নামের মেয়েটার কথা শুনে তো সেরকমটাই মনে হচ্ছে।যদি বেঁচে থাকেন তাহলে হয়তো এখন পথেই আছেন। আসছেন কোন এক উপায়ে"।
"অলিভ ব্রাঞ্চে গিয়ে আরো তথ্য বের করার চেষ্টা করবো আমি"।
"সেটা করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে আবারো সতর্ক করে দিচ্ছি। যাদের বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা, তাদের চেয়ে ভয়ানক কোন সংগঠন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে নেই। আমি চাই না যে টাইগ্রিস নদীতে ভেসে উঠুক আপনার মৃতদেহ"।
একটু কেঁপে উঠলো ভিক্টোরিয়া। আস্তে করে বললো, "স্যার রুপার্ট লি'র মৃতদেহের মতন। তিনি যেদিন তিও হোটেলে ছিলেন সেদিন সকালে তাকে বাগানে বসে থাকতে দেখে কি যেন একটা অস্বাভাবিক ঠেকে আমার কাছে। ঠিক মনে করতে পারছি না এই মুহূর্তে..."
"কিরকম অস্বাভাবিক?"
"কি যেন একটা অন্যরকম ছিল," মিস্টার ড্যাকিনের প্রশ্নের জবাবে বললো ভিক্টোরিয়া। "আশা করি মনে করতে পারবো খুব দ্রুত। সেটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিনা তাও নিশ্চিত নই আমি"।
"এসব ক্ষেত্রে ছোটোখাটো সব ব্যাপারই গুরুত্বপূর্ণ"।
"এডওয়ার্ড যদি আমাকে চাকরি নিয়ে দিতে পারে তাহলে বোর্ডিংহাউজের মত কোন এক স্বস্তা জায়গায় উঠে পড়বো আমি। মেয়েরা থাকে যেখানে। এখানে আর থাকা সম্ভব না বেশিদিন"।
"সেটাই ভালো হবে বরং। কেউ কিছুসন্দেহও করবে না। আর বাগদাদে হোটেল বিল অনেক বেশি। এডওয়ার্ড ভালো পরামর্শ দিয়েছে আপনাকে"।
"ওর সাথে দেখা করতে চান আপনি?"
"না , আমার থেকে দূরে থাকতে বলবেন ওকে। আপনি কারমাইকেলের মৃত্যুর রাতে ওখানে ছিলেন বলে এসবে জড়িয়েছেন। আমার সাথে আপনাকেও হয়তো সন্দেহের চোখে দেখবে ওরা। কিন্তু এডওয়ার্ডের ওপর নিশ্চয়ই নজরদারি করবে না। সেটা পরে কাজে লাগতে পারে আমাদের"।
"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম," বললোভিক্টোরিয়া। "কে ছুরি মেরেছিল কারমাইকেলকে? কেউ কি তার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলো?"
"না," কিছুক্ষণ পর বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "সেটা সম্ভব ছিল না"।

BanglaBook.org

"কেন?"

"একটা গুফাতে চড়ে এখানে এসেছিল সে- এখানকার এক ধরণের স্থানীয় নৌকা ওগুলো- কেউ পিছু নেয়নিতার। আমি এটা জানি কারণ নদীর দিকে নজর রাখছিলো আমার লোক"।

"তাহলে কি," কিভাবে বলবে বুঝতে পারছে না ভিক্টোরিয়া, "হোটেলেরই কেউ?"

"হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া। ওপরতলার কেউ। কারণ সিঁড়িতে আমি নিজে নজর রাখছিলাম। নিচ থেকে কেউ ওপরে ওঠেনি সেদিন"।

ভিক্টোরিয়ার চোখের বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে বললেন তিনিঃ

"তাহলে কিন্তু সন্দেহভাজনের তালিকাটা অনেক কমে আসে। আমি, আপনি, মিস কার্ডেউ ট্রেঞ্চ, মার্কাস আর তার বোনেরা। আর কয়েকজন বয়স্ক ভৃত্য যারা অনেক বছর ধরে কাজ করছে হোটেলে। কির্কুক থেকে আগত হ্যারিসন নামের একজন লোক, যার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি স্থানীয় হাসপাতালের একজন নার্স- তাদের যে কেউ খুনী হতে পাওে। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না আমার"।

"কেন?"

"কারমাইকেল একদম সতর্ক অবস্থানে ছিল। ও জানতো যে মিশনের একদম শেষ পর্যায়ে আছে ও। বিপদের গন্ধ আগেইটের পায় ও। তাহলে কেউ ওকে আক্রমণ করলো কিভাবে? কেন এতটা অসতর্ক হয়েছিল ও?"

"পুলিশের লোক দু'জন-" বলতে শুরু করলো ভিক্টোরিয়া।

"তারা পরে এসেছে- রাস্তার দিক থেকে। কোন ভাবে সংকেত দেয়া হয়েছে তাদের। কিন্তু তারা ছুরিকাঘাত করেনি। এমন কেউ ছুরি মেরেছে যাকে আগে থেকেই ভালোমত চিনতো কারমাইকেল... কিংবা ভেবে নিয়েছিল যে তার তরফ থেকে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নেই। যদি নামটা জানতে পারি একবার..."

*****

প্রাপ্তি সবসময় নতুন কিছু অপ্রাপ্তির জন্ম দেয়।বাগদাদে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল ভিক্টোরিয়া, সেটা পূরণ করতে পেরেছে। এডওয়ার্ডকে পেয়েছে ও। সেই সাথে অলিভ ব্রাঞ্চের গোপন রহস্য জানার ব্যাপারে কাজও করছে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার মনে উদয় হয় কিছু উদ্ভট প্রশ্ন- ও আসলে বাগদাদে করছেটা কি?

BanglaBook.org

বেশিরভাগ দিনই একই ছাদের নিচে কাজ করতে পারছে ওরা- কিন্তু এটুকুই কি যথেষ্ট?

কোন এক ভাবে ওকে অলিভ ব্রাঞ্চে চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে এডওয়ার্ড। যদিও বেতন বেশি না চাকরিটার। দিনের বেশিরভাগ সময় ছোট একটা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির নিচে বসে প্রায় নষ্ট একটা টাইপরাইটারে অলিভ ব্রাঞ্চের বিভিন্ন ধরণের চিঠি টাইপ করে ও। এডওয়ার্ডের ধারণা যে কিছু একটা গোলমাল আছে অলিভ ব্রাঞ্চে। মিস্টার ড্যাকিনেরও একই ধারণা। ভিক্টোরিয়া এখানে কাজ নিয়েছে সেই গোলমালের কারণটা খুঁজে বেরকরতে।কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি ও। অলিভ ব্রাঞ্চের কাজ হচ্ছে কিছুদিন পর পর সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করা। সেখানে লোকজন শরবত খেতে খেতে আলোচনা করে বিশ্ব সংস্কৃতি আর বিশ্ব শান্তির মত বিষয় নিয়ে। আর ভিক্টোরিয়াকে উৎসাহিত করা হয় এসবে অংশগ্রহণ করতে। নানা দেশের লোকজনের আনাগোণা আছে এখানে। অনেকে আবার শুধু বৈঠকে আসে যে খাবার দেয়া হয় সেগুলো গেলার জন্যে।

এতদিন পর্যন্ত যা বুঝেছে ভিক্টোরিয়া, ভেতরে ভেতরে গোপন কোনচক্রান্ত চলছে না। সবকিছুই হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। কিছুদিনের মধ্যে অনেকের সাথে পরিচয় হয়ে গেলো ওর। অনেকেই বিভিন্ন ধরণের বই পড়তে দেয় ওকে আবার অনেকে গায়ে পড়ে কথা বলতে চায়। তিও হোটেল ছেড়ে সহকর্মীদের সাথে একটা হোস্টেলের মত জায়গায় উঠেছে ও। সেখানে নানা দেশের মেয়েরা একসাথে বসবাস করে। সেই মেয়েদের মধ্যে ক্যাথেরিনও আছে। ভিক্টোরিয়ার কেন যেন মনে হয় যে ক্যাথেরিন সবসময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে ওকে।তবে সেটার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতেপারেনি ও। ভিক্টোরিয়া যে গুপ্তচরবৃত্তির নিমিত্তে এখানে এসেছে সেটা হয়তো সন্দেহ করে মেয়েটা কিংবা এডওয়ার্ডের সাথে ওর সম্পর্কটার কারণেই হয়তো ওভাবে তাকিয়ে থাকে সারাক্ষণ। ওর কাছে দ্বিতীয় কারণটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এটা অনেকেই জানে যে এডওয়ার্ডের কারণেই অলিভ ব্রাঞ্চে চাকরি হয়েছে ভিক্টোরিয়ার। সে কারণে অনেকেরই ঈর্ষার পাত্রী সে।

এডওয়ার্ডের চেহারা গতানুগতিকের চেয়ে একটু বেশিই সুন্দর। এই কারণেই এখানকার সব মেয়েরা আকর্ষিত ওর প্রতি। এই ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগে না ভিক্টোরিয়ার। আর এডওয়ার্ড সবার সাথেই খুব ভালো ব্যবহার করায় আকর্ষণের পরিমাণটা দিন দিন নিশ্চয়ই বেড়েই চলেছে। ভিক্টোরিয়া আর এডওয়ার্ড আগেই আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছে যে কর্মক্ষেত্রে কোন প্রকার বাড়তি ঘনিষ্ঠতা দেখাবে না। তাই অলিভ ব্রাঞ্চে অন্য মেয়েদের সাথে যেভাবে

BanglaBook.org

আচরণ করে, ঠিক সেভাবেই ভিক্টোরিয়ার সাথে আচরণ করে এডওয়ার্ড। একটু দূরত্ব বজায় রেখে। দূরত্বটা মেকি হলেও ব্যাপারটা পীড়াদায়ক ভিক্টোরিয়ার জন্যে।

ডক্টর র‍্যাথবোনও মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। কি যেন চিন্তা করেন। যদিও প্রতিবারই সেটাকে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যায় ও। আসলে ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় পায় ভিক্টোরিয়া সেই সেময়।

একবার তাকে ডেকে পাঠানোর পর(টাইপিংয়ে ভুলের কারণে)হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসেন ডক্টর র‍্যাথবোনঃ

"আপনি কি আমাদের সাথে কাজ করতে পেরে খুশি, মিস জোনস?"

"জ্বি, স্যার," জবাবে বললো ভিক্টোরিয়া, "যদিও একটু বেশিই ভুল করে ফেলি মাঝে মাঝে"।

"এইসব ভুল নিয়ে মাথা ঘামাই না আমরা। মানুষ মাত্রই ভুল করবে, সেটা মেনে নিতেই হবে। আমাদের দরকার তরুণদের কর্মস্পৃহা"।

চোখেমুখে আগ্রহী ভাব ফুটিয়ে তুললো ভিক্টোরিয়া।

"আপনি যে কাজটা করছেন সেটাকে ভালোবাসতে হবে আপনাকে। কি উদ্দেশ্যে কাজটা করছেন সেটাও জানতে হবে। ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। আপনি কি সেটা করছেন?"

"আসলে এসব আমার কাছে একদম নতুন," বললো ভিক্টোরিয়া। "এখন ঠিক ভাবে মানিয়ে নিতে পারিনি"।

"মিশতে হবে আপনাকে- সবার সাথে মিশতে হবে, তাহলেই মানিয়ে নিতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলা যে আলোচনা সভা হয় সেখানে যোগ দেন তো? সেখানে সবার সাহচর্য ভালো লাগে আপনার?"

"হ্যাঁ," বললো ভিক্টোরিয়া(আসলে আলোচনা সভাগুলোকে ঘৃণা করে সে)।

"শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ- এদুটোই হচ্ছে মূলমন্ত্র।ধীরে ধীরে আপনার মধ্যেও এই উপলব্ধিগুলো হচ্ছে, তাই না?"

আলোচনা সভার মূল দৃশ্য এর সম্পূর্ণ উল্টো। ওখানে জোরে জোরে একে অপরের সাথে ঝগড়া করে সবাই, অপমান সূচক কথা বলে, আবার মাফ চায়। তাদের মধ্যে বসে কি বলবে সেটা খুঁজে পায় না ও।

"মাঝে মাঝে," সাবধানে বললো ভিক্টোরিয়া, "একটু মতবিরোধ হয়"।

"জানি আমি...জানি," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন, "মাইকেল রাকুনিয়ান নাকি আইজ্যাক নাহুমের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে ঘুষি মেরে?"

"কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাদের মধ্যে," বললো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডক্টর র‍্যাথবোন।

"বিশ্বাস এবং ধৈর্য," বিড়বিড় করে বললেন তিনি। "একে অপরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে"।

বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া। কিন্তু টাইপ করা কাগজটার কথা মনে হওয়াতে আবার পেছনে ফিরে একদম স্থির হয়ে গেলো। সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর র‍্যাথবোন। লোকটা যে আসলে ওকে নিয়ে মনে মনে কি ভাবে সেটা ঈশ্বরই জানেন!

দেখা করার ব্যাপারে মিস্টার ড্যাকিন একদম কড়া নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন ওকে। যদি রিপোর্ট করার মত কিছু জানতে পারে তাহলে ওকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে হবে। একটা গোলাপি রুমাল ওকে দিয়েছেন তিনি। বিকেলে নদীতীরে হাঁটার ভঙ্গি করে(যেটা প্রায় বিকেলেই করে ও) আধ মাইলের মত হেঁটে যেতে হবে ওকে। সেদিকে কিছু ভাঙা বাড়ি আছে যার উল্টোদিকে নদীর দিকে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি।সিঁড়িতে যে খুটিটা আছে সেটার একটা মরচে ধরা পেরেকের গায়ে রুমালটা ঝুলিয়ে আসতে হবে।তাহলেই খবর পৌঁছে যাবে মিস্টার ড্যাকিনের কাছে। এখন পর্যন্ত অবশ্য দেখা করার প্রয়োজন হয়নি। ইদানীং এডওয়ার্ডের সাথে দেখা হওয়াও কমে গেছে কারণ তাকে প্রায়ই অনেক দূরে কোথাও কাজে পাঠান ডক্টর র‍্যাথবোন। এই মুহূর্তে এডওয়ার্ডকে ইরানে পাঠিয়েছেন তিনি।

তার অবর্তমানে একবার মিস্টার ড্যাকিনের সাথে দেখা করলো ভিক্টোরিয়া। তাকে বলা হয় তিও হোটেলে গিয়ে একটা হারানো কার্ডিগানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে। তখন মার্কাসের সাথে দেখা হওয়ায় ওকে নদীর তীরে নিয়ে আসে সে। পথিমধ্যে মিস্টার ড্যাকিনের সাথে দেখা হওয়ায় তাকেও পাকড়াও করে মার্কাস। সেখানে একসাথে বসে হুইস্কি খাবার সময় একজন বেয়ারা এসে ডেকে নিয়ে যায় মার্কাসকে। তখন একই টেবিলের বিপরীত দিকে বসে আলোচনা চালিয়ে যায় ভিক্টোরিয়া আর মিস্টার ড্যাকিন।

ভিক্টোরিয়া স্বীকার করে যে এই পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি সে। মিস্টার ড্যাকিন স্বান্তনা দেন ওকে।

"আপনি তো আসলে জানোও না যে কি খুঁজছেন। অধৈর্য হওয়া চলবে না। অলিভ ব্রাঞ্চ সম্পর্কে আপনার এখন পর্যন্ত কি মতামত"।

"একদমই পানসে একটা জায়গা"।

"কিরকম?

"লোকজন সারাক্ষণ সংস্কৃতি, শিল্প এসব নিয়ে পড়ে থাকে"।

"অলিভ ব্রাঞ্চকে কি নির্দিষ্ট কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে?"

BanglaBook.org

"একটু বেশিই কমিউনিস্টদের নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে," ভিক্টোরিয়া বললো। "এডওয়ার্ডেরও একই ধারণা। আমাকে দিয়ে কার্ল মার্ক্সের বই পড়াচ্ছে ও। পরে আলোচনা সভায় সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলি অন্যদের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখার জন্যে"।

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিস্টার ড্যাকিন।

"কোন ফল পেয়েছেন?"

"এখন পর্যন্ত না"।

"আর র‍্যাথবোন?তার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

"শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে যা বলেন সেগুলো আসলেও বিশ্বাস করেন তিনি," ভিক্টোরিয়া বললো।

"তাকে নিয়েই আমার ভয়, মিস জোনস," ড্যাকিন বললেন, "কারণ বড় বড় লোকদের সাথে ওঠা বসা তার। ধরলাম যে কমিউনিস্টরা কোন ফন্দি আঁটছে অলিভ ব্রাঞ্চে। সাধারণ শিক্ষার্থী আর কর্মিরা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ধারেকাছেও যেতে পারবে না। রাস্তায় কোন বোম পেতে রাখা হয়েছে কিনা সেটা পুলিশ দেখবে। কিন্তু র‍্যাথবোনের কথা আলাদা। কেউ সন্দেহ করবে না তাকে। কারণ সবাই দেখছে যে মানুষের ভালোর জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। তাই উচ্চ পদস্থ সবাই নির্দ্বিধায় দেখা করবেন তার সাথে। তখন যে কোন কিছু ঘটতে পারে। সে জন্যেই তার ব্যাপারে এত কৌতূহল আমার"।

মনে মনে ভিক্টোরিয়াও একমত পোষণ করলো তার সাথে। সবকিছু র‍্যাথবোনকে ঘিরেই সংঘটিত হচ্ছে। লন্ডনে থাকতেই নিজের চাকরিদাতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে এডওয়ার্ড।নিশ্চয়ই এমন কোন কিছু খেয়াল করেছে এডওয়ার্ড যার কারণে সন্দেহ হয়েছে ওর। ভিক্টোরিয়া মনে করে যে বিনা কারণে কোন কিছুর ওপর সন্দেহ হয় না মানুষের। তার পেছনে উপযুক্ত কোন কারণ থাকেই। যদি এডওয়ার্ডকেজোর করে ভাবতে বাধ্য করা হয় যে কি দেখে সন্দেহ হয়েছিল তার, তাহলে হয়তো জানা যাবে কারণটা। সেই সাথে ওকে নিজেও ভেবে বের করতে হবে যে তিও হোটেলে স্যার ক্রুফটন লি'কে বাগানে বসে থাকতে দেখার মধ্যে কি অস্বাভাবিকতা ছিল। ভিক্টোরিয়া ভেবেই নিয়েছিল যে অ্যাম্বাসিতে থাকবেন তিনি। তাই তাকে তিও হোটেলে দেখে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যাপারটা খোঁচাচ্ছে না ওকে, অন্য কোন কারণ আছে।

কিন্তু এডওয়ার্ডের সাথে কথা বলবে কিভাবে ও? এখন তো ইরানে সে। আসবে আরো একদিন পরে। আসলেও বা কি? অফিসে তো আর কথা বলতে পারবে না ওরা। আর যেখানে থাকছে ও সেখানে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই।

BanglaBook.org

একসময় ভিক্টোরিয়ার মনে হলো যে ইংল্যান্ডে থাকলেই ভালো হতো ।এডওয়ার্ডের সাথে তো দেখাই হয় না ওর ।

অবশ্য কয়েকদিন পরেই বদলে গেলো সে ধারণা ।

হাতে কিছু কাগজ নিয়ে ভিক্টোরিয়ার কাছে আসলো এডওয়ার্ড, বললো, "ডক্টর র‍্যাথবোন এগুলো টাইপ করে দিতে বলেছেন । দ্বিতীয় পাতার কাজ বিশেষ যত্ন নিয়ে করবেন, সেখানে কঠিন কিছু আরবী নাম আছে" ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টাইপরাইটারে খালি কাগজ লাগিয়ে টাইপ করা শুরু করলো ভিক্টোরিয়া । ডক্টর র‍্যাথবোনের হাতের লেখা পড়তে অসুবিধে হয় না বেশি । প্রথম পৃষ্ঠা টাইপ করা হয়েগেলে ভুল কম হয়েছে দেখে নিজেকে বাহবা দিলভিক্টোরিয়া । দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যাওয়ার সাথে সাথে বুঝে গেলো কেন সেটার কাজ যত্ন নিয়ে করতে বলেছে এডওয়ার্ড । ওটার ওপরের অংশে পিন দিয়ে ছোট একটা চিরকুট লাগিয়ে দিয়েছে সে । সেখানে লেখাঃ

-কালকে সকাল এগারোটার সময়ে বেইত মালেক রাস্তার ধার দিয়ে টাইগ্রিস নদীর তীরে এসে ডান দিকে হাঁটতে থাকবে ।

পরের দিন শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন । চিরকুটটা দেখে খুশি হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া । সবুজ রঙের পুল-ওভারটা পরে যাবে ও । চুলেও শ্যাম্পু করতে হবে । তবে যেখানে থাকে সে, সে জায়গায় ঠিকমতো পোসল করাটাই দায় ।

"তবে শ্যাম্পু করাটা জরুরী," বিড়বিড়িয়ে বললো ও ।

"কি বললে?" পাশ থেকে জিজ্ঞে করলো ক্যাথেরিন । ওখানে বসে খামে চিঠি ভরার কাজ করছিলো সে । এখন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে ।

"আমার চুলে শ্যাম্পু করতে হবে । কিন্তু কোথায় যাবো বুঝতে পারছি না । এখানকার হেয়ারড্রেসিং দোকানগুলো পছন্দ না আমার । ভীষণ নোংরা ওগুলো" ।

"হ্যাঁ, আর অনেক খরচও হয় । কিন্তু আমি একটা মেয়েকে চিনি যে খুব ভালো করে চুলে শ্যাম্পু করে দিতে পারে । পরিষ্কার তোয়ালেও ব্যবহার করে । তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো আমি" ।

"অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, ক্যাথেরিন" ।

"কালকে তো ছুটি । আমার সাথে যেও তুমি" ।

"কালকে না," বললো ভিক্টোরিয়া ।

"কেন?"

আবারো সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা । বিরক্ত লাগতে লাগলো ভিক্টোরিয়ার ।

BanglaBook.org

"কালকে একটু বেড়াতে বের হবো আমি। কাজ করতে করতে একঘেয়েমি পেয়ে বসেছে"।
"কোথায় যাবে? এখানে তো যাবার মত কোন জায়গা নেই"।
"সেটা খুঁজে নেবো আমি," বললো ভিক্টোরিয়া।
"তারচেয়ে সিনেমা দেখতে গেলে ভালো হবে"।
"না, ঘুরে বেড়াতে চাই আমি। ইংল্যান্ডে সেটাই করি আমরা"।
"ইংরেজ হওয়ার কারণে তোমার দাম অনেক বেড়ে গেছে না? এখানে ইংরেজদের থুতুও দেই না আমরা"।
"আমাকে থুতু দেয়ার চেষ্টা করলে পরিণতি ভালো হবে না বলে দিচ্ছি," রাগতস্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। অথচ অলিভ ব্রাঞ্চের নিয়মের মধ্যে একটা হচ্ছে- রাগ করা যাবে না।
"কি করবে তুমি, শুনি?"
"আগে তুমি কিছু করেই দেখো না"।
"কার্ল মার্ক্সের বই কেন পড়ো তুমি? কিছু বুঝতে পারো আদৌ? আমার তো মনে হয় না। একটা খাঁটি গর্দভ তুমি। তোমার কি ধারণা? তোমাকে কমিউনিস্ট পার্টির একজন বলে ধরে নেবে ওরা? রাজনৈতিক জ্ঞান একদমই নেই তোমার"।
"কেন পড়বো না? ওগুলো তো লেখাই হয়েছে আমার মত শ্রমজীবি মানুষের উদ্দেশ্যে"।
"শ্রমজীবি না ছাই। তুমি শ্রমজীবি নামের কলঙ্ক। ঠিক মতো টাইপই করতে পারো না"।
"অনেক বুদ্ধিমান মানুষেরও বানানে সমস্যা হতে পারে," বিন্দুমাত্র না দমে জবাব দিলো ভিক্টোরিয়া, "আর আমাকে অনবরত বিরক্ত করলে ঠিকমতো কাজ করবো কিভাবে?"
এরপর আর কথা না বাড়িয়ে বাকি পাতাগুলো টাইপ করে ফেললো ও। কাজ শেষে ওগুলো নিয়ে গেলো ডক্টর র‍্যাথবোনের কাছে।
ওগুলো এক ঝলক দেখে বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি, 'শিরাজ ইরানে না *ইরাকে*। আর ওয়াসিত না *ওয়াজিত* হবে। যাইহোক, ধন্যবাদ ভিক্টোরিয়া"।
ও যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন আবার ওকে ডাক দিলেন তিনি।
"তুমি কি এখানে কাজ করে খুশি, ভিক্টোরিয়া?"
"জ্বি, ডক্টর র‍্যাথবোন"।
বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। অস্বস্তিবোধ হতে লাগলো ভিক্টোরিয়ার।

BanglaBook.org

"তোমাকে আমরা বেশি বেতন দিতে পারি না"।
"সেটা কোন ব্যাপার না," বললো ভিক্টোরিয়া, "কাজ করতে ভালো লাগে আমার"।
"আসলেই?"
"হ্যাঁ," বললো ভিক্টোরিয়া। "এ ধরণের কাজের অভিজ্ঞতার দরকার আছে"।
একই দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।
"এত অল্পতে চলে তোমার ঠিকমতো?"
"হ্যাঁ, স্বস্তা একটা থাকার জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমি। কয়েকজন আর্মেনীয় মেয়ে থাকে আমার সাথে"।
"বর্তমানে বাগদাদে শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের সংখ্যা খুব কম," বললেন ডক্টর র‍্যাথবোন। "ইচ্ছে করলে এখানকার চেয়ে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি"।
"কিন্তু অন্য চাকরির দরকার নেই আমার"।
"অন্য চাকরি নিলেই *মঙ্গল* হবে আপনার জন্যে"।
"মঙ্গল?" আমতা আমতা স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।
"হ্যাঁ, মঙ্গল। তোমাকে সাবধান করে দিলাম আরকি"।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া।মনে হচ্ছে যেন ওকে ইচ্ছে করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন ডক্টর র‍্যাথবোন।
"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, ডক্টর র‍্যাথবোন," বললো ও।
"এমন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়ানো উচিৎ নয় যেটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই আমাদের"।
এবার একদম নিশ্চিত হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া, ওকে হুমকি দিচ্ছেন তিনি। তবুও চেহারায় নিষ্পাপ একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুললো।
"এখানে কেন কাজ করতে এসেছোতুমি? এডওয়ার্ডের জন্যে?"।
"মোটেও না," বিরক্ত স্বরে জবাব দিলো ও।
"এডওয়ার্ডকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। ভালো একটা অবস্থানে পৌঁছাতে অনেক বছর খাটতে হবে ওকে, তবেই তোমার কোন কাজে আসবে ও।তোমার জায়গায় আমি হলে ওর আশা ছেড়ে দিতাম। আর যেমনটা বলছিলাম। এ মুহূর্তে আরো ভালো ভালো চাকরি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। সেখানে গেলেই মঙ্গল হবে তোমার"।
এখনও ওর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি।*এটা কি কোন ধরণের পরীক্ষা?* ভাবলো ভিক্টোরিয়া।
"কিন্তু অলিভ ব্রাঞ্চেই কাজ করতে বেশি আগ্রহী আমি," বললো ও।

BanglaBook.org

জবাবে শুধু একবার কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর র‍্যাথবোন। ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময়ও ভিক্টোরিয়া বুঝতে পারলো যে ওর দিকেই নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। প্রকাশ না করলেও এই ঘটনা একটা প্রভাব ফেললো ওর মনে। এমন কিছু কি ঘটেছে যেটার কারণে ওকে সন্দেহ করছেন তিনি? নাকি ও যে এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছে সেটা ধরে ফেলেছেন? তার গলার স্বর আর ব্যবহারে ভয় পেয়ে গেছে ও। এডওয়ার্ডের কারণে অলিভ ব্রাঞ্চে এসেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করায় তখন রেগে গেলেও- এখন চিন্তা করে দেখলো যে তিনি তেমনটা ভাবলেই সুবিধা ওর জন্যে।এতে করে অন্য ব্যাপারে সন্দেহ করবে না। মিস্টার ড্যাকিনের সাথে ওর যোগাযোগের কথাও ফাঁস হবার ভয় নেই। এডওয়ার্ডের কথা শুনে লাল হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ- তখন নিশ্চয়ই যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন ডক্টর র‍্যাথবোন, সেটাই ভালোহয়েছে।

সেরাতে প্রবল অস্বস্তিবোধ আর কিঞ্চিৎ ভয় নিয়ে ঘুমোতে গেলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

পরদিন সকালে কিছু অজুহাত দেখিয়ে বাইরে বের হতে তেমন বেগ পেতে হলো না ভিক্টোরিয়ার। তার আগে বেইত মালেক রাস্তাটা কোথায় সেটা জেনে নিলো। নদীর পশ্চিম তীরে ওটা।

ও যেখানে থাকছে তার আশপাশে খুব বেশি ঘোরাফেরার সুযগ মেলেনি এই পর্যন্ত। তাই সরু রাস্তাটার ধারে নদীর তীর আবিষ্কার করে অবাকই হয়ে গেলো বলা যায়। এরপর ডানদিক ধরে হাঁটতে লাগলো ধীরগতিতে।খারাপ লাগছে না বাঁধানো তীর ধরে হাঁটতে। অবশ্য চোখ রাস্তার দিকে রাখতে হচ্ছে বেশিরভাগ সময়, কারণ জায়গায় জায়গায় ভাঙা গর্ত।ওগুলোতে যদি পা পড়ে কিংবা হোঁচট খায় তাহলে তাল সামলাতে না পারলে নদীতে পড়ে যাবার সম্ভাবন আছে। ইচ্ছে করেই কিনার থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতে লাগলো ও।

কিছুদূর হাঁটার পরেই চওড়া হয়ে গেলো রাস্তাটা। এখন ওর ডানদিকে তাকালেই চোখে পড়বে অনেকগুলো একতলা বাড়ি। ওগুলো যে এখানে আছে সেগুলো আগে থেকে না জানলে বুঝতেই পারবে না কেউ। তবে এসব বাড়ির অধিবাসী কারা সে সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারলো না ভিক্টোরিয়া। একটা বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকায় ভেতরে উঁকি দিয়ে পাঁচ ছয় জন ছোট বাচ্চাকে খেলতে দেখলো উঠোনে। একদম চকচক করছে বাড়ির ভেতরটা। কিন্তু পরের বাড়িটার দৃশ্য আবার একদম উল্টো, ভীষণ নোংরা হয়ে আছে ভেতরটা। অন্ধকার করিডোর ঢুকে গেছে গভীরে। শেষ মাথায় কি আছে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বাড়িগুলোর পরেই একটা পাম বাগান। সেটার উল্টোদিকে ঘাটে নৌকা নিয়ে বসে আছে বেশ কয়েকজন মাঝি। একজন ওকে আকারে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো যে নদীর ওপারে যেতে চায় কিনা। এ মুহূর্তে নিশ্চয়ই তিও হোটেলের একদম বিপরীত দিকে আছে ও। অবশ্য এ পার থেকে অন্যপারের সব বাড়িঘরই একই নকশার মনে হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় শেষ হয়ে আসলো রাস্তাটা। শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় ভাঙা বাড়ি। ঠিক নদীর ধার ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে

BanglaBook.org

ওটা ।কিছুক্ষণ দ্বিধাবোধ করে ভেতরে ঢুকে গেলো ভিক্টোরিয়া । শুরুতেই একটা নোংরা বাগান । উঁচু দেয়ালের কারণে নদী দেখা যাচ্ছে না ভেতর থেকে । ফিরে যাবে ভাবছে এমন সময় বাড়িটার ডানদিকে ভাঙা দেয়ালের অন্যপাশে রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ভিক্টোরিয়া । একটু সামনে এগোতেই দেখলো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে এডওয়ার্ড ।

"বাহ," বললো এডওয়ার্ড, "চলে এসেছো । উঠে পড়ো গাড়িতে" ।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" গাড়িতে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া । বেশি সুবিধাজনক নয় গাড়িটার অবস্থা, অনেক বয়স হয়েছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে । ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা বয়স্ক লোকটা পেছনে ফিরে একটা হাসি দিলো ।

"ব্যাবিলনে," বললো এডওয়ার্ড ।"এখানে আসার পর থেকে তো আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কমে গেছে একদমই । কোথাও যেতেও পারিনি একসাথে" ।

একটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করলো গাড়িটা ।

"ব্যাবিলন!" প্রায় চিৎকার করে উঠলো ভিক্টোরিয়া । "আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ওখানে যাওয়ার" ।

বামে মোড় নিয়ে একটা পাকা রাস্তায় উঠে গেলো গাড়িটা ।

"তবে বেশি কিছু আশা করো না । এখন আর আগের মতো নেই জায়গাটা" ।

"ছোটবেলায় কত রোম্যান্টিক গল্প শুনেছি ব্যাবিলন নিয়ে," বললো ভিক্টোরিয়া ।

"কখন ফিরবো আমরা?"

"সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টা করবো," বললো এডওয়ার্ড । "আসলে রাস্তার ওপর নির্ভর করছে সেটা" ।

"এই গাড়িটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে যে কোন সময়," বললো ভিক্টোরিয়া ।

"যেতে পারে । সবকিছুর অবস্থায় খারাপ গাড়িটার । কিন্তু এর চেয়ে ভালো কিছু আর জোগাড় করতে পারলাম না" ।

"রাস্তাও দেখি সুবিধার না," কিছুক্ষণ ধরে অনবরত ঝাঁকি খাওয়ার ফাঁকে বললো ভিক্টোরিয়া । পাকা রাস্তাটার জায়গায় জায়গায় খানাখন্দে ভরা ।

"কিছুক্ষণ পরে অবস্থা আরো খারাপহবে" ।

তবে খুশিমনেই ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে লাগলো ওরা । চারিদিকে ধূলোর ঝড় তুলেছুটে চলেছে গাড়িটা, বড় বড় ট্রাককে পাশ কাটিয়ে ।

রাস্তার ধারের অদ্ভুত দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে লাগলো ভিক্টোরিয়া । অবশ্য বেশি কিছু নেই দেখার মত ।পাম বাগান, গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে হেঁটে

BanglaBook.org

যাওয়া লোকজন আর হঠাৎ হঠাৎ কিছু দোকান। এডওয়ার্ড পাশে থাকায় এই সাধারণ দৃশ্যের আকর্ষনও বেড়ে গেছে বহুগুণে।

দুইঘন্টা পরে ব্যাবিলন পৌঁছুলোওরা। এডওয়ার্ড আগে থেকে সাবধান করে দিয়ে ভালোই করেছিল। এই ভাঙা দেয়াল আর পিলারের ধ্বংসাবশেষ দেখে নাহলে ভীষণ হতাশ হতে হতো ভিক্টোরিয়াকে।

একজন গাইড চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগলো ওদের। কিছুক্ষণের মধ্যে হতাশা কেটে গিয়ে সে জায়গায় ভর করলো মুগ্ধতা। বিশেষ করে ইশতার গেট দেখে অবাক হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। অনেক প্রাণীর আদলে নকশা করা সেখানে।এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেলো। ঘোরাফেরা শেষ করে ছায়ায় বসে খাওয়া দাওয়া শুরু করলো ওরা। সাথে করে একটা পিকনিক বাস্কেট নিয়ে এসেছিল এডওয়ার্ড। ওদের বিদায় জানানোর আগে গাইড বারবার করে বললো জাদুঘরটা দেখে যেতে।

"আসলেই কি যাবো?" এডওয়ার্ডকেজিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "আমার কাছে কেন যেন জাদুঘর ভালো লাগে না। কাঁচের দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখা অতীতের টুকরো টুকরো প্রমাণ দেখতে ভালো লাগে না। একবার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঢুঁকে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়েছিল আমার"।

"অতীত সবসময়ই বিরক্তিকর," বললো এডওয়ার্ড। "ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ আমাদের"।

"তবে এসব বিরক্তিকর নয়," চারপাশে দেখিয়ে বললো ভিক্টোরিয়া। "অনেক কিছুর সাক্ষী বহন করছে এগুলো। এখানকার মহান রাজাদের চিহ্ন"।

"মৃত রাজা"।

"তোমার কাছে যদি সুযোগ থাকতো তাহলে কি ব্যাবিলনের রাজা হতে তুমি, এডওয়ার্ড?

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো এডওয়ার্ড।

"হ্যাঁ"।

"তাহলে ধরে নাও যে একসময় তুমি রাজাই ছিলে। এখন আবার পুনর্জন্ম হয়েছে"।

"তখনকার দিনের রাজা বাদশারা জানতো কিভাবে রাজ্য শাসন করতে হয়। এজন্যেই তো প্রজারা মাথানত করে রাখতো তাদের সামনে"।

"আমি অবশ্য তখনকার আমলের প্রজা হতে চাইতাম না মোটেও। ভালো হয়েছে যে এইসময়ে জন্ম হয়েছে আমার"।

"মিল্টনের একটা কথা খুব ভাল লাগে আমার,*স্বর্গে বসে থাকার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো*। মিল্টন যেভাবে শয়তানের বর্ণনা দিয়েছেন, আহ!"

BanglaBook.org

"মিল্টনের লেখা পড়ার সুযোগ হয়নি কখনও আমার," বললো ভিক্টোরিয়া।
"তুমি যদি তখনকার দিনে প্রজা হতে তাহলে তোমাকে তুলে নিয়ে এসেআমার হারেমে রাখতে আমি"।
"হারেমে, না? তোমার তো-"।
"ক্যাথেরিনের সাথে কেমন বনিবনা হচ্ছে তোমার?" তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো এডওয়ার্ড।
"তুমি কিভাবে জানলে যে ক্যাথেরিনের কথাই ভাবছি আমি?"
"যেভাবেই হোক, ভাবছিলে তো, নাকি? সত্যি কথা বলতে কি, আমি চাই তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব হোক, ভিকি"।
"ভিকি বলবে না আমাকে"।
"আচ্ছা আচ্ছা!" ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করলো এডওয়ার্ড। "আর তুমি হারেমের ব্যাপারে যা বলতে চাচ্ছিলে-"
"বলবো না? অলিভ ব্রাঞ্চের সবগুলা মেয়ে তোমার দিকে যেভাবে তাকায়! তুমিও হেসে হেসে কথা বলো সবার সাথে"।
"আরে ওটা তো আমার কাজ! তোমাকে কিন্তু রাগলে আরো বেশি সুন্দর লাগে,ভিক্টোরিয়া। যাইহোক, আমি চাই ক্যাথেরিনের সাথে তোমার বন্ধুত্ব হোক কারণ অলিভ ব্রাঞ্চের আসল রহস্য কি সেটা হয়তো ওর মাধ্যমেই জানতে পারবো আমরা"।
"আসলেই?"
"অ্যানা সোফিয়া সম্পর্কে কি বলেছিলো সে, মনে আছে?"
"হ্যাঁ"।
"কার্ল মার্ক্সের বই পড়ে কোন ফল পেয়েছো এখন পর্যন্ত?"।
"নাহ। কেউ আমার সাথে ওসবের ব্যাপারে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বরং ক্যাথেরিন তো বলেছে যে আমাকে নাকি কখনোই পার্টির সদস্য হিসেবে গ্রহণ করবে না ওরা। আমার নাকি পর্যাপ্ত *রাজনৈতিক জ্ঞান*নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, ওসবের প্রতি আসলেও কোনদিন আগ্রহ ছিল না আমার, এডওয়ার্ড"।
"এসব টানে না তোমাকে, নাকি? হেসে বললো এডওয়ার্ড। "ক্যাথেরিনের কথায় কান দিও না। রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা থাক আর না থাক আমি সবসময় একজন শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টকেই ভালোবাসবো, যে কিনা একটা বাক্যের মধ্যে তিনটা শব্দ ভুল করে"।
কপট অভিমানী চোখে এডওয়ার্ডের দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া। এসময় ডক্টর র‍্যাথবোনের বলা কথাগুলো মনে হলো ওর। এডওয়ার্ডকে খুলে বললো সব।

BanglaBook.org

যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে গেলো এডওয়ার্ড কথাগুলো শুনে।

"ব্যাপারটাকে আর হালকা করে দেখা যাবে না, ভিক্টোরিয়া। তিনি ঠিক কি বলেছেন আবার বলোতো আমাকে"।

ডক্টর র‍্যাথবোন আর ওর মধ্যকার কথোপকথন হুবহু বর্ণনা করার চেষ্টা করলো ভিক্টোরিয়া।

"তুমি এত চিন্তা করছো কেন?"

"কারণ," একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললো এডওয়ার্ড। "ওরা নিশ্চয়ই তোমার ওখানে যাবার আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে। এজন্যেই হুমকি দিচ্ছে। আমার এখন আর এসব মোটেও ভালো লাগছে না, ভিক্টোরিয়া"।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো ওরা দু'জনেই।

"কমিউনিস্টদের মোটেও ভরসা করি না আমি," বললো এডওয়ার্ড। "দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত তোমার মাথায় বাড়ি মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে"।

এরকম একটা ঐতিহাসিক জায়গায় বসে এসব নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগছে না ভিক্টোরিয়ার। সুন্দর একটা সময় কাটাতে এসেছে ওরা। অথচ...

চোখ বন্ধ করে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো ও। ভাবতে লাগলো যে এটা হয়তোএকটা স্বপ্ন। এখনই অ্যালার্ম বেজে উঠবে আর চোখ খুলে দেখবে যে লন্ডনে শুয়ে আছে ও। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। বাসরায় এডওয়ার্ডকে যে প্রশ্নটা করতে চেয়েছিল সেটাও মনে করতে পারলো না। চোখ খুলে পাশে এডওয়ার্ডকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখলো ও। সূর্য ওদের পেছনে এখন।সেই সোনালী আলো এসে পড়ছে এডওয়ার্ডের চুলে, ঘাড়ে- হঠাৎ করেই অস্ফুট একটা শব্দ করে সোজা হয়ে বসলো ভিক্টোরিয়া।

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকালো এডওয়ার্ড।

"কি হয়েছে, ডার্লিং?"

"মনে পড়েছে আমার," বললো ভিক্টোরিয়া। "স্যার ক্রফটন লির ব্যাপারে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম"।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো এডওয়ার্ড।

"একটা ফোস্কা পড়তে দেখেছিলাম," বললো ভিক্টোরিয়া। "তার ঘাড়ে"।

"ঘাড়ে ফোস্কা?"

"হ্যাঁ। প্লেনের ভেতরে আমার সামনের সিটে বসেছিলেন তিনি। তখন দেখেছিলাম"।

"ফোস্কা তো পড়তেই পারে। অনেকেরই হয় সেটা?"

BanglaBook.org

'তা তো হয়ই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে পরদিন সকালে তাকে যখন তিও হোটেলে দেখি আমি তখন ওটা ছিল না"।

"কি ছিল না?"

"ফোস্কা, এডওয়ার্ড। আমি কি বলছি বোঝার চেষ্টা করো। প্লেনে তার ঘাড়ে ফোস্কাটা দেখেছিলাম আমি কিন্তু পরদিন তিও হোটেলের বারান্দায় আবার যখন দেখি তখন ছিল না ওটা। একদম পরিষ্কার ছিল জায়গাটা। তোমার ঘাড়ের মতন"।

"সেরে গেছিল বোধহয়"।

"না, এডওয়ার্ড। সেটা কোনভাবেই সম্ভব না। মাত্র একদিনে কিভাবে সারে? আর সারলেও পুরোপুরিভাবে দাগ যাওয়ার কথা না। তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে, বুঝতে পারছো? তিও হোটেলের ঐ লোকটা আসলে স্যার রুপার্টই ছিল না"।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো এডওয়ার্ড।

"তুমি পাগল হয়ে গেছো ভিক্টোরিয়া। তাদের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য কি চোখে পড়েছিলো তোমার, বলো?"

"আমি কিন্তু একবারও মনোযোগ দিয়ে তার চেহারার দিকে তাকায়নি। আর মাথায় সবসময় একটা হ্যাট আর গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে রাখতো লোকটা। খুব সহজেই তার নকল করতে পারবে যে কেউ"।

"কিন্তু অ্যাম্বাসির লোকেরা তো তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলো-"

"অ্যাম্বাসিতে কিন্তু থাকেননি তিনি। তিও হোটেলে এসে উঠেছিলেন। আর অ্যাম্বাসির মূল অফিসাদের কেউই উপস্থিত ছিল না। ভারপ্রাপ্ত একজন তাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলো। মার্কাসের কাছে শুনেছি আমি। রাষ্ট্রদূত এখন ইংল্যান্ডে"।

"কিন্তু কেন?"

"কারমাইকেলের জন্যে অবশ্যই। কারমাইকেল বাগদাদে আসছিলো তার সাথে দেখা করতে। আর তাদের আগে যেহেতু কখনও দেখাও হয়নি, সুতরাং নকল স্যার রুপার্টকেই সব খুলে বলতো সে। আর তার সামনে সতর্ক থাকারও প্রয়োজন বোধ করেনি। স্যার রুপার্টের ছদ্মবেশ ধরে যে লোকটা এসেছিল সে-ই ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল তার বুকে!"।

"তোমার বলা একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। স্যার রুপার্টের মৃতদেহ তো পাওয়া যায় কায়রোতে"।

"ঈশ্বর! ওখানেই ঘটেছে সবকিছু। আমার চোখের সামনেই"।

"তোমার চোখের সামনে! ভিক্টোরিয়া, তুমি আসলেই পাগল হয়ে যাচ্ছো"।

BanglaBook.org

"না, মোটেও পাগল হয়ে যাচ্ছি না আমি। শোন আমার কথা, এডওয়ার্ড। কায়রোর হেলিওপলিসে যাত্রাবিরতির সময় যে হোটেলে ছিলাম সেখানে রাতের বেলা একজনকে আমার ঘরে কড়া নাড়তে শুনি আমি। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে আমার পাশের ঘরে দরজায় টোকা দেয়া হচ্ছে। স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি'র ঘর ছিল সেটা। এয়ার হোস্টেসের পোশাক পরা একজন এসেছিল তাকে ডাকতে। বলেছিল যে কি একটা কারণে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসে যেতে হবে তাকে, করিডোরের অন্য পাশেই সেটা। তার কিছুক্ষণ পরে হাঁটাহাঁটি করার জন্যে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আমি। তখনব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লেখা একটা দরজা খুলে ভেতর থেকে স্যার রুপার্টককে বেরিয়ে আসতে দেখি আমি। আমি ভেবেছিলাম ভেতরের কথা শুনে হয়তোমেজাজ খারাপ হয়েছিল তার। হাঁটছিলেনও অন্যরকম ভাবে। বুঝতে পারছো, এডওয়ার্ড? ফাঁদ পাতা হয়েছিল তার জন্যে।ভেতরে ছদ্মবেশি লোকটা অপেক্ষা করছিলো। তিনি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, তাকে আটকে ফেলা হয়। তার জায়গায় বেরিয়ে আসে নকল রুপার্ট ক্রফটন লি। এরপর নিশ্চয়ই কায়রোতেই আটকে রাখা হয় তাকে। যখন নকল ক্রফটন লি বাগদাদ থেকে কায়রোতে যায়, সেদিন মেরে ফেলা হয় আসল স্যার ক্রফটন লি কে"।

"শুনতে দারুণ লাগছে," বললো এডওয়ার্ড, "কিন্তু তুমি নিজেও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে এসব একদম বানিয়ে বলছো। কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই তোমার কাছে"।

"কিন্তু ফোস্কাটা-"

"বাদ দাও ফোস্কার কথা"।

"আরো দুটো ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার"।

"কি?"

"ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লেখা একটা কার্ড ঝুলছিলো দরজাটার বাইরে। কিন্তু পরে যখন মিসেস ক্লিপ একটা কাজে আমাকে পাটাহ্ন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসে তখন কিন্তু কার্ডটা ছিল না। অন্য জায়গায় ওদের অফিসে যেতে হয় আমাকে। আর সেদিন যে নকল এয়ার হোস্টেসস্যার ক্রফটন লিকে ডাকতে গিয়েছিল তাকে ক্যাথেরিনের সাথে অলিভ ব্রাঞ্চের অফিসে কথা বলতে দেখেছি আমি। এজন্যেই পরিচিত ঠেকছিলো তখন"।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠলো ভিক্টরিয়াঃ

"এবার তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, এডওয়ার্ড। সবকিছু বানিয়ে বলছি না আমি"।

BanglaBook.org

"সবকিছু ঘুরে ফিরে অলিভ ব্রাঞ্চে এসেই শেষ হচ্ছে," অবশেষে বললো এডওয়ার্ড। "ক্যাথেরিন নিশ্চয়ই জড়িত এসবের সাথে। যেভাবেই হোক তোমাকে ক্যাথেরিনের সাথে খাতির করতেই হবে ভিক্টোরিয়া। পটানোর চেষ্টা করো তাকে। জানার চেষ্টা করো যে কাদের সাথে মেশে ও। অলিভ ব্রাঞ্চ থেকে বের হবার পর কোথায় কোথায় যায়"।

"কাজটা সহজ হবে না," বললো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করবো আমি। মিস্টার ড্যাকিনকে কি কিছু বলবো এ ব্যাপারে?"

"অবশ্যই। কিন্তু তার আগে কয়েকদিন অপেক্ষা করো। তাহলে হয়তো আরও বেশি তথ্য নিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারবো আমরা," বললো এডওয়ার্ড। "এর মধ্যে একদিনক্যাথেরিনকে সাথে নিয়ে দরকার হলে ঘুরতে বের হবো আমি"।

তবে এবার কথাটা শুনে কোন প্রকার ঈর্ষাবোধ কাজ করলো না ভিক্টোরিয়ার ভেতরে। এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছে এডওয়ার্ড যে ওসবের প্রশ্নই ওঠে না এখন।

*****

পরদিন অলিভ ব্রাঞ্চে গিয়ে ক্যাথেরিনের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করলো ভিক্টোরিয়া। তাকে ধন্যবাদ জানালো শ্যাম্পু করার জায়গাটার সন্ধান দেয়ার জন্যে(শ্যাম্পু করাটা আসলেই জরুরী হয়ে পড়েছে ব্যাবিলন থেকে ফেরার পর)।

"তোমার চুল তো প্রায় লাল হয়ে গেছে," বললো ক্যাথেরিন(গলায় সন্তুষ্টি)। "কালকে বিকেলের ধূলিঝড়ের মাঝেও বের হয়েছিলে নাকি?"

"একটা গাড়ি ভাড়া করে ব্যাবিলনে গিয়েছিলাম," বললো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু ফেরার পরে ঝড়ের কবলে অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। দম বন্ধ হয়ে মারাই যেতাম আরেকটু হলে। কিন্তু জায়গাটা অনেক সুন্দর"।

"আসলেও সুন্দর," বললো ক্যাথেরিন। "কিন্তু এমন কাউকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল তোমার যে কিনা ওখানের মর্যাদা বোঝে। খুলে বলতে পারে তখনকার আমলের সবকিছু সম্পর্কে। যাইহোক, আজকে কাজ শেষে মেয়েটার কাছে নিয়ে যাবো আমি তোমাকে। শ্যাম্পু করে দেবে তোমাকে"।

"তোমার চুল এত সুন্দর রাখো কিভাবে সেটা বুঝি না আমি," মুগ্ধ ভঙ্গিতে বললো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

হাসি ফুটলো ক্যাথেরিনের গোমড়া মুখে। এডওয়ার্ড ঠিকই বলেছিল, কাজ আদায় করতে হলে তেল মারতে হবে।

সেদিন যখন অলিভ ব্রাঞ্চ থেকে ওরা বের হলো এক সাথে তখন কেউ সন্দেহও করবে না যে দুদিন আগেও আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কছিলদু'জনের মধ্যে। ভিক্টোরিয়ার হাত ধরে সরু একটা গলিতে নিয়ে আসলো ক্যাথেরিন। গলির শেষ মাথায় একটা বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়লো। কিন্তু কোথাও হেয়ার ড্রেসিংয়ের কোন সাইনবোর্ড লাগানো নেই। কিছুক্ষণ পর একটা আর্মেনীয় মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ধীরে ধীরে ইংরেজিতে কথা বললো মেয়েটা। এরপর ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে আসলো একটা পরিষ্কার বেসিনের সামনে। বিদায় নিয়ে চলে গেলো ক্যাথেরিন। কাজ শুরু করলো আর্মেনীয় মেয়েটা। কিছুক্ষণের মধ্যে ফেনায় ভর্তি হয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়ার চুল।

"এখন মাথাটা একটু নিচু করুন..."

সামনে ঝুঁকে বেসিনের ওপর মাথা নিচু করলো ভিক্টোরিয়া। কল থেকে পানি পড়ছে ওর মাথার ওপর।

এই সময় হঠাৎ করেই একটা তীব্র মিষ্টি গন্ধ এসে ধাক্কা দিল ওর নাকে, হাসপাতালে গেলে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। একটা ভেজা কাপড় চেপে ধরা হলো ওর নাকেমুখে। জোরে জোরে হাত পা ছুঁড়তেলাগলো ও, মোচড়াতে লাগলো, কিন্তু চেপে রাখা হাতটা সরাতে পারলো না। দম বন্ধ হয়ে আসছে, মাথা ঘোরাচ্ছে ভীষণ...

এরপর শুধুই অন্ধকার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

অবশেষে যখন জ্ঞান ফিরলো ভিক্টোরিয়ার, মনে হলো যেন কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে। কতগুলো অস্পষ্ট টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়-উঁচু নিচু রাস্তায় দীর্ঘ সময় ধরে গাড়িতে ভ্রমণ- আরবী কথোপকথন- তীব্র আলোর ঝলকানি-কয়েকবার বমি করা- এরপর কিছুক্ষণ একটা শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকা- ইনজেকশন সুইয়ের খোঁচা- তারপর শুধু অন্ধকার আর কিছু বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন...

অবশেষে একটু ধাতস্থ হতে পেরেছে, নিজের পুরো নাম মনে করতে পারছে এখন- ভিক্টোরিয়া জোনস। সেদিনকার ঘটনার পর কতদিন অতিবাহিত হয়েছে? কয়েক বছর-মাস-নাকি মাত্র কয়েক দিন? ধীরে ধীরে মনে পড়তে শুরু করলো সবকিছু।

ব্যাবিলন- এডওয়ার্ডের সাথে বসে সূর্যাস্ত দেখা- ধূলিঝড়-চুলে শ্যাম্পু-ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিন! এই মেয়েটাই শ্যাম্পু করাবার কথা বলে এক আর্মেনিয়ান মেয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল ওকে- এরপর কি হয়েছিল? ঐ বিচ্ছিরি গন্ধটা- পেটের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইছিলো সবকিছু- ক্লোরোফর্ম নিশ্চয়ই। ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে ওকে- কোথায়?

সাবধানে উঠে বসার চেষ্টা করলো ভিক্টোরিয়া। একটা শক্ত বিছানায় শুয়ে আছে ও। খুবই শক্ত বিছানাটা। মাথা ব্যাথাটা যায়নি এখনও-ভারি ভারি লাগছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছিল ওকে। এখনও তার রেশ পুরোপুরি কাটেনি।

যাইহোক, ওকে অন্তত মেরে ফেলেনি আততায়ীরা *(কেন মারেনি?)*। আর বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হলো না ওর পক্ষে। শুয়ে পড়লো, সাথে সাথে তলিয়ে গেলো ঘুমে।

এরপরের বার ঘুম ভেঙে আগের বারের তুলনায় সুস্থবোধ করলো ভিক্টোরিয়া। দিনের আলো ফোটায় ওকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে সে স্থানটা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলো।

BanglaBook.org

ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে ছোট একটা ঘরে আছে ও। অবাক হয়ে খেয়াল করলো যে মেঝেটা মাটির তৈরি। ঘরে আসবাবপত্র বলতে যে বিছানায় শুয়ে আছে সেটা আর একটা নড়বড়ে টেবিল, যেটার ওপর একটা ফাটা বেসিন রাখা। টেবিলটার নিচে শোভা পাচ্ছে একটা টিনের বালতি। যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছে ভেতরে, বিছানা থেকে উঠে কাঁপা কাঁপা পায়ে সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া। বাইরে একটা বাগান আর সেটাকে ঘিরে অনেকগুলো পাম গাছ। এই অঞ্চলে যে ধরণের বাগান দেখা যায় একদম সেরকমই বাগানটা, বিশেষ কোন কিছু নেই। অনেকগুলো গাঁদাফুল গাছ ছড়িয়ে আছে পুরো বাগান জুড়ে, সেই সাথে কিছু ইউক্যালিপ্টাস আর নাম না জানা ফুল গাছ।

একটা ছোট্ট বাচ্চা একা একা খেলছে সেই বাগানে, হাত ভর্তি চুরি তার। হাতের বলটা শূন্যে ছুঁড়ে মারছে আর আরবী ভাষায় নাকি সুরে কোন গাইছে, ভিক্টোরিয়া কাছে অনেকটা ব্যাগপাইপের শব্দের মত ঠেকলো আওয়াজটা।

এরপর ঘরের বিশাল কাঠের দরজাটার দিকে মনোযোগ দিলো ও। এগিয়ে গিয়ে হাতল ধরে টান দিলো একবার, একচুলও নড়লো না দরজাটা। নড়বে, সেটা অবশ্য আশাও করেনি ও। বাইরে থেকে তালা দেয়া নিশ্চয়ই। আবার গিয়েবিছানাটার ওপর বসে পড়লো ভিক্টোরিয়া।

কোথায় ও? বাগদাদে না, সেটা নিশ্চিত। এখন কি করবে?

অবশ্য এই পরিস্থিতিতে পরের প্রশ্নটা করা অনর্থক। ওর বরং জিজ্ঞেস করা উচিৎ যে যারা ওকে এখানে আটকে রেখেছে তারা কি করতে চলেছে ওর সাথে? মিস্টার ড্যাকিনের সাবধান বানী মনে পড়লো- *যা জানো সব বলে দিবে*। কিন্তু ওকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রেখে এর মধ্যে নিশ্চয়ই সব তথ্য বের করে নিয়েছে আততায়ীরা।

তবুও, ওকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত- সেজন্যে আবারও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো ও। যতক্ষন শ্বাস, ততক্ষন আশ। যদি এডওয়ার্ড ওকে খুঁজে পাওয়া আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকে- তাহলেই হবে। কিন্তু ও যে নিখোঁজ হয়েছে সেটা জানার পর কি করবে এডওয়ার্ড? মিস্টার ড্যাকিনের কাছে ছুটে যাবে? নাকি একা একাই ওকে উদ্ধারের চেষ্টায় নামবে? ক্যাথেরিনকে কি জেরা করে বলতে বাধ্য করবে সবকিছু? আদৌ ক্যাথেরিনকে সন্দেহ করবে তো? যতই ভাবতে লাগলো ততই এডওয়ার্ডের সহায়তায় উদ্ধার পাবার আশা কমতে লাগলো ওর। এডওয়ার্ড ছেলেটা কর্মঠ, দেখতেও দারুণ- কিন্তু কতটা বুদ্ধিমান সে? ভিক্টোরিয়াকে এখান থেকে উদ্ধার করতে হলে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে বুদ্ধি।

BanglaBook.org

মিস্টার ড্যাকিন নিশ্চয়ই আগেও এরকম অনেক পরিস্থিতি সামলেছেন। কিন্তু ওকে বাঁচানোর চেষ্টায় সময় নষ্ট করবেন তিনি? নাকি স্রেফ বাতিলের খাতায় ফেলে দেবেন ভিক্টোরিয়া নামটা। কারণ এরকম নিশ্চয়ই হাজারো কর্মী আছে তার অধীনে (যারা ভিক্টোরিয়ার চেয়ে অনেক বেশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত)। মনে হয় না ওকে উদ্ধার করার জন্যে লোক পাঠাবেন তিনি।

ডক্টর র‍্যাথবোন সাবধান করে দিয়েছিলেন ওকে (সাবধান করে দিয়েছিল নাকি হুমকি দিয়েছিল?)। সেই হুমকিকে পাত্তা না দেয়ার ফল ওর আজকের এই পরিস্থিতি।

কিন্তু এখনও বেঁচে আছি আমি- নিজেকে আবারও শোনালো ভিক্টোরিয়া, বরাবরই আশাবাদী মানুষ ও।

বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো এসময়, দরজার তালায় চাবি ঘোরার শব্দ শুনলো। কিছুক্ষণ পরেই খুলে গেলো দরজাটা। হাতে ট্রে নিয়ে একজন আরব লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ট্রের উপর কতগুলো বাটি রাখা।

লোকটাকে দেখে সহজ সরল মনে হলো, হাসছে দাঁত বের করে। আরবীতে ঝড়ের বেগে কিছু বলে ট্রেটা নামিয়ে রাখলো নিচে। এরপর হাত দিয়ে ওকে খাবারগুলো খেয়ে নেয়ার ইঙ্গিত করে চলে গেলো সে, আবার চাবি ঘোরানোর শব্দ পেলো ভিক্টোরিয়া।

আগ্রহের সাথে ট্রেটার দিকে এগিয়ে গেলো ও। একটা বড় বাটি ভর্তি ভাত, বাঁধাকপি দিয়ে রান্না করা কোন তরকারি আর বড় একটা রুটির টুকরো। সেই সাথে পানি ভর্তি জগ আর গ্লাস।

প্রথমেই গ্লাস ভর্তি করে পানি খেয়ে নিলো ভিক্টোরিয়া, এরপর হামলে পড়লো ভাতের বাটির ওপর। এরপর বাঁধাকপির তরকারিটা আর রুটির টুকরোটা শেষ করলো। ছোট ছোট মাংসের টুকরো ছড়ানো ছিল তরকারিটায়। ট্রের সবকিছু শেষ করার পর আগের চেয়ে একটু ভালো বোধ হলো ওর।

এরপর ভাবা শুরু করলো ওর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। ক্লোরফোর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। কিন্তু সেটা কতদিন আগের কথা? সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াটা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে। অন্তত কয়েক দিন তো হবেই। বাগদাদের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে- কোথায়? এটার উত্তরও জানা সম্ভব না। ও যেহেতু আরবী বলতে পারে না সুতরাং কাউকে জিজ্ঞেস করবে সে উপায়ও নেই।

কিছু না করেই কেটে গেলো এর পরের কয়েক ঘন্টা।

সন্ধ্যার সময় আরব লোকটা আবার একটা ট্রে নিয়ে উপস্থিত হলো। তবে এবার দু'জন মহিলাও এসেছে তার সাথে। কালো কাপড়ে মুখ অবধি ঢাকা

BanglaBook.org

তাদের। ঘরের ভেতর না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো তারা। একজনের কোলে ছোট একটা বাচ্চা। নিশ্চয়ই নেকাবের ওপাশ থেকে আগ্রহের চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তারা। তাদের হাসির শব্দ কানে আসলো ওর। এক বিদেশিনী বন্দি হয়ে আছে, এটা দেখে মজা পাচ্ছে নিশ্চয়ই।

ইংরেজিতে এবং ফরাসিতে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো ও। কিন্তু কেবল হেসেই গেলো তারা। এরকম অসহায় পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি ও। অনেক কষ্টে একটা আরবী শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো ও, স্থানীয়দের বলতে শুনেছেঃ

"আলহামদুলিল্লাহ্"।

অবাক স্বরে একসাথে আরবীতে কথা বলে উঠলো মহিলা দু'জন। সেই সাথে মাথা নাড়ছে প্রবল বেগে। তাদের দিকে এক পা এগিয়ে গেলো ও, কিন্তু সাথে সাথে দরজার সামনে গিয়ে দাড়ালো আরব লোকটা। মহিলা দুজনকে পেছনে সরার নির্দেশ দিয়ে নিজেও ঘর থেকে বের হয়ে গেলো লোকটা। বন্ধ করে দিলো দরজাটা। তবে যাবার আগে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো কয়েকবারঃ

"বুকরা-বুকরা..."

এই শব্দটা আগেও কয়েকবার শুনেছে ও। এর অর্থ- 'আগামীকাল'।

বিছানায় বসে ভাবতে লাগলো ও। কালকে? নিশ্চয়ই কালকে কিছু ঘটবে কিংবা কেউ আসবে ওর সাথে দেখা করতে। কালকেই হয়তো ইতি ঘটবে ওর বন্দিদশার। সেই সাথে ওর জীবনেরও ইতি হয়ে যাবে না তো? কি হবে সেটার জন্যে অপেক্ষা না করে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করাটাই উচিৎ হবে বলে মনে হলো ওর কাছে।

কিন্তু সেটা কি আদৌ সম্ভব? এই প্রথম পালানোর চিন্তা উঁকি দিলো ওর মনে। দরজার সামনে গিয়ে আবার টেনেটুনে দেখলো। কিছুই করা সম্ভব না এটাকে। কোন পিন দিয়ে খোলা সম্ভব না এটার তালা। আসলে পিন দিয়ে কোন তালা খোলাই সম্ভব না ওর পক্ষে।

তাহলে জানালাটা দিয়ে চেষ্টা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু জানালাটার কাছে গিয়ে দমে গেলো ভীষণ। ওটার ফাঁক গলে কোনমতে বের হতে পারলেও, নিচে পড়ার সাথে সাথে শব্দ ভীষণ। লোকগুলো সতর্ক হয়ে যাবে তখন। আর এই মাটির ঘরটা বাড়িটার দোতলায় হওয়াতে নিচে পড়ার সময় যদি পা বেকায়দা ভাবে পড়ে তাহলে মচকে কিংবা ভেঙ্গেও যেতে পারে। আর বিছানার ওপরে যে পুরনো চাদরটা রাখা সেটা পেঁচিয়ে নামার চেষ্টা করলে ছিড়ে যাবে, ওর ওজন নিতে পারবে না।

"ধুর," জোরে বলে উঠলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

কিন্তু সময়ের সাথে পালানোর ইচ্ছেটা আরো প্রবল হয়ে উঠলো। যতদূর বুঝতে পারছে, যাদের জিম্মায় ওকে আটকে রেখে যাওয়া হয়েছে তারা খুব সহজ সরল মানুষ। ও যে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে পারে সেটা তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। যারা ওকে অজ্ঞান করে এখানে রেখে গেছে তাঁদের কেউ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নেই সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। আগামীকাল হয়তো তাদের কেউ আসবে এখানে।

"যে কোন ভাবে বেরোতে হবে এখান থেকে," নিজেকেই বললো ভিক্টোরিয়া।

টেবিলটার কাছে গিয়ে লোকটার দিয়ে যাওয়া ট্রে থেকে খাবার নিয়ে খেতে শুরু করলো। পেটে কিছু না পড়লে শরীর দূর্বল হয়ে যাবে, তখন চাইলেও কিছু করতে পারবে না। দুপুর বেলার মতনই একই খাবার দেয়া হয়েছে তবে এবার সাথে দেয়া হয়েছে কমলার মত দেখতে একটা ফল।

দ্রুত খাবারগুলো শেষ করে পানি খেয়ে নিলো ও। জগটা টেবিলের ওপর নিচে নামিয়ে রাখার সময় কিছু পানি ছলকে নিচে পড়ে গেলো। সাথে সাথে সেখানকার মাটি রূপান্তরিত হলো থকথকে কাদায়। সেটা দেখে হঠাৎই একটা বুদ্ধি খেলে গেলো ওর মাথায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চাবিটা কি এখনও লাগানো আছে দরজার ওপাশে?

সূর্য ডুবে গেছে প্রায়। খুব দ্রুত নেমে আসবে অন্ধকার। দরজার কাছে গিয়ে কি-হোলে চোখ রাখলো ও। ওপাশ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে না। তারমানে চাবিটা লাগানোই আছে। এখন ওর দরকার খোঁচা দেবার মত কিছু একটা। পেন্সিল বা ফাউন্টেইন পেন, যেকোন কিছু হলেই চলবে। ওর হ্যান্ডবাগটা থাকলে ভালো হতো, কিন্তু সেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভ্রু কুঁচকে আশেপাশে চোখ বোলালো। কিন্তু খাবারের সাথে দেয়া চামচটা ছাড়া কিছুই চোখে পড়লো না। ওটা আপাতত কোন কাজে আসবে না। আবার বসে বসে কিছুক্ষণ ভাবলো । এরপর জুতা খুলে ভেতর থেকে চামড়ার পাতলা সোলটা বের করে আনলো। পেঁচিয়ে নিলো জিনিসটা।*কাজ চলবে মনে হচ্ছে*- ভাবলো।

এরপর কাজে লেগে পড়লো সাবধানে। কি-হোলে পেঁচানো জিনিসটার সহায়তায় খোঁচা দিতে লাগলো জোরে জোরে। সৌভাগ্যবশত চাবিটা বেশি শক্ত ভাবে লাগানো ছিলনা, বিধায় কয়েকবার খোঁচা দিতেই খুলে নিচে পড়ে গেলো। ওটা মাটিতে পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পেল ভিক্টোরিয়া।

দিনের আলো পুরোপুরি নিভে যাবার আগে পরের কাজটুকু করতে হবে- নিজেকেই বললো ও। পানির জগটা নিয়ে এসে দরজার চৌকাঠের কাছটায়, যেখান থেকে চাবিটা বের করে আনতে সুবিধা হবে, সেখানে পানি ঢেলে দিলো। আস্তে আস্তে চামচটার সহায়তায় একটা হাত বাইরে বের করার মত

BanglaBook.org

গর্ত করতে সক্ষম হলো ও। শুয়ে পড়ে সেদিক দিয়ে উঁকি দিলো বাইরে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। জামার আস্তিন গুটিয়ে গর্তটায় হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলো চাবিটা। অবশেষে ওর একটা আঙুল কোনমতে নাগাল পেলো ওটার, কিন্তু সেটার সাহায্যে চাবিটা ভেতরে নিয়ে আসা সম্ভব না। শেষ ভরসা হিসেবে হাতে চামচটা নিয়ে চাবিটা খোঁজার চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর অবশেষে সক্ষম হলো সেটা ভেতরে নিয়ে আসতে।

নিজের কাজে নিজেই অভিভূত হয়ে চুপচাপ দরজার পাশে বসে থাকলো ভিক্টোরিয়া। কাদামাখা হাতে চেপে রেখেছে চাবিটা। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে জায়গামতো চাবিটা ঢুকিয়ে ঘুরালো একবার। মৃদু একটা আওয়াজ করে খুলে গেলো দরজাটা। ওটার ফাঁক দিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিলো ও। আরেকটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে বাইরে, সেটার শেষে আরেকটা দরজা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পা টিপে বাইরে বেরিয়ে আসলো ভিক্টোরিয়া। এই ঘরটার ছাদে এবং মেঝেতে কয়েক জায়গায় ফুটো। আর দরজাটার বাইরে একটা সিঁড়ি। ওপরতলা থেকে সরাসরি বাগানে নেমে গেছে ওটা।

এটুকুই দেখার দরকার ছিল ভিক্টোরিয়ার। আবার আগের জায়গায় ফিরে আসলো ও। আজকে রাতে আর ওপরে আসবে বলে মনে হয় না। আরো বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। যে গ্রামে বা ছোট শহরে আটকে রাখা হয়েছে ওকে, সেটা ঘুমিয়ে পড়লে তখন বের হবে।

আরেকটা জিনিস চোখে পড়েছে ওর। বাইরের ঘরে এক কোণায় স্তূপ করে রাখা হয়েছে কিছু কালো কাপড়। স্থানীয়রা *'অ্যাবা'* বলে ওটাকে। ওর ইউরোপিয়ান পোশাক ঢেকে রাখতে কাজে দেবে ওটা।

কতক্ষন অপেক্ষা করলো সেটা বলতে পারবে না ভিক্টোরিয়া। ওর কাছে মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। এরপর একসময় কমে এলো বাইরের কোলাহল। গ্রামোফোনে যে আরবী গানগুলো বাজছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলো, কারো কাশির আওয়াজ কিংবা কথা বলার আওয়াজ আসছে না এখন, মহিলাদের উচ্চস্বরে হাসার শব্দ কিংবা বাচ্চাদের কান্নার শব্দও বন্ধহয়ে গেছে।

দূর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে এলো এসময়, সেই সাথে চিৎকার করে উঠলো অনেকগুলো কুকুর। এই আওয়াজগুলো সারারাতই থাকবে- জানে ও।

"এখনই সময়," বলে উঠে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া।

কিছুক্ষণ পর বাইরে বের হয়ে এসে চাবিটা ঢুকিয়ে রাখলো আগের জায়গায়। এরপর কালো কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়ালো। আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ওকে পথ দেখানোর মত যথেষ্ঠ

BanglaBook.org

আলো ছড়াচ্ছে ওটা। খুব সাবধানে সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো ও। একদম নিচের ধাপটার কাছে এসে থেমে গেলো। কারো নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে।

পা টিপে টিপে বাগানে বেরিয়ে এলো ও। এরপর পামগাছ গুলোর দিকে হাঁটতে লাগলো সন্তর্পণে। খেয়াল রাখছে যাতে শুকনো পাতায় পা না পড়ে। কিছুক্ষনের মধ্যে পাম বাগান পেরিয়ে একটা সরু রাস্তায় এসে উঠলো। মাটির তৈরি বাড়িগুলোর ফাঁক গলে এগিয়ে গেছে ওটা। যত দ্রুত গতিতে সম্ভব পা চালাতে লাগলো ভিক্টোরিয়া।

কয়েকটা নেড়ি কুকুর পিছু পিছু আসতে লাগলো ওর। ঘেউ ঘেউ করছে থেকে থেকে। রাস্তা থেকে পাথর তুলে নিয়ে ওগুলোর একটার দিকে ছুঁড়ে মারলো ও। সাথে সাথে লেজ তুলে পালালো সবগুলো। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ভিক্টোরিয়া। আর কয়েকবার মোড় ঘোরার পর একটা চওড়া রাস্তা চোখে পড়লো ওর, মূল সড়ক। ওটা দিয়ে প্রায় আধঘন্টা মত হাঁটার পর একটা ব্রিজে এসে উঠলো ও। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নাম না জানা কোন ছোট নদী। কুকুরগুলো ছাড়া আর কারও চোখে পড়েনি ও। ব্রিজটার ওপাশে শুধুই শূন্যতা। আর কিছু না ভেবে দৌড়ানো শুরু করলো ভিক্টোরিয়া। দম ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত দৌড়েই গেলো।

গ্রামটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে এতক্ষণে। চাঁদ একদম মাথার ওপরে। ওর ডানে বামে আর সামনে শুধু পাথুরে জমি, মনুষ্য বসবাসের কোন চিহ্ন নেই। দেখে একদম সমান্তরাল মনে হলেও জায়গায় জায়গায় খানা খন্দে ভর্তি। এ পর্যন্ত মনে রাখার মত কিছু চোখে পড়েনি। যে রাস্তাটা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সেটা ওকে কোথায় নিয়ে যাবে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। তারা দেখে দিক নির্দেশ করাযায় এটা সবসময় শুনে এসেছে ভিক্টোরিয়া, কিন্তু ওর নিজের সে অভিজ্ঞতা নেই। এই অপার বিশালতা মনে কাঁপন ধরিয়ে দিলেও পিছনে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। সামনেই এগিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেবার পর আবার চলা শুরু করলো ও। একবার পেছনে ফিরে দেখে নিলো কেউ ওকে তাড়া করছে কিনা। কেউ নেই সেদিকে। তারমানে ও যে পালিয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারেনি এখনও । অজানার উদ্দেশ্যে আরও প্রায় সাড়ে তিন মাইলে পারি জমালো ও।

ভোরের আলো যতক্ষণে ফুটতে শুরু করলো, ভিক্টোরিয়ার সারা দেহ ততক্ষণে ক্লান্ত, অবসন্ন। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সূর্যোদয় দেখে ও ধারণা করলো যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু সে কোথায় আছে সেটা না জানা থাকায় এই তথ্যটা কোন কাজেই আসবে না।

BanglaBook.org

আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর রাস্তার ধারে ছোট একটা টিলা চোখে পড়লো ওর। রাস্তা ছেড়ে সেটার দিকে এগিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। হাচড়ে পাচড়ে চড়ে বসলো ওটার চুড়ায়।

এখান থেকে ওর চারিদিকে ভালোমতো নজর বোলানো যাবে। যা দেখলো, সেটা আবারো কাঁপন ধরিয়ে দিলো ওর বুকে। কিছুই নেই চারপাশে, ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া। কিন্তু এই ভোরের আলোয় দৃশ্যটা দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে, সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হলো ভিক্টোরিয়া। একেই হয়তো বলে *ভয়ংকর সুন্দর*।

"এখন বুঝতে পারছি," মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া।*"পৃথিবীতে একদম একা-* এই কথাটার অর্থ কি"।

এখানে সেখানে কিছু কাঁটা গাছের ঝোপ আর টুকরো টুকরো ঘাস। এছাড়া জীবনের কোণ চিহ্ন নেই, কোথাও কোন ফসলের ক্ষেতও চোখে পড়লো না। এই গোটা অঞ্চলে এই মুহূর্তে জীবিত আছে একজনই- ভিক্টোরিয়া জোন্স।

যে গ্রামটা থেকে পালিয়েছে ও সেটারও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। যে রাস্তাটা পেছনে ফিরে এসেছে সেটা যেন অসীমে মিলিয়ে গেছে। ও এতদূর হেঁটে এসেছে যে গ্রামটাও দেখা যাচ্ছে না- এটা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। আতঙ্কের ঘোরে কিছুক্ষণ ভাবলো যে পেছনে ফিরে যাবে কিনা। সেদিকে গেলেই একমাত্র দেখা মিলবে সভ্যতার।

ভাবতে লাগলো ভিক্টোরিয়া। পালাতে চেয়েছিল ও-সেটা পেরেছে। কিন্তু পালানোর পরে আরো বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর যে দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছে ও, কোন গাড়িতে করে সে দূরত্ব অতিক্রম তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগবে। ও পালিয়েছে সেটা জানার পরেই নিশ্চয়ই খোঁজ শুরু হবে। কেউ যদি গাড়ি নিয়ে তাড়া করে তাহলে কোথায় লুকোবে ও সেটা ভেবে পেলো না। কিছুই নেই যার আড়ালে দাড়াতে পারবে। যে *অ্যাবা'টা* সাথে করে নিয়ে এসেছে সেটা জড়িয়ে নিলো গায়ে। আয়না না থাকায় বুঝতেও পারছে না যে কেমন দেখাচ্ছে ওকে। যদি পায়ের ইউরোপিয়ান জুতোটা খুলে নেয় আর খালিপায়ে হাঁটতে থাকে তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। একজন আরব মহিলার সাথে খুব কমই পার্থক্য থাকবে ওর তখন। কেউ সন্দেহও করবে না চেহারা না দেখা যাওয়ায়। একজন আরব মহিলাকে, সে যত গরীব কিংবা জীর্ণ পোশাকেরই হোক না কেন, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এই অঞ্চলে সেটা অভদ্রতা আর অসম্মানের বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু সেভাবে করে কি পশ্চিমা কাউকে ধোঁকা দিতে পারবে? কিন্তু আপাতত আর কোন পথ খোলা নেই ওর জন্যে।

BanglaBook.org

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, পানি পিপাসাও পেয়েছে প্রচ- । এই মুহূর্তে আর সামনে এগোনো সম্ভব হবে না ওর পক্ষে । অগত্যা এই টিলার ছায়ায় শুয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো । কোন গাড়ি আসলে অনেক দূর থেকেই সেটার শব্দ শুনতে পারবে ও । তখন মাটির সাথে একদম সমান্তরালে শুয়ে থেকে সেটার আরোহীদের দৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে ।

কিন্তু এই মুহূর্তে সভ্যতায় ফিরে যাবা খুবই দরকার ভিক্টোরিয়ার জন্যে । সেটা করার একমাত্র উপায় হলো কোন ইউরোপিয়ানের গাড়ি থামিয়ে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা । কিন্তু ও নিশ্চিত হবে কিভাবে যে সেই ইউরোপিয়ান শত্রুপক্ষের সদস্য নয়?

এসব দুশ্চিন্তা করতে করতে অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘুমিয়ে পড়লো একসময় । ক্লান্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো ।

ঘুম ভেঙে দেখলো সূর্য একদম মাথার উপরে উঠে এসেছে । প্রচ- গরম আর ক্লান্ত লাগছে- পানি পিপাসাও বেড়ে গেছে বহুগুণে । গুঙিয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়া, কিন্তু পরক্ষণেই জমে গেলো । কিসের যেন শব্দ ভেসে আসছে- কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগলো । একটা মোটর গাড়ির শব্দ । খুব সাবধানে মাথা উঁচু করলো ও । গ্রামটার দিক থেকে আসছে না গাড়িটা, বরং সেটার দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ ওর খোঁজে বের হয়নি ওটা । এই মুহূর্তে দূরে একটা বিন্দুর মত মনে হচ্ছে ওটাকে । শুয়ে থেকেই ওটাকে কাছে আসতে দেখতে লাগলো ও । যদি একটা দূরবীন থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো ।

কিছুক্ষণের জন্যে ওর দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো গাড়িটা । এরপরেই বেরিয়ে এলো নিচু রাস্তা থেকে । এখন আর খুব বেশি দূরে নেই ওটা । চালকের আসনে বসে আছে এক আরব আর তার পাশের সিটে এক ইউরোপিয়ান ।

"সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে," মনে মনে বললো ও । এটাই কি ওর সুযোগ? রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটা থামানোর চেষ্টা করবে?

তেমনটা করারই প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় একটা কথা মনে হলো ওর । যদি এটা শত্রুপক্ষের কেউ হয়? তখন?

এই মুহূর্তে একদম নিশ্চিত হয়ে তো বলা আর সম্ভব না । এই জনশূণ্য রাস্তাটা দিয়ে প্রথমবারের মত এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি । এছাড়া এপর্যন্ত আর কিছু চোখে পড়েনি ।নাকোন ট্রাক, নাকোনলরি । কিংবা গাধার পিঠে মাল চাপিয়েও কাউকে হেঁটে যেতে দেখেনি । এটা হয়তো ও যে গ্রামটা থেকে পালিয়েছে সেটার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছে.....

কি করবে ও? এমন একটা নাজুক সিদ্ধান্ত হবে যেটার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু । যদি লোকটা শত্রুপক্ষের কেউ হয়, তাহলে শেষ হয়ে যাবে

BanglaBook.org

সবকিছু। আর সে যদি শত্রুপক্ষের না হয়ে থাকে, তাহলে এটাই হয়তো ওর উদ্ধার পাবার একমাত্র সুযোগ। ওর পক্ষে এরকম পরিবেশে, তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে আর হাঁটা সম্ভব হবে না। সেরকমটা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা পড়বে ও। তাহলে কি করবে?

নিচু হয়ে ভাবছে এসময় অকস্মাৎ গাড়িটাকে ব্রেক কষতে শুনলো। ওদিকে তাকিয়ে দেখলো রাস্তা ছেড়ে পাথুরে জমির ওপর নেমে গেছে ওটা। এগিয়ে আসছে টিলাটার দিকে।

ওকে দেখে ফেলেছে! খুঁজছে এখন!

হামাগুড়ি দিয়ে টিলার অন্য পাশে চলে আসলো ও। গাড়িটা থেমে গেলো কিছুক্ষন পরেই,দরজা খুলে নেমে আসলো কেউ।

কিছুক্ষণ কিছুই ঘটলো না। এরপর হঠাৎ করেই একজনকে দেখতে পেলো ও। টিলাটা ঘুরে এপাশে এসেছে সে। কিছুটা ওপরে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছে। মাঝে কয়েকবার নিচু হয়ে পাথর তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলো। মনে হয় না ভিক্টোরিয়াকে দেখেছে সে। তবে লোকটা যে ইংরেজ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। ওকে দেখে যেন জমে গেলো লোকটা। তাকিয়ে থাকলো অবাক চোখে।

"আপনাকে এখানে পেয়ে খুব ভালো হয়েছে আমির," বললো ভিক্টোরিয়া।

লোকটা তবুও তাকিয়ে থাকলো চোখ বড় বড় করে।

"আপ-আপনি," তোতলানো শরু করলো, "আপনি ইংরেজ? কিন্তু-"

হেসে উঠে *'অ্যাবা'টা* খুলে ফেললো ভিক্টোরিয়া।

"অবশ্যই আমি ইংরেজ," বললো, "আপনি কি দয়া করে আমাকে বাগদাদে নামিয়ে দিতে পারবেন?"

"বাগদাদ থেকেই আসছি আমি, ওদিকেআর যাচ্ছি না আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। কিন্তু আপনি এরকম একটা জায়গায় একা একা কি করছেন?"

"অপহরণ করা হয়েছিল আমাকে," বললো ভিক্টোরিয়া। "এক হেয়ার ড্রেসারের কাছে চুলে শ্যাম্পু করাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ক্লোরফোর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে । জেগে উঠে দেখি এক প্রত্যন্ত গ্রামে কয়েকজন আরবের জিম্মায় আটকে রাখা হয়েছে আমাকে"।

এই বলে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকটায় ইঙ্গিত করলো ভিক্টোরিয়া।

"মান্ডালিতে?"

BanglaBook.org

"জায়গাটার নাম জানি না। গতরাতে সেখান থেকে পালিয়েছি আমি। এরপর সারারাত হেঁটে এখানে এসেছি। ইচ্ছে করেই টিলার ওপাশে লুকিয়ে ছিলাম এই ভেবে যে আপনি যদি শত্রুপক্ষের কেউ হন!"

চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। পয়ত্রিশের আশেপাশে হবে তার বয়স, সোনালী চুল, চেহারা কিছুটা লাল হয়ে আছে গরমে। কথা বলার ভঙ্গি শুনেই বোঝা যায় যে শিক্ষিত একজন লোক। গলায় চেনের সাহায্যে ঝুলে থাকা চশমাটা চোখে দিয়ে আবারো ওর দিকে তাকালো সে। সে দৃষ্টিতে এখন অবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পারছে ভিক্টোরিয়া।

সাথে সাথে কথা বলা শুরু করলো ও-

"বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলছি না আমি, বিশ্বাস করুন!"

লোকটার চোখের দৃষ্টির কোন পরিবর্তন হলো না।

"ঘটনাটা অদ্ভুত," ঠা-া স্বরে বললেন তিনি।

শঙ্কা ভর করলো ভিক্টোরিয়ার মনে। এই ভেবে নিজেকে দুর্ভাগা মনে হচ্ছে তার যে খুব সহজেই একটা মিথ্যা কথাকে সত্যের মতন করে বলতে পারে ও। কিন্তু যখন সত্য কথা বলে তখন কেন যেন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

"আপনার কাছে যদি পানিয় জাতীয় কিছু না থাকে তাহলে তৃষ্ণার চোটে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবো আমি," বললো ও। "অবশ্য আপনি আমাকে এখানে একা ফেলে চলে গেলে এমনিতেও মারা যাবো"।

"একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের পক্ষে কখনোই তেমনটা করা সম্ভব নয়," লোকটা বললো, "আর একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলারও এরকম একটা জায়গায় একা একা ঘুরে বেড়ানো উচিৎ নয়। আপনার ঠোঁটের চামড়া তো ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়..... আব্দুল"।

"সাহিব?"

গাড়ি থেকে নেমে আসলো চালক লোকটা।

আরবীতে তাকে কিছু নির্দেশ দিলো ইংরেজ ভদ্রলোক। সাথে সাথে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে একটা থার্মোফ্লাস্ক আর বেকলাইট কাপ নিয়ে আসলো সে।

এক চুমুকে পানিটুকু খেয়ে ফেললো ভিক্টোরিয়া।

"আহ," বললো, "এখন ভালো লাগছে কিছুটা"।

"আমার নাম রিচার্ড বেকার," ইংরেজ লোকটা বললো।

"আমি ভিক্টোরিয়া জোনস," জবাবে বললো ও। ওর কথাগুলো যাতে আরও গুরুত্বের সাথে নেয় লোকটা সেজন্যে যোগ করলো, "ডক্টর পন্সফুট জোনস আমার চাচা। তার সাথে কাজে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি"।

BanglaBook.org

"কি কাকতালীয় ব্যাপার, বলুন দেখি!" অবাক স্বরে বললো রিচার্ড, "আমিও সেখানেই যাচ্ছি। এখান থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে ওটা। একদম ঠিক লোকটার হাতেই উদ্ধার হয়েছেন আপনি, তাই না?"

যদি বলা হয় লোকটার কথা শুনে অবাক হলো ভিক্টোরিয়া তাহলে কম বলা হবে। একদম কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে যা বোঝায় ! কোন কথা বেরুলো না ওর মুখ দিয়ে- যেটা একদমই বেমানান ওর সাথে। চুপচাপ রিচার্ড বেকারের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠলো ও।

"আপনি বোধহয় একজন নৃতত্ত্ববিদ," বললো রিচার্ড। "শুনেছিলাম যে আসবেন, কিন্তু এত দ্রুত এসে পড়বেন সেটা ভাবিনি"।

এরপর পকেট থেকে কয়েকটা ভাঙা তৈজসপত্রের টুকরো বের করে দেখতে লাগলেন তিনি। ভিক্টোরিয়া বুঝতে পারলো এগুলোই লোকটা সংগ্রহ করেছে টিলাটা থেকে।

"ওটা আসলে একটা বাজারের ধ্বংসাবশেষ," টিলাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো লোকটা। "এরকমটা আগেও চোখে পড়েছে আমার। পার্থিয়ান কিংবা অ্যাসাইরিয়ান হবে। এটা দেখে ভালো লাগছে যে এরকম বিপদের মধ্যেও টিলাটা দেখতে গিয়েছেন আপনি," শেষের কথাটা বলার সময় মুখে হাসি ফুটলো তার।

কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলো ভিক্টোরিয়া। যা ভাবছে ভাবুক লোকটা, ভুল শুধরিয়ে দেয়ার মানে হয় না। ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে দিলে চলতে শুরু করলো গাড়িটা।

এখন কিছু বলে লাভও হবে না। প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের সাইটটাতে পৌঁছুনো মাত্র ওর আসল মুখোশ খুলে যাবে। এরকম বিরান এক প্রান্তরে কিছু বলার চেয়ে ওখানে গিয়ে সবকিছু খুলে বলাই ভালো হবে। বলা যায় না, ওকে যদি নামিয়ে দেয় লোকটা? কিন্তু সেখান থেকে নিশ্চয়ই বাগদাদে যাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারবে। আর ডক্টর পন্সফুট জোনসের ওখানে পৌঁছাবার আগে গাড়িতে বসেই যদি কিছু ভেবে বের করে ফেলতে পারে তাহলে তো কথাই নেই, নিজের কল্পনা শক্তির ওপর ভরসা আছে ওর।

এই লোকটা যেভাবে ভ্রু কুঁচকিয়ে সন্দেহের চোখে তাকায় সেটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। আশা করা যায় ডক্টর পন্সফুট জোনস হয়তো সহজেই বিশ্বাস করবেন ওর কথা।

"মান্ডালিতে যাবো না আমরা," সামনের সিট থেকে পেছনে ফিরে বললো রিচার্ড বেকার। "তার আগেই ডানে মোড় নেবো। অবশ্য এরকম জায়গায়

BanglaBook.org

সঠিক দিক নির্বাচন করা খুব কঠিন। মনে রাখার মত কিছু চোখে পড়ে না মাইলের পর মাইল"।

কিছুক্ষণ পর আব্দুলের উদ্দেশ্যে আরবীতে কিছু বললে সোজা পাথুরে জমির ওপর তুলে দিলো সে গাড়িটা। এরপরের সময়টুকু বারবার আরবীতে বলে আর হাত দিয়ে দেখিয়ে কোন দিকে চালাতে হবে বলতে লাগলো রিচার্ড -একবার বামে, একবার ডানে । একসময় তার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পেলো ভিক্টোরিয়া।

"এখন ঠিক পথে যাচ্ছি আমরা," বললো সে।

কোন পথই অবশ্য চোখে পড়লো না ভিক্টোরিয়ার। কিন্তু খেয়াল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুঝলো গাড়ির যাতায়তের চিহ্ন ফুটে উঠেছে রাস্তায়। চাকার ছাপ দেখা যাচ্ছে।

আরো কিছুদূর এগোনোর পর স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছাপ। এসময় হঠাৎ করেই আব্দুলকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিলো রিচার্ড।

"আপনাকে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখাবো এখন," ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বললো সে। "আপনি যেহেতু নতুন এসেছেন এই দেশে, এই দৃশ্য আগে দেখেননি, আমি নিশ্চিত"।

রাস্তা দিয়ে দু'জন আরব লোক হেঁটে আসছিলো। একজনের কাঁধে ছোট একটা বেঞ্চ সদৃশ বস্তু আরেকজনের কাছে পিয়ানোর আকৃতির আরেকটা নাম না কাঠের জিনিস।

তাদের উদ্দেশ্যে ডেকে উঠলো রিচার্ড। হাসিমুখে তার উত্তর দিলো লোকদুটো। রিচার্ড পকেট থেকে সিগারেট বের করে দিলে হাসি আরো উজ্জ্বল হলো।

এরপর ওর দিকে তাকালো রিচার্ড।

"সিনেমা দেখতে ভালো লাগে আপনার? তাহলে দারুণ একটা জিনিস অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে" ।রিচার্ড লোকদু'টোকে কিছু বললে খুশিমনে রাজি হলো তারা। রাস্তার ওপরেই বেঞ্চটা পেতে সেখানে বসার ইঙ্গিত করলো ভিক্টোরিয়া আর রিচার্ডকে। এরপর পিয়ানোর মত জিনিসটা একটা স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করালো তারা। ভিক্টোরিয়া খেয়াল করলো যে দুটো চোখ রাখার ফুটো আছে জিনিসটার গায়ে।

"এটা তো দেখি বায়োস্কোপ!" অবাক স্বরে বললো ও।

"অনেকটা সেরকমই," হাসিমুখে বললো রিচার্ড।

ভিক্টোরিয়া চোখ রাখলো যথাস্থানে। একজন লোক একটা হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করলো আর অন্যজন সুর করে বলতে শুরু করলো কিছু একটা।

"কি বলছে সে?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

রিচার্ড ওর জন্যে অনুবাদ করে দিলো আরবী কথাগুলো।

"প্রস্তুত হন। প্রস্তুত হন সবাই, এক ভীষণ যাত্রার জন্যে। অদ্ভুত কিছু দেখতে চলেছেন আপনারা"।

হঠাৎ করে বাক্সটার ভেতরে ছবি ভেসে উঠলো এসময়। একজন আফ্রিকান লোককে গম বুনতে দেখা যাচ্ছে।

"অ্যামেরিকায় ফেল্লাহিন," রিচার্ড বললো, লোকটার কথা অনুবাদ করে।

এরপরঃ

"প্রাচ্যের শাহের স্ত্রী। সম্রাজ্ঞী ইউজিন, হাতে একটা লম্বা আংটি তার। মন্টেনেগ্রোর রাজপ্রাসাদ। লন্ডনের রাস্তা"।

অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছবির সমাহার। একটার সাথে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই। অদ্ভুত অদ্ভুত বর্ণনা একেকটার।

ইন্ডিয়ার তাজমহল, সুইজারল্যান্ডের স্কেটার আর স্পেনের ষাড়ের লড়াইয়ের মাধ্যমে শেষ হলো প্রদর্শনী।

"কেমন লাগলো এ ছবির সমাহার? পুরো পৃথিবী জুড়ে আছে হরেক রকমের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। ওগুলোরই ছোট্ট কিছু নিদর্শন দেখলেন মাত্র। আশা করি আপনাদের দেয়া সম্মানীটুকুও হবে এই দৃশ্যগুলোর সাথে মানানসই"।

হাসিমুখে বাক্সটা থেকে চোখ সরালো ভিক্টোরিয়া।

"আসলেও দারুণ!" বললো ও। "না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না যে এরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে!"

বায়োস্কোপওয়ালাদের মুখেও চওড়া হাসি। নিজেদের কাজে মুগ্ধ তারাও। উঠে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া। সাথে সাথে এতক্ষন বেঞ্চটার অন্যপাশে বসে থাকা রিচার্ড পড়ে গেলো মাটিতে, বেকায়দা ভঙ্গিতে। দ্রুত ক্ষমা চেয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ভিক্টোরিয়া। উপযুক্ত সম্মানীই লোকদুটোকে দিলো রিচার্ড। এরপর আরো কিছুক্ষণ কুশলাদি বিনিময় শেষে, বিদায় নিয়ে পরম করুণাময়ের নামে রওনা দিলো তারা। আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলো রিচার্ড আর ভিক্টোরিয়া। চলতে শুরু করলো ওটা।

"কোথায় যাচ্ছে তারা?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"সারা দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায় ওরা। প্রথমবার মৃত সাগর থেকে আম্মান যাওয়ার পথে ট্রান্সজর্ডানে তাদের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। এখন কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, অবশ্য পথিমধ্যে নাম না জানা বিভিন্ন গ্রামে বায়োস্কোপ দেখাতে দেখাতে যাবে।

"কেউ তাদের গাড়িতে করে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাবও দিতে পারে," বললো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

"প্রস্তাব দিলেও তারা সেটা গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। একবার বাসরা থেকে বাগদাদ আসার পথে এক বয়স্ক লোককে গাড়িতে ওঠার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি। যখন তাকে জিজ্ঞেস করি যে কবে নাগাদ পৌঁছাবার আশা করছেন তিনি, বলেন যে দু মাসের মধ্যে পৌঁছুতে পারলেই হবে। তখন তাকে বলি যে গাড়িতে উঠলে সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই তাকে সেখানে নামিয়ে দিতে পারবো আমি। কিন্তু না করে দেন তিনি। বলেন যে দুমাস সময় লাগিয়ে সেখানে যতে কোন অসুবিধেই হবে না তার। আমরা যেভাবে সময়ের হিসেব করে অভ্যস্থ এখানকার লোকেরা তা নয়। সময়ের মূল্য খুবই কম তাদের কাছে, তারচেয়ে জীবনকে উপভোগ করাটাই শ্রেয় মনে করে"।

"এতদিন যা দেখলাম এখানে, আপনার কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না"।

"আরবরা আমাদের মত পশ্চিমা লোকদের সবকিছুর মধ্যে তাড়াহুড়ো করাটাকে ভালো চোখে দেখে না। আর আমরা যে সোজা কাজের কথা বলা শুরু করি, কোন প্রকার কুশলাদি বিনিময় না করে- সেটা অত্যন্ত অভদ্র আচরণ বলে মনে করে তারা। সেজন্যে এসব জায়গায় সবসময় এক দু ঘন্টা সবকিছু নিয়ে আলাপ আলোচনা করে এরপর হয়তো কাজের কথা তুলতে পারেন। কিছু না বলতে পারে বসে বসে শুধু শুনবেন, তাও হবে'।

"লন্ডনে অফিসে বসে যদি এরকম করতাম আমরা, তাহলে তো অনেক সময় নষ্ট হতো"।

"হ্যাঁ। কিন্তু আবার আমরা একই ভুল করছি। সময় কি? আর সেটা নষ্টই বা হবে কেন?"

কিছুক্ষণ কথাগুলো নিয়ে চুপচাপ ভাবলো ভিক্টোরিয়া। গাড়িটা এখনও এগিয়ে চলেছে একই রকম ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে।

"জায়গাটা আর কতদূর?" অবশেষে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"তেল আসাদ? একদম মরুভূমির মাঝে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিগুরাত চোখে পড়বে আপনার। এখন বামে তাকান, আমি যেদিকে নির্দেশ করছি"।

"ওগুলো কি মেঘ? জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "বলবেন না যে পাহাড়চূড়ো!"

"হ্যাঁ, পাহাড়চূড়োই। কুর্দিস্তানের তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলেই একমাত্র ওগুলো চোখে পড়বে"।

দৃশ্যটা খুবই মনে ধরল ভিক্টোরিয়ার। এরকম পথ দিয়ে যদি অনন্তকাল ধরে চলতে পারতো!

কিন্তু পরক্ষণেই ডক্টর পন্সফুট জোনসের মুখোমুখি হবার কথা ভেবে মনে মনে কুঁকড়ে গেলো ও। ওরকম মিথ্যা না বললে কি হতো? লোকটা কেমন হবে?

BanglaBook.org

মুখে দাড়ি আর চোখে চশমা থাকবে নিশ্চয়ই। ওর মনের পর্দায় ফুটে উঠলো- সেই চশমার পেছন থেকে ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। যাইহোক, ডক্টর পন্সফুট জোনস যেরকম ব্যবহারই করুক না কেন ওর সাথে, ক্যাথেরিন আর ডক্টর র‍্যাথবোনের পরিকল্পনা তো নস্যাত করতে পেরেছে ও। সেটাই কম কি?

"ঐ যে," রিচার্ড বললো।

সামনের দিকে দেখাচ্ছে সে। দূরে একটা বিন্দু চোখে পড়লো ভিক্টোরিয়ার।

"অনেক অনেক দূরে মনে হচ্ছে," বললো ও।

"আরে নাহ, মাত্র কয়েক মাইল। খুব শিঘ্রই ভালোমতো দেখতে পাবেন"।

সত্যি সত্যিই বড় হতে শুরু করলো বিন্দুটা। কিছুক্ষণের মধ্যে রূপান্তরিত হলো একটা টিলায়। এরপর ভিক্টোরিয়া খেয়াল করলো যে একটা না বেশ কয়েকটা টিলা সেখানে। এগুলোকে *"তেল"* বলে স্থানীয় ভাষায়। টিলাগুলোর একপাশে দোতলা একটা ইটের দালান।

"ওখান থেকেই সব কাজ হয়," বললো রিচার্ড।

ওরা সেখানে পৌঁছুবার সাথে সাথে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো অনেকগুলো কুকুর। একটু ভয় পেলো ভিক্টোরিয়া।

ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলো কয়েকজন ভৃত্য, উজ্জ্বল হাসি লোকগুলোর নিরীহ চেহারায়।

তাদের সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বললো রিচার্ডঃ

"আপনি যে এত দ্রুত এসে পড়বেন সেটা জানতো না ওরা। কিন্তু দ্রুতই আপনার থাকার ব্যবস্থা করে ফেলবে। এখনই গরম পানির কাছে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনি নিশ্চয়ই হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেবেন এখন? ডক্টর পন্সফুট জোন্স এখন *তেলের* অন্য অংশে কাজে ব্যস্ত। তার কাছে যাচ্ছি আমি। ইব্রাহিম দেখাশোনা করবে আপনার"।

তিনি চলে গেলেহাসিমুখে ভিক্টোরিয়াকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো ইব্রাহিম নামের লোকটা। বাইরের উজ্জ্বল আলো থেকে ভেতরে আসার পর প্রথমে সবকিছু বেশি অন্ধকার মনে হলো ভিক্টোরিয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সয়ে এলো চোখ। একটা লিভিংরুম পার করে আসলো ওরা। অনেকগুলো টেবিল আর আর্মচেয়ার পাতা সেখানে। এরপর উঠোনের মধ্যে দিয়ে বাড়ির অন্যপাশের একটা ঘরে নিয়ে আসলো ওকে ইব্রাহিম। একটা ছোট জানালা আছে ঘরটায়। একটা বিছানা, ওয়ার্ডরোব আর বড় টেবিল চোখে পড়লো ওর। টেবিলটার ওপরে একটা বেসিন। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম পানি আর শক্ত তোয়ালে নিয়ে ফিরলো ইব্রাহিম। তারপর কি মনে হতে যেন দ্রুত

BanglaBook.org

আবার বাইরে গিয়ে একটা আয়না নিয়ে এসে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলো। এরপর মাথা নিচু করে বের হয়ে গেলো।

হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হতে পারবে ভাবতেই স্বস্তি ভর করলো ভিক্টোরিয়ার মনে। এতক্ষনে ওর খেয়াল হয়েছে যে ধূলোর আস্তর জমে গেছে হাতে পায়ে।

"নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আমাকে," নিজের উদ্দেশ্যেই বলে আয়নাটার দিকে এগিয়ে গেলো ও।

কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলো নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

ওখানে যাকে দেখা যাচ্ছে সে তো ভিক্টোরিয়া জোনস নয়!

এরপরেই ব্যাপারটা ধরতে পারলো ও। ওটা ভিক্টোরিয়া জোনসই। কিন্তু কিভাবে যেন ওর চুলের রং হয়ে গিয়েছে রূপালী ধাঁচের, যাকে বলে *প্লাটিনাম* ব্লন্ড!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৯

ডক্টর পন্সফুট জোনসকে একটা সদ্য খোঁড়া গর্তের মধ্যে কাজে ব্যস্ত অবস্থায় পেলো রিচার্ড।ফোরম্যানের পাশাপাশি তিনি নিজেও উবু হয়ে একটা দেয়াল থেকে মাটির আস্তরণ সরানোর কাজ করছেন।

সহকর্মীকে দেখে স্বাগতম জানালেন তিনি।

"কি খবর তোমার, রিচার্ড? এসে গেছো তাহলে। আমি তো ভেবেছিলাম মঙ্গলবার আসবে"।

"আজকেই মঙ্গলবার"।

"তাই নাকি?"জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "এখানে এসে দেয়ালটা দেখো তো। কালকেই খোঁড়া হয়েছে প্রায় তিন ফিটের মতন। রঙের আভাস দেখতে পাচ্ছো? দারুণ না? অনেক কিছু জানা যাবে এসব থেকে"।

লাফ দিয়ে গর্তে নেমে পড়লো রিচার্ড। এরপরের আধঘন্টা দু'জন প্রত্নতত্ত্ববিদ মিলে আলোচনা করলেন তাদের নতুন আবিষ্কার নিয়ে।

"একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি," রিচার্ড বললো, "একটা কমবয়সী মেয়ে এসেছে আমার সাথে"।

"তাই? কেমন মেয়ে?"

"সে নাকি আপনার ভাইঝি"।

"আমার ভাইঝি?" খুব কষ্টে নিজেকে হাজার বছর আগের সভ্যতা থেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলে ডক্টর পন্সফুট জোনস। "আমার তো মনে হয় না কোন ভাইঝি আছে," দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন তিনি। "অবশ্য বলা যায় না..."

"আপনার সাথে কাজ করতে এখানে এসেছে সে"।

"ওহ," চিন্তার মেঘ সরে গেলো ডক্টর পন্সফুট জোন্সের চেহারা থেকে। "ভেরোনিকা বোধহয়"।

"নাম তো বললো ভিক্টোরিয়া"।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ- ভিক্টোরিয়া। ক্যামব্রিজ থেকে এমারসন জানিয়েছিল আমাকে এ ব্যাপারে। খুব কাজের নাকি মেয়েটা, নৃতত্ত্ববিদ। অবশ্য এই যুগে প্রত্নতত্ত্ব বাদ দিয়ে কেন যে ছেলেমেয়েরা নৃতত্ত্বের মত বিষয় বেছে নেয়, সেটা কখনোই বোধগম্য হয় না আমার কাছে"।

BanglaBook.org

"আপনিই তো বোধহয় একজন নৃতাত্ত্বিক পাঠাতে বলেছিলেন"।

"কিন্তু তাদের কাজ করার মত কিছু পাইনি এখনও আমরা। অবশ্য কেবল তো শুরু করেছি, সামনে হয়তো পাবো। আমি তো ভেবেছিলাম আরো দিন পনেরো পরে আসবে মেয়েটা, অবশ্য তার পাঠানো চিঠিটা বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়িনি। তারিখটা ভুল দেখেছিলাম বোধহয়।কোথায় যেন রেখেছি ওটা, খুঁজে দেখতে হবে। আমার স্ত্রী আসবে সামনের সপ্তাহে- বা এর পরের সপ্তাহে- ওর চিঠিটা যে কোথায় রাখলাম! তার সাথেই ভেনেশিয়া মেয়েটা আসবে মনে করেছিলাম- যাইহোক, অনেক মাটির জিনিস খুঁড়ে বের করা হয়েছে, ওগুলো পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করতে পারবে"।

"মেয়েটার কোন সমস্যা নেই তো?"

"সমস্যা?" ওর দিকে তাকালেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "কিরকম?"

"মানে... কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। মানসিক কোন সমস্যা হয়নি তোআগে মেয়েটার?"

"এমারসন অবশ্য বলেছিল যে ডিগ্রীর জন্যে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছে মেয়েটা, কিন্তু কোন মানসিক সমস্যার কথা তো বলেনি। কেন?"

"মানে, তাকে যখন রাস্তায় পাই আমি। একা একা ঘোরাফেরা করছিলো। ঐ যে যেখান থেকে মোড় নিতে হয়..."

"বুঝেছি কোন জায়গা," রিচার্ড কথা শেষ করার আগেই বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "একবার ওখান থেকে কিছু নুজু সিরামিকের জিনিসপত্র পেয়েছিলাম। দারুণ নমুনা ছিল ওগুলো, আসল প্রাপ্তিস্থান থেকে এতদূরে পাবো চিন্তাও করিনি"।

ইচ্ছে করেই প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত আলাপটা এড়িয়ে গেলো রিচার্ড।

"আমাকে অদ্ভুত একটা গল্প শুনিয়েছে মেয়েটা। একটা আর্মেনীয় মেয়ের কাছে চুল শ্যাম্পু করাতে গিয়ে নাকি অপহরণকারীদের কবলে পড়েছিল। ক্লোরফোর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে মান্ডালিতে নিয়ে একটা বাসায় আটকে রাখে। রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে পালায় সে"।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা দোলালো ডক্টর পন্সফুট জোনস।

"মোটেও বিশ্বাসযোগ্য কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে," বললো সে। "এই দেশের অবস্থা এখন খুবই ভালো। পুলিশ সব কিছু নিয়ন্ত্রনে রেখেছে। একদম নিরাপদ"।

"সেটা তো আমারও কথা। পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেছে মেয়েটা। এজন্যেই জিজ্ঞেস করলাম যে কোন মানসিক সমস্যা আছে কিনা মেয়েটার। এরকম অনেকেই আছে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। সব কিছুর

BanglaBook.org

মধ্যে বিপদের গন্ধ পায়। আমাদের জন্যে বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে মেয়েটা"

"আমার মনে হয় শান্ত হয়ে যাবে সে দ্রুত, ও নিয়ে তুমি বেশি ভেবো না," আশাবাদ ব্যক্ত করলেন ডক্টর জোনস। "এখন কোথায় আছে সে?"

"হাতমুখ ধুয়ে নিতে বলেছি আমি তাকে," এটুকু বলে কিছুক্ষণ ইতস্ততবোধ করে পরের কথাটা বললো রিচার্ড, "মেয়েটার সাথে কোন মাল-সামান নেই"।

"নেই? ভারি অদ্ভুত তো? সে কি ভেবেছে আমার পায়জামা নিয়ে পড়বে নাকি? মাত্র দু জোড়া পাজামা আছে আমার, তার মধ্যে একটা আবার হাঁটুর কাছ থেকে ছেড়া"।

"আগামী সপ্তাহে সাপ্লাই ট্রাক শহরে না যাওয়া পর্যন্ত মানিয়ে নিতে হবে মেয়েটাকে। কেমন যেন খটকা লাগছে আমার গোটা ব্যাপারে, এরকম একটা জায়গায় একা একা ঘুরে বেড়ানো..."

"আজকাল মেয়েরাও ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়," ডক্টর পন্সফুট জোনস বললেন। "পুরো পৃথিবী চষে বেড়ায় তারা যেমন ধরো এই জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে, কিন্তু দেখবে এখানেও ঘুরতে হাজির হয়েছে কিছু লোক। সবাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে কেন? দুপুরের খাবারের সময় হয় গেছে নাকি?চলো ভেতরে যাই আমরা," স্বভাবমতোই এক বিষয় দিয়ে শুরু করে অন্য বিষয়ে কথা শেষ করলেন ডক্টর জোনস।

*****

ভিক্টোরিয়া যেরকম ভেবেছিলো তার তুলনায় একদম ভিন্ন ডক্টর পন্সফুট জোনস। এতক্ষণ তো ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল বেচারি, কিন্তু বুড়ো প্রত্নতাত্ত্বিককে দেখেই সে ভয় কেটে গেলো।ওকে অবাক করে দিয়ে টেকো মাথার ছোটোখাট লোকটা উৎসাহী ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে।

"এসে গেছো ভেনেশিয়া... মানে ভিক্টোরিয়া," বললেন তিনি, "আমি তো ভেবেছিলাম আগামী মাসে আসবে। কিন্তু তোমাকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছি। এমারসন কেমন আছে? অ্যাজমার সমস্যা বাড়েনি আশা করি"।

কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে সাবধানী সুওে ভিক্টোরিয়া জানালো যে মিস্টার এমারসনের অ্যাজমার অবস্থা এখন ভালো।

"শরীর নিয়ে একটু বেশিই ভাবে ও," বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস, "আমার মত যদি ঘুরে বেড়াতো তাহলে একদম সুস্থ থাকতো। যাইহোক, আশা করি

BanglaBook.org

এখানে দ্রুত মানিয়ে নেবে তুমি। আমার স্ত্রীও চলে আসবে আগামী সপ্তাহে নাহলে তার পরের সপ্তাহে। যেভাবেই হোক ওর চিঠিটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে- সেখানে লেখা আছে তারিখটা। রিচার্ড বললো তোমার মালপত্র নাকি হারিয়ে গেছে? এই কয়দিন সামলে নিতে পারবে? আগামী সপ্তাহে সাপ্লাই ট্রাক যাবে শহরে"।

"আশা করি মানিয়ে নিতে পারবো," বললো ভিক্টোরিয়া, "মানিয়ে নিতে হবে আর কি, অন্য কোন উপায়ও নেই"।

"সেটাই। আমি আর রিচার্ড তোমাকে সাহায্যও করতে পারবো না বেশি এ ব্যাপারে। বাড়তি টুথব্রাশ আছে, ট্যালকম পাউডার আছে আর কয়েক বাড়তি জোড়া মোজা আছে- কিন্তু এগুলো তো বেশি কাজে আসবে না"।

"সমস্যা নেই," হাসিমুখে বললো ভিক্টোরিয়া।

"এখন পর্যন্ত তোমার গবেষণা করার মত অবশ্য কিছু খুঁজে পাইনিএখানে," ডক্টর জোনস বললেন, "কিন্তু খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু দেয়াল বের করতে পেরেছি। আর কিছু তৈজসপত্রের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে একটা গর্তে। তোমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবো আমরা, চিন্তা করো না। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে কেমন ধারণা তোমার?"

"কিছুটা জানি," শান্তস্বরে বললো ভিক্টোরিয়া। পরিচিত একটা বিষয়ের নাম শুনে কিছু স্বস্তি পেলো।

"বেশ, বেশ। নেগেটিভ থেকে ছবি ডেভেলপ করতে পারো। আমরা এখনও পুরনো প্রযুক্তিতে পড়ে আছি- প্লেট ব্যবহার করা হয় এখানে, ডার্করুমও আছে। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অভ্যস্ত, পুরনো জিনিস দেখলে বিরক্তও হতে পারো"।

"আমি মোটেও বিরক্ত হবো না," বললো ভিক্টোরিয়া।

স্টোররুম থেকে একটা টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, স্পঞ্জ আর ট্যালকম পাউডার নিয়ে নিলো ও।

গোটা ব্যাপারটা এখনও ভাবাচ্ছে ওকে। এখানে ওকে ভেনেশিয়া নামের অন্য একজন মেয়ে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক হিসেবে এই সাইটে যোগ দেয়ার কথা ছিল মেয়েটার। নৃতত্ত্ব জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কেও ধারণা নেই ভিক্টোরিয়ার। এখানে যদি ডিকশনারি খুঁজে পায় তাহলে সেখান থেকে দেখে নিতে হবে। অন্য মেয়েটার আসতে আরো অন্তত এক সপ্তাহ দেরি আছে। সেই এক সপ্তাহ এখানে সেই মেয়েটার ছদ্মবেশে থাকবে সে। যতটা সম্ভব কাজ করার চেষ্টা করবে। এরপর সাপ্লাই ট্রাক বাগদাদে যাওয়ার সময় হলে সেটায় উঠে পড়বে। ভুলোমনা ডক্টর পন্সফুট জোনসকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে না ও। কিন্তু

BanglaBook.org

রিচার্ড বেকার হয়তো কিছুটা সন্দেহ করেছে ওকে। যেভাবে চোখ ঘুচো করে তার দিকেতাকায় লোকটা সেটা পছন্দ না ওর ।যদি সাবধানী ভাবে না চলে সব ছল চাতুরি ধরা পড়ে যাবে। সৌভাগ্যবশত একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থায় কিছুদিন টাইপিস্টের কাজ করেছিলো ও, সেখানকার কিছু শব্দ মনে আছে এখনও। ওগুলোই ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে। শুধু ভুল না হলেই হলো। অবশ্য ও মেয়ে হওয়াতে কিছুটা ছাড় পাবে ভুল হলে, কারণ পুরুষদের ধারণা এ ধরণের কাজে মেয়েরা সবসময়ই ভুল করে থাকে(যেটা মোটেও ঠিক নয়!)।

আর এ কয়দিনে একটু ধাতস্থ হতে পারবে ও ।কি পদক্ষেপ নেবে সেটা নিয়ে ভাবতে পারবে। যারা ওকে অপহরণ করেছিলো তারা নিশ্চয়ই একদম অবাক হয়ে গিয়েছে ওকে উধাও হয়ে যেতে দেখে। ও এখন কোথায় আছে সেটাও নিশ্চয়ই জানে না তারা, আর সহজে জানতেও পারবে না। রিচার্ডের গাড়ি মান্ডালিতে যায়নি বিধায় কেউ ধারণাও করবে না যে ও এখন তেল আসাদে ।হয়তো এটা ধরে নেবে যে মরুভূমিতে একা ঘুরতে ঘুরতেখাবারের অভাবে মারা গেছে।

ভাবুক, সেটাই ভালো হবে। কিন্তু এডওয়ার্ড কি ভাববে সেটাই কষ্ট দিচ্ছে ওকে। সে হয়তো ধরে নেবে যে স্যার রুপার্ট ক্রফটন লিরা মত পরিণতি হয়েছে ওর। এই বলেআফসোস করবে যে কেন ওকে ক্যাথরিনের পিছে লাগিয়েছিল। তবে বেশিদিন আফসোস করতে হবে না, শীঘ্রই তার কাছে ফিরে যাবে ও। ওর চুল যে সোনালী থেকে প্রায় রূপালী বর্ণের হয়ে গেছে সেটা দেখে হয়তো একটু অবাক হবে।

ওর চুলের রঙ কেন বদলানো হলো সেটা নিয়ে আবার ভাবা শুরু করলোভিক্টোরিয়া। কোন একটা গুরুত্ব তো আছেই এই রঙের, কিন্তু কি সেটা? অনেকক্ষণ চিন্তা করলেও কিছু মাথায় আসলো না ওর। চুল যখন বড় হবে তখন অদ্ভুত দেখাবে ভীষণ। গোড়ার দিকে এক রঙ আর ওপরে আরেক রঙ। সবাই ভাববে যে ইচ্ছে করে প্লাটিনাম ব্লন্ডসাজার চেষ্টা করছে ও। তার ওপর এখানে নেই কোন ফেস পাউডার, লিপস্টিক। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় পড়েছে কেউ কখনও?

এসব নিয়ে ভাবলে চলবে না এখন, বেঁচে আছি এই অনেক। আগামী এক সপ্তাহ নিশ্চিন্তে থাকা যাবে অন্তত- নিজেকেই বললো ভিক্টোরিয়া। ও শুনেছে এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে অনেক দারুণ দারুণ জিনিসের দেখা মেলে। শুধু ওকে যে কাজ দেয়া হবে সেগুলো করার যথাযথ চেষ্টা করতে হবে, অন্তত করার অভিনয় করতে হবে আরকি।

BanglaBook.org

কিন্তুমানিয়ে নেয়াটা সহজ হলো না প্রথম প্রথম। বিভিন্ন আমলের লোকদের কথা, তাদের আচার আচরণ এসব নিয়ে তো আর বানিয়ে কিছু বলা সহজ না। তবে যে কোন জায়গাতেই ভালো একজন শ্রোতাকে মূল্যায়ন করা হয়। ডক্টর পন্সফুট জোনস ও রিচার্ড যা বলে তা একদম মনোযোগ দিয়ে শোনে ও।তাই তারাও সন্তুষ্ট হলেন ওর ওপর। তাদের কথা থেকে টুকটাক প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষা শিখে নিলো ও।

আর সুযোগ পেলেই সবার অজান্তে লাইব্রেরিতে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে পড়তে থাকলো । প্রত্নতত্ত্বের সব ধারার ওপরই কিছু না কিছু আছে লাইব্রেরিতে। একটা সামগ্রিক ধারণা পেয়ে গেলো ও।বুঝে যায় যে কয়েকটা ভাগে কাজ চলছে এখানে।অপ্রত্যাশিতভাবে এখানকার অভিজ্ঞতাটা উপভোগ করতে শুরু করলো ভিক্টোরিয়া। একদম ভোরে চা দিয়ে যাওয়া হয় ওর ঘরে। এরপর রিচার্ড বেকারকে ক্যামেরার কাজে সাহায্য করতে হয়। খননকার্যের মাধ্যমে পাওয়া পুরনো ভেঙে যাওয়া পাত্রগুলোকে জোড়া লাগায় এরপর। বেলা হয়ে এলে বিশ্রাম নেয় আর সবার কাজ ঘুরে ঘুরে দেখে, প্রশংসা করতে ভোলে না এসময়।খালি একটা ব্যাপারেই ভয়ে ভয়ে থাকে কখন যে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন কোন সমাধির খোঁজ পায় এখানকার কর্মীরা! তখন নিশ্চয়ই ওর নৃতত্ত্বের জ্ঞান থেকে কিছু শুনতে চাইবে ডক্টর পন্সফুট জোনস।ডিকশনারি দেখে নৃতত্ত্বের অর্থ বের করলেও লাইব্রেরিতে এ সংক্রান্ত কিছু খুঁজে পায় নি।*"যদি কোন হাড্ডিগুড্ডি বেরিয়েই যায়, তাহলে শরীর খারাপের অভিনয় করতে হবে*-মনে মনে বললো ও।

কিন্তু কোন সমাধিস্থল পাওয়া গেলো না। বরং ধীরে ধীরে একটা রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বের হয়ে আসছে। তাই ওর কাছে কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়ার দরকার পড়লো না কারও।

রিচার্ড বেকার অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে কিন্তু তার ব্যবহার খুব ভালো। ওর উৎসাহ দেখে আসলেও খুশি হয়েছে লোকটা।

"এবারই বোধহয় আপনি প্রথম আসলেন এখানে," একদিন বললেন তিনি, "আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন যা দেখছিলাম তাতেই অবাক হচ্ছিলাম"।

"সেটা কত বছর আগের কথা?"

হাসলেন তিনি।

"প্রায় পনেরো ষোল বছর তো হবেই"।

"তাহলে তো এই দেশের সবকিছু অনেক ভালোমতো চেনা আছে আপনার"।

"শুধু এখানেই কাজ করিনি তো। সিরিয়া আর ইরানেও ছিলাম অনেক বছর"।

BanglaBook.org

"আপনি তো খুব ভালো আরবী বলতে পারেন। যদি স্থানীয় পোশাক পরেন তাহলে সবাই আপনাকে আরব বলে ধরে নেবে"।
মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলেন তিনি।
"সেটা বোধহয় সহজ হবেনা। কোন ইংরেজ নিজেকে আরব বলে চালিয়ে দিতে পেরেছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার"।
"তাই?"
"হ্যাঁ। তবে একজন ইংরেজকে চিনতাম আমি যে এই অঞ্চলেই বড় হয়েছিল। কাশগারের কনস্যুলেটে চাকরি করতো ওর বাবা, তাই স্থানীয় ভাষাও পারতো খুব ভালো। আমার সাথে ইটন কলেজে পড়তো"।
"এখন কোথায় সে?"
"ইটন থেকে বের হয়ে আসার পর আর যোগাযোগ হয়নি আমাদের। ওকে ফকির বলে ডাকতাম আমরা সবাই। কারণ এক জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারতো ও, একদম স্থির হয়ে। এখন কি করছে ও সেটা জানি না আমি"।
"একবারও দেখা হয়নি?"
"আজব ব্যাপার কি জানেন? কিছুদিন আগেই বাসরায় ওকে দেখেছি আমি। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে"।
"অদ্ভুত?"
"হ্যাঁ। প্রথমে তো ওকে চিনতেই পারিনি আমি, স্থানীয় মনে করেছিলাম। খাকি রঙের জ্যাকেট ছিল পরনে, মাথায় কেফিয়াহবাঁধা। আঙুল দিয়ে অনবরত টোকা দিয়ে যাচ্ছিল চেয়ারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে যাই যে মর্স কোড ওটা। আমার উদ্দেশ্যে একটা বার্তা পাঠাচ্ছিল সে"।
"কি বার্তা?"
"আমার ডাকনাম আর ওর ডাকনাম বলছিল। সেইসাথে এটাও জানায় যে বিপদের আশঙ্কা করছে"।
"আর আসলেও বিপদ হয়েছিল?"
"হ্যাঁ। উঠে দরজার দিকে রওনা দেয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ী গোছের একজন ইংরেজ রিভলভার তাক করতে শুরু করে ওর দিকে। আমি থামিয়ে দেই তার হাত ধরে। কারমাইকেল পালিয়ে যায় সে সুযোগে"।
"কারমাইকেল?"
ঘুরে ওর দিকে তাকালেন তিনি।
"ওর আসল নাম এটাই ছিল। কেন তাকে চেনেন নাকি আপনি?"

BanglaBook.org

"আমার ঘরেই মৃত্যু হয় তার"- এটা বললে কত অদ্ভুত শোনাবে!-ভাবলো ভিক্টোরিয়া।
"হ্যাঁ," ধীরে ধীরে বললো ও।"তাকে চিনতাম"।
"চিনতেন?- কিছু হয়েছে নাকি-"
"মারা গেছে সে," ধীরে ধীরে বললো ও।
"কবে মারা গেছে?"
"কিছুদিন আগে। বাগদাদের তিও হোটেলে," দ্রুত বললো ভিক্টোরিয়া। "ইচ্ছে করেই চেপে যাওয়া হয়েছে ব্যাপারটা"।
"তাহলে গুপ্তচরবৃত্তির সাথেআসলেও জড়িত ছিল ও। এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু-" ওর দিকে তাকালেন তিনি আবার, "আপনি জানলেন কিভাবে?"
"দুর্ঘটনাবশত এসবের সাথে জড়িয়ে যাই আমি"।
অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো বেকার।
"ইটনে কি আপনাকে লুসিফার নামে ডাকতো?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।
প্রশ্নটা শুনে বিভ্রান্ত মনে হলো রিচার্ডকে।
"লুসিফার? নাহ, আমার ডাক নাম ছিল আউল, কারণ বড় বড় চশমা পড়তাম তখন আমি"।
"লুসিফার নামের কাউকে চেনেন আপনি? বাসরায় কিংবা বাগদাদে?"
মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো রিচার্ড।
"লুসিফার- মানে শয়তান। দেখতে সবার চাইতে নিরীহ"।
"বাসরার ব্যাপারটা আমাকে আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলবেন? ঠিক কি হয়েছিলো সেখানে?"
"বলেছি তো আপনাকে"।
"না, মানে আপনারা কোথায় ছিলেন যখন এই ঘটনাটা ঘটে"।
"ওহ। কনস্যুলেটের ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার ক্লেটনের সাথে দেখা করার জন্যে"।
"আর কে কে ছিল সেখানে? কারমাইকেল আর ব্যবসায়ী লোকটা বাদে?"
"আরো কয়েকজন ছিল। বয়স্ক এক ইরানী আর কৃষ্ণবর্ণের একটা লোক- সিরিয়ান হতে পারে"।
"তো ব্যবসায়ী লোকটা রিভলভার বের করে গুলি চালানোর আগেই তাকে থামান আপনি। সে সুযোগে পালিয়ে যায় কারমাইকেল- কিভাবে?"

BanglaBook.org

"প্রথমে কনসাল-জেনারেলের অফিসের দিকে যাচ্ছিল সে। ওটা করিডোরের একদম শেষ প্রান্তে, একটা বাগান-"

"আমি জানি। সেখানে ছিলাম দুদিন," তার কথার মাঝেই বললো ভিক্টোরিয়া। "আপনি যেদিন ওখান থেকে চলে এসেছেন তার পরদিনই সেখানে গিয়েছিলাম আমি'।

"তাই নাকি?" আবারও সরু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড বেকার। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার চোখে পড়লো না সেটা। বাসরার কনস্যুলেট অফিসে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে এখন।

"যাইহোক, যেমনটা বলছিলাম। কারমাইকেল কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসে না গিয়ে হঠাৎ ঘুরে অন্য পাশের দরজা দিয়ে রাস্তায় বের হয়ে যায়"।

"আর ব্যবসায়ী লোকটা?"

কাঁধ ঝাঁকাল রিচার্ড।

"আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কি যেন বলছিল লোকটা, খেয়াল করিনি আমি। পরদিন কুয়েত যাবার কথা ছিল, তাই ঝামেলায় জড়াতে চাইনি"।

"কনস্যুলেটে তখন কে কে ছিল ক্লেটনদের সাথে?"

"ক্রসবি নামের একটা লোক- তেল ব্যবসার সাথে জড়িত সে। আর কেউ না। ও হ্যাঁ- বাগদাদ থেকে আরেকজন লোক গিয়ে থাকছিল তখন সেখানে, কিন্তু তার সাথে দেখা হয়নি আমার। নামটাও মনে করতে পারছি না"।

"ক্রসবি," ভাবলো ভিক্টোরিয়া।তিও হোটেলে থাকাকালীন সময়েক্যাপ্টেন ক্রসবি নামের একজনে সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর। দেখে একদম নিরীহ মনে হয়েছিল লোকটা। তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। এমন কি হতে পারে যে সেদিন বাসরার কনস্যুলেট অফিসে করিডোরের অন্যপ্রান্তে ক্রসবিকে দেখেই ঘুরে যায় কারমাইকেল? অন্য দরজাটা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায় কনসাল-জেনারেলের অফিসে না গিয়ে?

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো ভিক্টোরিয়া। অবশেষে যখন মাথা উঁচু করলো, দেখলো যে ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড বেকার।

"আপনি এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"এমনিই"।

"আর কোন প্রশ্ন?"

'আপনি কি লেফার্জ নামের কাউকে চেনেন?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

"নাহ। পুরুষ না মহিলা?"
"সেটা জানি না"।
তখনও ক্রসবিকে নিয়ে ভাবছিলো ও।
ক্রসবি? লুসিফার?
ক্রসবিই কি তাহলে লুসিফার?

*****

সেদিন রাতে ভিক্টোরিয়া ঘুমোতে চলে যাবার পর ডক্টর পন্সফুট জোনসের উদ্দেশ্যে বললো রিচার্ডঃ
"আপনার কাছে কি মিস্টার এমারসনের পাঠানো চিঠিটা এখনও আছে? আমি দেখতে চাই যে সেখানে নৃতাত্ত্বিক মেয়েটা সম্পর্কে কি বলেছিলেন তিনি"।
"অবশ্যই আছে। ওটার উল্টোদিকে কি যেন টুকে রেখেছিলাম আমি, খুঁজে দেখতে হবে। ও ভিক্টোরিয়ার অনেক প্রশংসা করেছে চিঠিটায়। কাজে নাকি অনেক উৎসাহ মেয়েটার। সেটা অবশ্য আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মালপত্র হারানো নিয়েও কিন্তু কোনরকম হৈ চৈ করেনি ও। অন্য কোন মেয়ে হলে পরদিনই গাড়ি নিয়ে বাগদাদ রওনা যেত নতুন জামাকাপড় কেনার জন্যে। আচ্ছা, তুমি কি জানো যে কিভাবে মালপত্রগুলো হারালো ওর?"
"অপহৃত হয়ছিল ও, মান্ডালিতে আটকে রাখা হয়েছিল একটা বাসায়," নিস্পৃহ স্বরে বললো রিচার্ড।
"ওহ হ্যাঁ, বলেছিলে আমাকে। কিন্তু গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি আমার কাছে। ও কি আসলেই বানিয়ে বলেছে গোটা ঘটনা? নাকি প্রেম সংক্রান্ত কোন ব্যাপার? যা বয়স মেয়েটার, সেরকম কিছু হলে অবাক হবো না"।
"যদি চুল ওরকম উদ্ভট রঙ না করতো তাহলে দেখতে আরো বেশি সুন্দরী লাগতো তাকে," শুকনো স্বরে বললো রিচার্ড।
"রঙ করেছে নাকি? বাহ তুমি দেখি ভালো খোঁজ খবর রাখো ওর"।
"মিস্টার ইমারসনের চিঠিটা, স্যার-"
"ওটা যে কোথায় রেখেছি..... ভুলেই গেলাম। একটু খুঁজে দেখো তো তুমি। আমারও দরকার চিঠিটা। ওটার উল্টোদিকে প্রাসাদটার একটা সম্ভাব্য নকশা করেছিলাম"।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

পরদিন বিকালে একটা গাড়ির শব্দ শোনার সাথে সাথে নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করলেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। সাথে সাথে কাজ ছেড়ে উঁকি মেরে দেখলেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের দিকেই ধূলো উড়িয়ে ছুটে আসছে ওটা।

"পর্যটক," বিষমাখা স্বরে বললেন, "ঠিক যে মুহূর্তে জরুরী একটা কাজে হাত দেবো ভাবছি, অমনি এসে হাজির হয়েছে। নিশ্চয়ই বাগদাদ থেকে আসছে তারা। এসেই বলবে পুরো খননকার্যের জায়গাটা ঘুরে দেখাতে"।

"এক্ষেত্রে মিস ভিক্টোরিয়া সাহায্য করতে পারবেন আমাদের," বলে উঠলো রিচার্ড। "শুনেছেন মিস ভিক্টোরিয়া? আপনিই ঘুরে দেখাবেন ওদেরকে"।

"আমি তো ভুলভাল সব বর্ণনা দেবো," বললো ভিক্টোরিয়া। "এরকম ব্যাপারে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই আমার"।

"নাহ, আপনি একদম ঠিকঠাক ভাবেই শিখছেন সবকিছু," সন্তুষ্ট স্বরে বললো রিচার্ড। "আজ সকালে *প্লেনো কনভেক্সনিয়ে* আপনি যা বললেন- আমার কাছে তো মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ডেলোনগাজ এসে বলছে ওগুলো"।

রক্তিম হয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়ার গালদুটো। এরপরের বই থেকে কিছু বলতে হলে কথাগুলো কিঞ্চিত বদলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। এই লোকটা যেভাবে মাঝে মাঝে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে সেটার সাথে এখনও অভ্যস্থ হতে পারেনি।

"সাধ্যমতো চেষ্টা করবো আমি," ক্ষীণস্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।

"সব উল্টাপাল্টা কাজগুলো আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেই আমরা," বললো রিচার্ড।

কথাটা শুনে হেসে উঠলো ভিক্টোরিয়া।

ঠিককথাই বলেছে রিচার্ড। এখানে আসার পর থেকে গত পাঁচ দিনে এমন এমন কিছু কাজ করতে হয়েছে যেগুলো ওকে করতে হবে এটা আগে কখনো মাথাতেই আসেনি। ডার্করুমে বসে ছবি ডেভেলপ করতে হয়েছে তাকে। একটা মাত্র মোমবাতি ছাড়া আর কোন আলোর উৎস নেই সেই ঘরে। আর ঠিক জরুরী মুহূর্তগুলোতে নিভে যায় সেই মোমবাতি। ডার্করুমে আলাদা কোন টেবিল না থাকায় একটা প্যাকিং কেসকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।

BanglaBook.org

ফলে হাঁটু গেড়ে বসে কাজ করে ভিক্টোরিয়া। মনে হয় যেন আদ্যিকালের কোন ডার্করুমে বসে কাজ করছে। ডক্টর পন্সফুট জোনস অবশ্য এই বলে ওকে স্বান্তনা দিয়েছেন যে শিঘ্রই আরো অর্থ সমাগম ঘটলে পরিস্থিতি বদলাবে। ফান্ডে যে পরিমাণ টাকা আছে, শ্রমিকদের মজুরি দিতেই শেষ হয়ে যায় তা। এর বিকল্পও নেই, কারণ যত দ্রুত সম্ভব কোন সন্তোষজনক ফলাফল না দেখাতে পারলে খননকাজই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

মাটি খুঁড়ে বের করা আদিমকালের তৈজসপত্র জোড়া লাগানোর কাজও করেছে ভিক্টোরিয়া। প্রথম দিকে খুবই বিরক্তিকর মনে হতো কাজটাকে(অবশ্য বিরক্তির ভাবটা প্রকাশ করতো না)। এতগুলো ভাঙা পাত্র দিয়ে কি হবে- বোধগম্য হয়নি ওর।

ধীরে ধীরে পাত্রগুলোকে কিভাবে জোড়া লাগাতে হবে সেটা বুঝতে শিখে ও। তখন থেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠে কাজটায়। এক পর্যায়ে কিভাবে একটা টুকরোর সাথে অন্য টুকরো জোড়া লাগালে একটা পূর্ণাঙ্গ পাত্রের আকৃতি ধারণ করবে সেটা আপনা আপনিই বুঝে যেতে থাকে। তখন ওর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তিন হাজার বছর আগে এই পাত্রগুলো ব্যবহারকারী মানুষদের ছবি। তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হতো এসব। অনুভব করতে শেখে তাদের ভয় এবং চাহিদাগুলোকে। বরাবরই কল্পনার ব্যাপারে পটীয়সী হওয়াতে, খুব বেগ পেতে হয়নি তাদের কথা কল্পনা করতে। একদিন একটা ছোট কাঁদামাটির পাত্র থেকে উদ্ধার হয় তিন চার জোড়া সোনার কানের দুল। দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যায় ও। নিশ্চয়ই যৌতুক হিসেবে দেয়া হয়েছিল কনের সাথে- তাকে বলে রিচার্ড।

"এই ব্যাপারগুলো ভীষণ ভালো লাগছে আমার," রিচার্ডের উদ্দেশ্যে বলে ভিক্টোরিয়া। "আমি সবসময়ই ভাবতাম যে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ হচ্ছে রাজা রাণীদের কবর খুঁজে বের করা।এই যেমন ব্যাবিলনের রাজা," মুখে হাসি নিয়ে বলে ও। "কিন্তু এখানে আসার পর ভুল ভাঙে আমার। আমার আপনার মত সাধারণ লোকদের নিয়েও কাজ করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা। যারা বসবাস করতো ঠিক এই জায়গাটাতেই, আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে। আমার একটা চীনামাটির বাটি ছিল, ভীষণ পছন্দের। কিন্তু একদিন হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায় ওটা। পরদিন আরেকটা কিনে আনি ঠিকই, কিন্তু মানসিক সন্তুষ্টিটা পাইনি। এখন বুঝতে পারছি কেন আগেকার আমলের লোকেরা কোন পাত্র ভেঙে গেলে বিটুমেন ব্যবহার করে জোড়া লাগাতো ওগুলো। জীবনটা আসলে একই রকম, তখন বলুন আর এখন"।

BanglaBook.org

এসব নিয়েই ভাবছিলো ভিক্টোরিয়া যখন পর্যটক দু'জন নেমে এলেন টিলার পাশে গাড়ি থামিয়ে। রিচার্ড অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলো তাদের দিকে, ও গেলো পিছু পিছু।

লোক দু'জন ফরাসী, ভীষণ আগ্রহী প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে। সিরিয়া আর ইরাক ভ্রমণে বেরিয়েছেন তারা। কুশলাদি বিনিময় শেষে তাদের পুরো সাইটটা ঘোরাতে নিয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া। তোতাপাখির মত আউড়ে যাচ্ছে কোথায় কি হচ্ছে, অবশ্য মাঝে মাঝে নিজের কল্পনায় রং চড়িয়েও বলছে অনেক কিছু- যাতে শুনতে আরো আগ্রহী হন তারা।

কিছুক্ষণ পর ও খেয়াল করলো যে দ্বিতীয় লোকটার আসলে কোন আগ্রহ নেই এসবে। অমনোযোগী ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তার চেহারাটাও মলিন লাগছে। এক পর্যায়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছে তার, এজন্যে বড় বাড়িটার ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চায়।

দ্রুত পায়ে তাকে সেদিকে এগোতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো ভিক্টোরিয়া। আসলে পেটে সমস্যা হয়েছে লোকটার। বাগদাদে আসার পর পর্যটকদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এই সমস্যা। আজকে বাইরে বের হওয়াটা উচিৎ হয়নি লোকটার

এক পর্যায়ে ফরাসি লোকটাকে সব ঘুরিয়ে দেখা শেষ হলো ভিক্টোরিয়ার। তবুও ওর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনি। অবশেষে ডক্টর পন্সফুট তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন যে বিদায় নেবার আগে যেন অবশ্যই চা খেয়ে যান তারা।

তবে এই প্রস্তাবটা সসম্মানে নাকচ করে দিলো ফরাসি ভদ্রলোক। তাদের তখনই রওনা দিতে হবে, নতুবা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়াটা মুশকিল হবে। অসুস্থ লোকটা ভেতর থেকে আসতেই গাড়িতে করে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেলো তারা।

"সবেতো শুরু," গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস, "সামনে আরো পর্যটক আসবে দেখো"।

একটা বড় পাউরুটির টুকরো নিয়ে সেটাই জ্যাম মাখাতে শুরু করলেন তিনি।

চা খাবার পর নিজের ঘরে চলে আসলো রিচার্ড। কতগুলো চিঠির জবাব দিতে হবে তাকে, আর নতুন কিছু চিঠি লেখতেও হবে- আগামীকাল যেহেতু বাগদাদ যাচ্ছে সেখান থেকে পাঠানো ব্যবস্থা করবেন ওগুলোর।

ঘরে ঢুকেই ভ্রু কুঁচকে উঠলো রিচার্ডের। এমনিতে তেমন গোছগাছের না হলেও নিজের জামাকাপড় আর কাগজপত্র নির্দিষ্ট একটা ভাবে রাখার অভ্যাস

BanglaBook.org

ওর। তারপরেই খেয়াল করে দেখলো প্রত্যেকটা ড্রয়ার হাতিয়ে দেখা হয়েছে তার অবর্তমানে। এখানকার কোন ভৃত্যের কাজ নয় এটা- এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও। তারমানে শরীর খারাপের অজুহাতে যে লোকটা ভেতরে ঢুকেছিল এটা তার কাজ। কিছু অবশ্য চুরি যায়নি। টাকাপয়সাও ঠিকঠাক আছে। তাহলে কিসের খোঁজ করছিলো লোকটা? ভাবতে ভাবতে গম্ভীর হয়ে উঠলো ওর চেহারা।

পাশের স্টোর রুমে গিয়ে কয়েকদিন আগে বাসরার কনস্যুলেটে প্লাস্টিসিন দিয়ে বানানো সিলটা আছে কিনা দেখলো। মুচকি হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের এক কোণে। যথাস্থানেই আছে ওটা। লিভিংরুমে চলে আসলো ও। উঠোনে ফোরম্যানের সাথে কি একটা ব্যাপারে আলাপ করছেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়া আছে সেখানে- একটা বই পড়ায় মগ্ন সে এখন।

"কেউ আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে," কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই কথাগুলো বললো ও।

অবাক চোখে তার দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া।

"কিন্তু কেন? কে?"

"আপনি যাননি তো আমার রুমে?"

"আমি?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "আমি কেন আপনার ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালাবো?"

কিছুক্ষণ ভিক্টোরিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রিচার্ড। এরপর বললোঃ

"তাহলে নিশ্চয়ই ঐ পর্যটক লোকটা, শরীর খারাপের কথা বলে ভেতরে ঢুকেছিল যে"।

"কিছু চুরি করেছে?"

"না," বললো রিচার্ড। "কিছু নেয় নি"।

"তাহলে কেউ কেন আপনার ঘরে তল্লাশি-"

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি হয়তো জানবেন সেটা"।

"আমি?"

"আপনি যেখানে যান সেখানেই তো উদ্ভট কিছু ঘটে"।

"তা অবশ্য- *ঠিক* "- কিছুটা অবাক স্বরেই বললো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু আপনার ঘরে কেন তল্লাশি চালাবে। সে হিসেবে তো *আমার* ঘরে তল্লাশি চালানোর কথা। আপনার তো এসবের সাথে কোন-"

"কিসবের সাথে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো ভিক্টোরিয়া। দেখে মনে হচ্ছে যেন গাভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

BanglaBook.org

"আমি দুঃখিত," অবশেষে বললো সে "কি বললেন আপনি? শুনতে পাইনি আমি"।

আগের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলো না রিচার্ড। বরং জিজ্ঞেস করলোঃ

"কি পড়ছেন আপনি?"

"আপনাদের এখানে গল্প উপন্যাসের সংগ্রহ খুবই কম। *টেল অফ টু সিটিস, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস* আর *দ্য মিল অন দা ফ্লস* ছাড়া কিছুই নেই।*টেল অফ টু সিটিস*, পড়ছি এখন"।

"আগে কখনও পড়েননি?"

"নাহ। আমি সবসময়ই ভেবে এসেছি যে ডিকেন্স হয়তো কেবল সাহিত্য বোদ্ধাদের জন্যে লেখেন বুঝি"।

"তাই নাকি!"

"বইটা খুব ভালো লাগছে আমার"।

"কতদূর পড়েছেন?" এই বলে ভিক্টোরিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রিচার্ড, *"আর দর্জি মহিলাটা গুনলো- এক"*।

"ওনাকে খুবই ভয় লাগছে আমার," বললো ভিক্টোরিয়া।

"ম্যাডাম ডেফার্জ? হ্যাঁ, ভালো একটা চরিত্র। অবশ্য সেলাইয়ের মাধ্যমে নামের রেজিস্টার বানানো আদৌ সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে সবসময়ই সন্দেহ হয়েছে আমার"।

"আমার মনে হয় সেটা সম্ভব," বললো ভিক্টোরিয়া। "অনেকগুলো নকশার মধ্যে ইচ্ছে করে ভুল সেলাই। দেখে মনে হবে যেন আনাড়ি হাতে কেউ সেলাই করতে গিয়ে ভুল করেছে..."

হঠাৎ করেই দু'টো স্মৃতি একসাথে মনে পড়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার। রীতিমত শিহরণ বয়ে গেলো ওর শরীর বেয়ে। একটা নাম। আর সেই রাতে ওর ঘরে ঢোকা লোকটা- হাতে লাল রঙের একটা স্কার্ফ- যেটা দ্রুত তুলে নিয়ে একটা ড্রয়ারে লুকিয়ে ফেলেছিল ও। সেই সাথে লোকটার বলা নামটাও বুঝতে পারছে এখন- *ডেফার্জ- লেফার্জ নয়।ম্যাডাম ডেফার্জ*।

রিচার্ডের ডাকে আবার বাস্তবে ফিরে এলো ও।

"কিছু হয়েছে?"

"না। একটা কথা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ"।

"ও আচ্ছা," ভ্রুজোড়া কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টি হেনে বললো রিচার্ড।

কালকেই সবাই বাগদাদে ফিরে যাবে- ভাবলো ভিক্টোরিয়া।*আমার সব খেল খতম হয়ে যাবে তখনই*। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এখানে নিরাপদে, শান্তিতে ছিল ও। সময়টুকু ভীষণ উপভোগ করেছে সে।*আসলে আমি একটা*

BanglaBook.org

ভীতু- নিজেকেই বললো ও ।সবসময় নতুন নতুন অভিযানে যাবার কথা বলি, কিন্তু বাস্তব জীবনে অভিযানের মুখোমুখি হতেই দমে গেছি। ক্লোরফর্ম দিয়ে যখন অজ্ঞান করা হয় ওকে, তখন ভয় পেয়েছিল ভীষণ। আবার সেই আরব মহিলাটা যখন *"বুকরা" "বুকরা"* বলছিল তখনও ওর মনে জেঁকে বসে আতঙ্ক। আর এখন ওকে আবার ফিরে যেতে হবে। মিস্টার ড্যাকিন ওকে পয়সার বিনিময়ে কাজে রেখেছিলেন। পয়সাটা অর্জন করে নেয়া উচিৎ ওর। ওকে হয়তো অলিভ ব্রাঞ্চেও ফিরে যেতে হতে পারে। ডক্টর র‍্যাথবোনের সেই রক্ষ দৃষ্টির কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠলো ও। ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি...

আবার এমনও হতে পারে যে অলিভ ব্রাঞ্চে ফিরতে হচ্ছে না ওকে। মিস্টার ড্যাকিন হয়তো বলবেন ও যে ফিরে এসেছে সেটা জানার দরকার নেই ওদের। কিন্তু ওকে একবার ওর বাগদাদের আবাসস্থলে গিয়ে স্যুটকেস থেকে লাল রঙের স্কার্ফটা বের করে নিতে হবে। তিও হোটেল থেকে বাসরায় যাবার পথে সেটা একটা স্যুটকেসে ঢুকিয়ে রেখেছিল ও। একবার স্কার্ফটা মিস্টার ড্যাকিনের হাতে তুলে দিতে পারলেই ওর কাজ শেষ হয়ে যাবে। তিনি হয়তো বলবেন, "খুব ভালো কাজ দেখিয়েছো তুমি, ভিক্টোরিয়া"- ছবিতে যেমনটা দেখা যায়।

মাথা উঁচু করে দেখতে পেলো যে রিচার্ড বেকার তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"আচ্ছা," ওর উদ্দেশ্যে বললো সে, "আপনি কি আপনার পাসপোর্টটা জোগাড় করতে পারবেন কালকের মধ্যে?"

"আমার পাসপোর্ট?"

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা শুরু করলো ভিক্টোরিয়া। স্বভাবতই এখান থেকে ফিরে কি করবে ও সেটার ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবেনি ও। যেহেতু আসল ভেরোনিকা(কিংবা ভেনেশিয়া) খুব তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ড থেকে এসে পড়বে এখানে, একটা ভালো কোন অজুহাত দাঁড় করাতে হবে ওকে। কিছু না বলে কেটে পড়বে নাকি উপযুক্ত যুক্তি তর্কের উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের দোষ স্বীকার করে নেবে সেটা ভাবতে লাগলো। যেহেতু গোটা ব্যাপারটা এখনও কোন সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি ওর কাছে সেহেতু ভালো কোন উপায় মাথায়ও আসছে না। সাধারণত উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সবকিছু সমাধানে পারদর্শী ভিক্টোরিয়া। কোন না কোন সমাধান বের হয়ে যাবে- এই ধারায় বিশ্বাসী।

"আসলে," একটু দ্বিধান্বিত স্বরে বললো ও, "নিশ্চিত নই আমি"।

BanglaBook.org

"ওটা আসলে এই এলাকার পুলিশের লোকদের দিতে হবে," ব্যাখা করে বললো রিচার্ড, "তারা আপনার পাসপোর্ট নম্বর আর নাম, বয়স, চেহারার ধরণ এসব টুকে রাখবে। যদি পরে কখনও কাজে লাগে আর কি। যেহেতু আপনার পাসপোর্টটা পাচ্ছি না আমরা, সেহেতু আপাতত আপনার নাম আর চেহারার বর্ণনা পাঠালেই চলবে। আচ্ছা আপনার পুরো নামটা কি যেন? আপনাকে সবসময়ই কেবল মিস ভিক্টোরিয়া বলে ডেকেছি আমরা"।

বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া।

"আমার মতন আপনিও জানেন আমার পুরো নাম কি," বললো ও।

"না, কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়," একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো রিচার্ডে মুখে। "আমি জানি ঠিকই, কিন্তু আপনি জানেন না"। তার চোখে খেলা করছে সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

"অবশ্যই নিজের পুরো নাম জানি আমি," রুক্ষস্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।

"তাহলে সেটা বলুন আমাকে, এক্ষনই।"

হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে উঠলো রিচার্ডের কণ্ঠস্বর।

"আর মিথ্যে বলে লাভ নেই। ধরা পড়ে গেছেন আপনি। অবশ্য ধূর্ততার সাথে সবকিছু প্রায় গুছিয়েই এনেছিলেন। এখানকার লাইব্রেরি থেকে বই যথাযথ বিষয়ে পড়াশোনাও করেছেন। কিন্তু এরকম ছদ্মবেশ খুব বেশিদিন ধরে রাখা যায় না। আপনার জন্যে ছোট ছোট ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম আমি, সেগুলোয় পা দিয়েছেন নিজের অজান্তেই। একদম মনগড়া কিছু বইয়ের উক্তি আপনাকে বলেছি আমি, আর সেগুলো শুনে মাথা নাকিয়েছেন আপনি," এটুকু বলে থামলো সে। "আপনি আসলে *ভেনেশিয়া স্যাভাইল* নন। কে আপনি?"

"আপনার সাথে যখন প্রথমবার দেখা হয়, তখনই আমার পুরো নাম বলি আপনাকে," বললো ভিক্টোরিয়া। "আমি ভিক্টোরিয়া জোনস"।

"ডক্টর পন্সফুট জোনসের ভাইঝি?"

"আমি তার ভাইঝি নই- কিন্তু আমার নামের শেষে আসলেই জোনস আছে"।

"আরো অনেক কিছু বলেছিলেন আমাকে"।

"হ্যাঁ বলেছিলাম, আর সেগুলো সবই সত্য! কিন্তু আপনার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনি। আর সেটা দেখে রাগ হয়েছিল আমার, কারণ প্রায়ই বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলি আমি- কিন্তু সেই মুহূর্তে যা যা বলেছিলাম সেগুলো মোটেও মিথ্যে ছিল না। তাই আপনি যাতে আমার কথা বিশ্বাস করেন সেজন্যে বলেছিলাম যে আমি পন্সফুট জোনসের ভাইঝি। এখানে আসার আগেও সেই কথা অনেক জায়গায় বলেছি

BanglaBook.org

আমি, প্রতিবারই কাজে দিয়েছে সেটা। কিন্তু এবার আমি জানতাম না যে আপনি তার কাছেই আসছিলেন"।

"তাহলে আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছিলেন," বললো রিচার্ড। "আপনার চেহারা দেখে কিন্তু বোঝা যায়নি সেটা"।

"ভেতরে ভেতরে রীতিমত কাঁপছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখি যে এখানে এসে সব খুলে বলাটাই নিরাপদ হবে। তখন আর শত্রুপক্ষের হাতে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না"।

"নিরাপদ?" কথাটা বলে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো রিচার্ড। "আমার দিকে তাকান, মিস ভিক্টোরিয়া। আপনি আমাকে যে কাহিনী শুনিয়েছিলেন, ক্লোরফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করে অপহরণ করা হয়েছিল আপনাকে- সেসব সত্যি?"

"অবশ্যই সত্যি! আপনার কি মনে হয়? যদি বানিয়ে কিছু বলতেই হতো তাহলে আরো বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলতাম আমি"।

"এতদিন আপনাকে দেখার পর, আমারও সেটাই মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু এটা তো আপনিও স্বীকার করবেন যে প্রথমবার ওটা শোনার পর যে কেউই অবিশ্বাস করবে"।

"কিন্তু এখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য কেন মনে হচ্ছে আপনার কাছে?"

"কারণ, আপনার ভাষ্যমতে কারমাইকেলের মৃত্যুর সাথে কোনভাবে জড়িত আপনি- আর সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এসব আসলেও সম্ভব," ধীরে ধীরে বললো রিচার্ড।

"সেখান থেকেই সবকিছুর সূত্রপাত," বললো ভিক্টোরিয়া।

"আমাকে সবকিছু খুলে বলুন"।

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ভিক্টোরিয়া।

"আপনাকে বিশ্বাস করা যাবে কিনা, ভাবছি," বললো ও।

"সে সুযোগ নেই আপনার! আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আমি গোড়া থেকেই আপনাকে সন্দেহ করছিলাম এই ভেবে যে এখানে হয়তো ছদ্মনামে এসেছেন আপনি আমার কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যে? আর সেটাই হয়তো এ মুহূর্তে করছেন আপনি"।

"অর্থাৎ আপনি কারমাইকেল সম্পর্কে এমন কিছু জানেন যেটা শত্রুপক্ষও জানতে চাইছে?"

"এই 'শত্রুপক্ষটা' আসলে কারা?"

BanglaBook.org

"আপনাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে আমাকে," বললো ভিক্টোরিয়া। "অন্য কোন উপায় নেই- আর আপনি যদি ওদের দলের কেউ হয়েই থাকেন- তাহলে এসব আপনার আগে থেকেই জানা"।

কারমাইকেল কিভাবে মারা গেলো, মিস্টার ড্যাকিনের সাথে সাক্ষাৎ , ওর বাসরায় গমন, অলিভ ব্রাঞ্চে চাকরি নেয়া, ক্যাথেরিনের শয়তানী, ডক্টর র‍্যাথবোনের হুমকি, সেই সাথে ওর চুল ভিন্ন রং করে দেয়া- সবই খুলে বললো ও। শুধুমাত্র লাল স্কার্ফ আর ম্যাডাম ডেফার্জের ব্যাপারটা চেপে গেলো।

"ডক্টোর র‍্যাথবোন?" অবাক স্বরে বললো রিচার্ড। "আপনার ধারণা সে জড়িত এসবের সাথে? কিন্তু তিনি তো একজন খুবই গুরুত্বপূর্ন মানুষ। সারা বিশ্বে সবাই চেনে তাকে। তার লেখা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে মানুষজন"।

"তেমনটাই হয়তো চেয়েছিলেন তিনি," বললো ভিক্টোরিয়া।

"আমার অবশ্য কখনোই ভালো লাগেনি তাকে," রিচার্ড বললো।

"আর অলিভ ব্রাঞ্চের প্রধান তিনি- এটা দারুন একটা ছদ্মবেশ"।

"বেশ, মানছি। আমাকে যে লেফার্জ নামটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটা কে?"

"তা এখনও জানি না, শুনেছিলাম নামটা কোথায় যেন," বললো ভিক্টোরিয়া। "অ্যানা সোফিয়া নামটাও কানে এসেছে"।

"অ্যানা সোফিয়া? নাহ, এই নামের কাউকে চিনি না আমি"।

"গুরুত্বপূর্ন কেউ সে," বললো ভিক্টোরিয়া। "কিন্তু কেন গুরুত্বপূর্ন, সেটা জানি না আমি। সবকিছু একদম তালগোল পাকিয়ে গেছে"।

"আমাকে আবার বলুন তো," বললো রিচার্ড। "কার কারণে এসবে জড়িয়েছেন আপনি?"

"এডওয়া- ওহ আপনি বোধহয় মিস্টার ড্যাকিনের নাম জানতে চাচ্ছেন। একটা তেল কোম্পানিতে আছেন তিনি"।

"তাকে দেখে কি সবসময় ক্লান্ত, বিষন্ন মনে হয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আসলে সেরকমটা নন তিনি"।

"তিনি মদ খান না?"

"লোকে তো তাই বলে। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সত্যি"।

কথাগুলো হজম করলো রিচার্ড

"ডক্টর পন্সফুট জোনসকে আমার ব্যাপারে কি বলবো আমরা?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"কিছুই না," জবাব দিলো রিচার্ড। "সেটার আর প্রয়োজন দেখছি না এখন"।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

পরদিন একদম ভোরে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো ওরা। ভিক্টোরিয়ার মন ভীষণ খারাপ। জায়গাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিলো। তবে উঁচুনিচু রাস্তায় ট্রাকের অনবরত ঝাঁকুনির কারণে বাস্তবে ফিরে এলো ও। আবার এই পথ ধরে এগিয়ে যেতে কেমন যেন অবাক লাগছে। অবশ্য এটা আসলে পথ হিসেবে গণ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর। প্রায় তিনঘন্টা একটানা চলার পর বাগদাদ শহরে কাছে পৌঁছে গেলো ওরা। ট্রাকটা তিও হোটেলের সামনে ওদের নামিয়ে দিয়ে একজন বাবুর্চি আর ভৃত্য সমেত বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। ডক্টর পন্সফুট জোনস আর রিচার্ডের জন্যে অপেক্ষা করছিলো অনেকগুলো খাম। হঠাৎ করে কোথেকে যেন এসে উদয় হলেন মিস্টার মার্কাস। ভিক্টোরিয়াকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

"আহ," বললেন মার্কাস, "অনেক দিন দেখি না আপনাকে। প্রায় দু'সপ্তাহ আমার হোটেলে আসেননি আপনি? কেন যেটা বলুন তো? আজ এখানেই দুপুরের খাবার সারবেন আপনি। যা ইচ্ছা সেটা অর্ডার করবেন। বাচ্চা মুরগীর রোস্ট, বড় স্টেক- যেটা খেতে চান। শুধু তিতির পাখি পাবেন না, সেটার জন্যে আগের দিন আমাকে জানাতে হবে"।

ভিক্টোরিয়া বুঝতে পারলো যে ওর অপহৃত হবার ঘটনা তিও হোটেলের কেউ জানে না এখনও। নিশ্চয়ই মিস্টার ড্যাকিনের পরামর্শ মত পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেনি রিচার্ড।

"মিস্টার ড্যাকিন কি এই মুহূর্তে বাগদাদে আছেন? আপনি জানেন?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"মিস্টার ড্যাকিন? ওহ আপনার বন্ধু তো উনি। গতকাল- না গত পরশু এখানে ছিলেন তিনি। আর ক্যাপ্টেন ক্রসবিকে চেনেন আপনি? মিস্টার ড্যাকিনের বন্ধু। কেরমানশাহ থেকে এখানে আজ আসবেন তিনি"।

"আপনি কি জানেন যে মিস্টার ড্যাকিনের অফিস কোথায়?"

"হ্যাঁ, জানি তো। ইরাকি ইরানিয়ান তেল কোম্পানি। সবাই জানে এটা"।

BanglaBook.org

"বেশ, সেখানে এখনই যেতে চাই আমি, ট্যাক্সিতে করে। কিন্তু ট্যাক্সি চালককে জানতে হবে জায়গাটা কোথায়"।

"আমি নিজে বলে দিচ্ছি," বাধ্যস্বরে বললেন মিস্টার মার্কাস।

ওর সাথে করে বাইরে আসলেন তিনি। কাউকে ডাক দিলেন জোর গলায়। সাথে সাথে একজন বেয়ারা এসে হাজির হলো। একটা একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করতে বললেন মার্কাস। এরপর ট্যাক্সি এলে ভিক্টোরিয়াকে সেটায় তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলেন তিনি।

"আর আমার একটা রুম দরকার," বললো ভিক্টোরিয়া। "সেটা কি পাওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার জন্যে সুন্দর একটা রুমের বন্দোবস্ত করবো আমি। আর রাতের বেলা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে একটা বিশাল স্টেক। তার আগে একসাথে বসে কিছুক্ষণ ড্রিঙ্ক করবো আমরা"।

"ধন্যবাদ," বললো ভিক্টোরিয়া। "আরেকটা ব্যাপার মিস্টার মার্কাস, আপনি কি কিছু টাকা ধার দিতে পারবেন আমাকে?"

"অবশ্যই। এই যে নিন। যত টাকা লাগবে নিয়ে নিন"।

ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করলো ট্যাক্সিটা। পেছনের সিটের সাথে একদম সেঁটে গেলো ভিক্টোরিয়া, হাতে অনেকগুলো নোটের তোড়া।

পাঁচ মিনিট পরে ইরাকি ইরানিয়ান তেল কোম্পানির অফিসে প্রবেশ করে মিস্টার ড্যাকিনের সাথে দেখা করার কথা বললো ভিক্টোরিয়া।

ডেস্কের পেছনে বসে কিছু একটা লিখছিলেন মিস্টার ড্যাকিন। ভিক্টোরিয়ার সাথে উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন তিনি, একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

"মিস- মিস জোনস তো আপনি?" কফি দিয়ে যাও, আব্দুল্লাহ"।

এরপর সাউন্ডপ্রুফ দরজাটা লেগে যেতেই গম্ভীর স্বরে বললেনঃ

"এখানে আসাটা একদমই উচিৎ হয়নি আপনার"।

"না এসে কোন উপায় ছিল না," বললো ভিক্টোরিয়া। "আপনার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে। আমার সাথে আর কিছু হয়ে যাবার আগেই সেগুলো বলতে হবে"।

"আপনার সাথে আর কিছু হবে মানে? কিছু হয়েছিল নাকি?"

"আপনি কি জানেন না? জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "এডওয়ার্ড কিছু বলেনি আপনাকে?"

"আমি যতদূর জানি, এখনও অলিভ ব্রাঞ্চে কাজ করছেন আপনি। এর বাইরে কেউ কিছু বলেনি আমাকে"।

"ক্যাথেরিন," রাগান্বিত স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

"ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারছি না আপনার কথা"।
"ঐ ফালতু মেয়েটা! ক্যাথেরিন! ও নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু বুঝিয়েছে এডওয়ার্ডকে। আর বোকাটা বিশ্বাস করে বসে আছে ওর কথা"।
"বেশ, এবার ঝেরে কাশুন তো," বললেন মিস্টার ড্যাকিন, এরপর দ্বিধান্বিত স্বরে যোগ করলেন, "আর আমি যতদূর জানতাম, আপনার চুলের রং তো এমন ছিল না"।
"এটাও গোটা ঘটনা একটা অংশ মাত্র"।
এসময় দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দুই কাপ কফি দিয়ে গেলো আব্দুল্লাহ নামের লোকটা।
"সব খুলে বলুন, যত সময় লাগে লাগুক। আর এই ঘর থেকে কোন শব্দ বাইরে যায় না, অন্য কেউ শুনবে না"।
এই কয়দিনে যা যা ঘটেছে সব খুলে বললো ভিক্টোরিয়া। নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই সবকিছুর বর্ণনা দিয়ে গেলো মিস্টার ড্যাকিনের কাছে। কারমাইকেলের ফেলে যাওয়া লাল স্কার্ফ আর ম্যাডাম ডেফার্জের স্যাপারটার ব্যাখার মাধ্যমে কথা বলা শেষ করলো।
এরপর উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে থাকলো মিস্টার ড্যাকিনের দিকে।
যখন এখানে প্রথম ঢুকেছিল তখন ভীষণ ক্লান্ত আর অবসাদগ্রস্ত মনে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু এখন চোখজোড়া চকচক করছে তার।
"ডিকেন্সের বই আরো বেশি করে পড়া উচিৎ আমার," বললেন তিনি।
"তাহলে আপনিও আমার সাথে একমত যে আপনারো ধারণা যে *ডেফার্জ* নামটাই বলেছিল সে? স্কার্ফটার মধ্যে কোন বার্তা সেলাই করা আছে?"
"আমার মনে হয়," বললেন মিস্টার ড্যাকিন, "এই প্রথম কাজ করার মত কোন সূত্র আসলো আমাদের কাছে। আর সেজন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনার। কিন্তু স্কার্ফটা ভীষণ জরুরী এখন। কোথায় ওটা?"
"আমার অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে। সে রাতে একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম ওটা। এরপর যখন বাসরার উদ্দেশ্যে রওনা হই তখন অন্য সবকিছুর সাথে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলি"।
"আর স্কার্ফটা যে কারমাইকেলের সেটার কথা আজ পর্যন্ত কাউকেই কিছু বলেননি আপনি? *কাউকেই না?*" ।
"না, কারণ ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম আমি। অন্যন্য জিনিসপত্রের সাথে পেঁচিয়ে কোনমতে স্যুটকেসে ঢুকিয়েছিলাম ওটা। এরপর আর আজ পর্যন্ত সেটা খোলা হয়নি"।

BanglaBook.org

"তাহলে ঠিকঠাকই থাকবে ওটা। তারা যদি আপনার জিনিসপত্র তল্লাশিও করে, একটা পুরনো লাল স্কার্ফকে কোন গুরুত্ব দেবে না। যদি না আগে থেকেই কেউ সে ব্যাপারে কিছু জানিয়ে দেয় তাদের। আর সেটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে। এখন আমাদের করতে হবে কি- আপনার মালপত্রগুলো নতুন কোন ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় থাকবেন, সেটা কি ঠিক করেছেন?"

"তিও হোটেলে একটা রুম ঠিক করেছি"।

মাথা নাড়লেন মিস্টার ড্যাকিন।

"সেটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা আপনার জন্যে"।

"আমাকে কি- মানে, আপনি কি চান যে... অলিভ ব্রাঞ্চে ফিরে যাই আমি?"

ওর দিকে চোখ বড় বড় তাকালেন মিস্টার ড্যাকিন।

"ভয় লাগছে?"

"না," মাথা উঁচু করে জবাব দিলো ভিক্টোরিয়া। "আপনি চাইলে যেতে পারি আমি"।

"সেটার দরকার হবে না মনে হচ্ছে- আর বুদ্ধিমানের কাজও হবে না ওটা। যেভাবেই হোক না কেন, তাদের কেউ আপনার ব্যাপারে সত্যটা জেনে গেছিলো। তাই ওখানে গিয়ে নতুন কিছু আর জানতে পারবেন না আপনি। এই মুহূর্তে ডুব দেয়াটাই উচিৎ হবে আপনার"।

হাসলেন তিনি।

"নতুবা পরের বার দেখা যাবে আপনার চুলের রং লাল হয়ে গেছে"।

"সেটার উত্তরই তো জানতে চাই আমি," জোরে বলে উঠলো ভিক্টোরিয়া। "কেন আমার চুল এরকম রং করলো তারা। অনেক ভেবেছি আমি, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। আপনি কি বুঝতে পারছেন কিছু?"

"একটু অস্বস্তিকর ব্যাপারটা। হয়তো তারা এমন ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল যাতে আপনার মৃতদেহ সনাক্ত করাটা সহজ না হয়"।

"কিন্তু সেরকমটা হলে আমাকে তো প্রথম সুযোগেই মেরে ফেলতো ওরা, তাই না?"

"খুবই জরুরী একটা প্রশ্ন এটা। এটার উত্তরই সবচেয়ে বেশি জানতে চাই আমি"।

"আপনার কোন ধারণাই নেই এ ব্যাপারে?"

"না," শুকনো হাসি হেসে বললেন মিস্টার ড্যাকিন।

"আরেকটা কথা," বললো ভিক্টোরিয়া। মনে আছে? আমি বলেছিলাম যে স্যার ক্রফটন লি'র ব্যাপারে কি যেন একটা ঠিক নেই, তিও হোটেলে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ"।

"তাকে তো ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না আপনি, তাই না?"

"আগে কখনও দেখা হয়নি আমাদের"।

"সেটাই ভেবেছিলাম আমি। তিনি আসলে স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি ছিলেনই না"।

এরপরের সময়টুকু মিস্টার ড্যাকিনকে ব্যাপারটা ব্যাখা করলো ও। স্যার ক্রফটন লির ঘাড়ে দেখা ফোস্কাটা নিয়ে বলা শুরু করলো।

"তাহলে *এভাবেই* সে রাতে হয়েছিল সবকিছু," ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "কারমাইকেলের মত সাবধানী একজনকে কিভাবে অত কাছ থেকে ছুরি বসাতে পারে কেউ, এটা মাথাতেই ঢুকছিলো না আমার। নকল ক্রফটন লি'র কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সাবধানই ছিল সে। এরপর আর সাবধান থাকার প্রয়োজন মনে করেনি, সে সুযোগটাই নেয় ছদ্মবেশী লোকটা। কিন্তু কোনভাবে তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কারমাইকেল। আপনার ঘরে গিয়ে ঢোকে। স্কার্ফটা শেষ পর্যন্ত সাথেই রেখেছিলো সে"।

"আমি যাতে আপনার কাছে এসে এ ব্যাপারে কিছু বলতে না পারি সেজন্যেই আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল? কিন্তু একমাত্র এডওয়ার্ড বাদে আর কারও সাথেই এ ব্যাপারে আলাপ করিনি আমি"।

"তারা হয়তো যত দ্রুত সম্ভব দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলো আপনাকে। অলিভ ব্রাঞ্চে একটু বেশি ছোক ছোক করা শুরু করেছিলেন আপনি"।

"ডক্টর র‍্যাথবোন সতর্ক করে দেন আমাকে," বললো ভিক্টোরিয়া। "আসলে সতর্কবাণী না বলে হুমকি দেন বলাটাই উচিৎ হবে। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে সেখানে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছি আমি"।

"র‍্যাথবোন আর যাই হন," শুকনো স্বরে বললেন মিস্টার ড্যাকিন, "বোকা নন মোটেও"।

"সেখানে ফিরে যেতে হবে না ভেবে ভালো লাগছে আমার," বললো ভিক্টোরিয়া। "মুখে যতই বলি না কেন, ভেতরে ভেতরে আসলে প্রচ-রকম ঘাবড়ে গেছি আমি। কিন্তু অলিভ ব্রাঞ্চে না গেলে এডওয়ার্ডের সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে?"

হাসলেন ড্যাকিন।

"আপনি তার কাছে যেতে না পারলে সে আসবে আপনার কাছে। একটা চিরকুট লেখে দিন তার উদ্দেশ্যে। বলুন যে তিও হোটেলে উঠেছেন আপনি।

BanglaBook.org

আপনার মালপত্র নিয়ে যেন সেখানে চলে আসে সে। আমি ডক্টর র‍্যাথবোনের সাথে একটা ব্যাপারে দেখা করতে যাবো আজকে। তখন তার সেক্রেটারির হাতে একটা চিরকুট চালান করে দেয়া কঠিন কিছু হবে না। আপনার শত্রু- ঐ ক্যাথরিন মেয়েটাও বানচাল করতে পারবে না কিছু। আপনি তিও হোটেলে ফিরে যান এখন, আর মিস ভিক্টোরিয়া-"

"জ্বি?"

"নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আপনার ওপর নজর রাখা হবে। কিন্তু আমাদের শত্রুরা যে প্রয়োজনের হত্যা করতেও পিছপা হবে সেটা এতদিনে জেনে গেছেন আপনি। দুর্ভাগ্যবশত নিজেও একবার ওদের খপ্পরে পড়েছেন। একবার আপনার মালপত্র তিও হোটেলে পৌঁছে গেলে আমাদের মধ্যকার সব চুক্তি শেষ, মনে রাখবেন"।

"এখন সরাসরি তিও হোটেলে চলে যাচ্ছি আমি," বললো ভিক্টোরিয়া। "তবে যাওয়ার পথে ফেস পাউডার আর লিপস্টিক কিনতে হবে আমার। হাজার হলেও-"

"হাজার হলেও," বললেন মিস্টার ড্যাকিন। " একটু সাজগোজ ছাড়া প্রেমিকের সামনে যাওয়া যায় না"।

"রিচার্ড বেকারের এভাবে থাকতে সামনে কোন অসুবিধে হয়নি আমার। তবে আমিও যে চাইলে সাজগোজ করতে পারি সেটা তাকে জানালে মন্দ হতো না। কিন্তু *এডওয়ার্ড...*"।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

চুল ঠিকমতো আঁচড়িয়ে, গালে ফেস পাউডার মেখে আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগিয়ে তিও হোটেলের কমন ব্যালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিক্টোরিয়া। যেন এ যুগের এক জুলিয়েট অপেক্ষা করছে তার রোমিওর জন্যে।

যথা সময়ে উপস্থিত হলো রোমিও। হোটেলের সদর দরজার কাছে এসে উঁকিঝুঁকি করতে লাগলো এদিক সেদিক।

"এডওয়ার্ড," ডাক দিলো ভিক্টোরিয়া।

ওপরে তাকালো এডওয়ার্ড।

"তুমি ওখানে! ভিক্টোরিয়া!"

"চলে এসো"।

"আসছি"।

কিছুক্ষণ পর ব্যালকনিতে এসে উপস্থিত হলো সে, ওদের দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই এখন সেখানে।

"এখানটাতেই ভালো। চুপচাপ," বললো ভিক্টোরিয়া। "একটু পর নিচে নেমে মার্কাসের সাথে বসে এক দু গ্লাস ড্রিঙ্ক করবো আমরা"।

অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এডওয়ার্ড।

"ভিক্টোরিয়া, তোমার চুলে কি নতুন কিছু করেছো?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসলো ভিক্টোরিয়ার বুক চিরে।

"কেউ যদি আর একবার আমার চুল নিয়ে মন্তব্য করে, তাহলে তার মাথায় লাঠির বাড়ি বসাবো আমি"।

"তোমার চুল আগে যেরকম ছিল সেরকমটাই ভালো লাগতো আমার," বললো এডওয়ার্ড।

"সেটা ক্যাথেরিনকে বলো তুমি!"

"ক্যাথেরিন? ওর সাথে এসবের কি লেনাদেনা?"

BanglaBook.org

"ওর জন্যেই আমার এই অবস্থা," বললো ভিক্টোরিয়া, "তুমি তো বলেছিলে ওর সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে, আর সেটাই করেছিলাম আমি। এখন তার ফল ভোগ করছি"।

"এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ভিক্টোরিয়া? চিন্তা হচ্ছিল আমার"।

"তাই নাকি, চিন্তা হচ্ছিল তাহলে? তুমি কি ভেবেছিলে? কোথায় ছিলাম আমি?"

"ক্যাথেরিন আমাকে তোমার বার্তাটা দেয়। তুমি নাকি ওকে বলেছিলে জরুরী একটা কাজের জন্যে একদম হঠাৎ করে কোথাও যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে আমাকে সব জানাবে"।

"আর সেটা বিশ্বাস করেছো তুমি?" হাসবে না কাঁদবে খুঁজে পেলো না ভিক্টোরিয়া।

"আমি ভেবেছি তদন্ত করতে গিয়ে হয়তো কিছু জানতে পেরেছো তুমি। ক্যাথেরিনকে হয়তো বিস্তারিত খুলে বলোনি এইজন্যে-"

"তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে মিথ্যা কথা বলতে পারে ক্যাথেরিন?"

"কি!"

"ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে অপহরণ করা হয় আমাকে"।

"কি!" এডওয়ার্ডের চোখজোড়া যেন কোটর থেকে ছিটকে বের হয়ে আসবে।

"আমাকে নিয়ে নাম না জানা এক গ্রামে-"

সতর্ক দৃষ্টিতে আশেপাশে একবার তাকিয়ে ওর কথার মাঝেই বলে উঠলো এডওয়ার্ডঃ

"আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন কিছু হবে। কিন্তু এসব ব্যাপারে এখানে কথা বলাটা উচিৎ হচ্ছে না। যে কেউ শুনে ফেলতে পারে। তোমার রুমে চলো"।

"বেশ। আমার মালপত্র নিয়ে এসেছো?"

"হ্যাঁ, বেয়ারার হাতে দিয়েছি ওগুলো"।

"গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে একই জামা পরে আছি আমি-"

"কি হচ্ছে এসব ভিক্টোরিয়া? সব বলবে আমাকে। আচ্ছা, তোমার রুমে না যেয়ে অন্য কোথাও যাই আমরা চলো। সাথে গাড়ি নিয়ে এসেছি আমি। ডেভনশায়ারে গিয়েছো আগে?"

"ডেভনশায়ার?" অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"বাগদাদ থেকে এই এক মাইল দূরে হবে জায়গাটা। অনেকদিন একাকী সময় কাটায়নি আমরা। চলো"।

"হ্যাঁ, ব্যাবিলন থেকে আসার পর তো তোমাকে দেখিইনি। কিন্তু তুমি অলিভ ব্রাঞ্চে না গেলে ডক্টর র‍্যাথবোন কি বলবেন?"

BanglaBook.org

"বাদ দাও তো তার কথা। যা ইচ্ছে ভাবুকগে। তার জ্বালায় এমনিতেও অতিষ্ঠ আমি"।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এডওয়ার্ডের গাড়িটার কাছে চলে আসলো ওরা। বাগদাদের পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে গাড়িয়ে চালিয়ে এগোতে লাগলো এডওয়ার্ড । এরপর সেখান থেকে বামে মোড় নিয়ে বেরিয়ে এলো শহর থেকে। তারপর অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে দু'পাশের পাম বাগান আর খেজুর বাগান পেছনে ফেলে চলে আসলো একটা গ্রাম্য এলাকায়। জায়গাটায় চারিদিকে মূলত সারি সারি অ্যালমন্ড আর অ্যাপ্রিকট গাছ। কেবল ফুল আসছে গাছগুলোতে। ওখান থেকে কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে টাইগ্রিস নদী"।

গাড়ি থেকে নেমে গাছগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলো ওরা।

"খুব সুন্দর জায়গাটা," বললো ভিক্টোরিয়া। একদম ইংল্যান্ডের বসন্তের মত"। ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে চারপাশে। তার মাঝে একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে আছে ওরা। মাথার ওপর থোকায় থোকায় ঝুলছে গোলাপী রঙের মুকুল।

"ডার্লিং," ওর উদ্দেশ্যে বললো এডওয়ার্ড। "এবার সব খুলে বলো তো আমাকে। আর দুশ্চিন্তা সহ্য হচ্ছে না আমার"।

"তাই নাকি?" হেসে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

এরপর সব কিছু খুলে বললো ও। কিভাবে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয় ওকে, কিভাবে পালায় বন্দিশালা থেকে আর কিভাবে সৌভাগ্যবশত রিচার্ড বেকারের সাথে দেখা হয়ে যায় ওর। তার সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ওখানে গিয়ে একজন নৃতাত্ত্বিকের ছদ্মবেশে ডক্টর পন্সফুট জোনসের সাথে কাজ করার কথাও জানালো। এই পর্যায়ে জোরে হেসে উঠলো এডওয়ার্ড।

"তোমার আসলেও তুলনা হয়না ভিক্টোরিয়া! এমন এমন বুদ্ধি বের করো!"

"জানি আমি," বললো ভিক্টোরিয়া। "যেমন আমার চাচার কথা, ডক্টর পন্সফুট জোনস আর আমার মামা, ল্যাংলোর বিশপ"।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ে গেলো বাসরায় মিসেস ক্লেটন ডাক দেবার আগমুহূর্তে এডওয়ার্ডকে কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো ও।

"তোমাকে আগেই জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম," বললো ও। "বিশপের ব্যাপারটা কিভাবে জানলে তুমি?"

হঠাৎ করেই এডওয়ার্ডকে জমে যেতে দেখলো ভিক্টোরিয়া।

"কেন, তুমিই তো বলেছিলে, তাই না?" একটু দ্রুত বললো সে।

তার চেহারার দিকে তাকালো ভিক্টোরিয়া। একটা ছোট্ট ভুল অনেক বড় বড় পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিতে পারে- সেটা আরেকবার বুঝতে পারলো ও।

BanglaBook.org

পুরোপুরি হতবুদ্ধ হয়ে গেছে এডওয়ার্ড। আগে থেকে কোন অজুহাত তৈরি না থাকায় বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না সে।

হঠাৎ করেই যেন সবকিছু একদম খাপে খাপে বসে গেলো, সত্যটা বুঝতে আর অসুবিধা হলো না ভিক্টোরিয়া। আসলে হঠাৎ করে না, অবচেতন মনে এই প্রশ্নটার উত্তর সবসময় খুঁজে যাচ্ছিলো ও। কিভাবে বিশপের ব্যাপারটা জানলো এডওয়ার্ড? ও তো বলেনি... একমাত্র মিসেস হ্যামিল্টন কিংবা তার স্বামীর কাছ থেকেই সেটা জানা সম্ভব। কিন্তু বাগদাদে আসার পর তাদের সাথে দেখা হবার কথা নয় এডওয়ার্ডের, কারণ তখন বাসরায় ছিল সে। এর অর্থ একটাই- ইংল্যান্ড ছাড়ার আগেই কথাটা শুনেছে সে। তারমানে এডওয়ার্ড আগে থেকেই জানতো যে বাগদাদে তার জন্যে ছুটে আসছে ভিক্টোরিয়া। কোনকিছুই মোটেও কাকতালীয় নয়। সব সাজানো ঘটনা।

এডওয়ার্ডের মুখোশ খুলে গেছে। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আরেকটা কথা বুঝতে পারলো ভিক্টোরিয়া , কারমাইকেল আসলে লুসিফার বলতে এডওয়ার্ডের কথাই বুঝিয়েছে। ভালো মানুষের ছদ্মবেশে আসলে সাক্ষাৎ শয়তান সে। আর সেদিন ব্যাবিলনেও শয়তানের ব্যাপারে কথা বলছিলো এডওয়ার্ড।

ডক্টর র‍্যাথবোন নয়- এডওয়ার্ড! এডওয়ার্ড আছে সবকিছুর পেছনে। ডক্টর র‍্যাথবোনকে ব্যবহার করা হচ্ছে পুতুলের মত। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে এডওয়ার্ড। আর ডক্টর র‍্যাথবোন সে জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছিলেন ওকে।

এডওয়ার্ডের ঐ আপাত নিরীহ চেহারার দিকে তাকিয়ে সব ভালোবাসা কর্পূরের মত উবে গেলো ভিক্টোরিয়ার মন থেকে। বুঝতে পারলো যে এডওয়ার্ডের জন্যে যে অনুভূতি কাজ করতো ওর মনে সেটা আসলে কখনোই ভালোবাসা ছিল না। অনেকটা সিনেমার নায়কদের প্রতি যেরকম আকর্ষণ করে সবার, সেরকমই ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু ও নিজে সেটাকে টেনে নিয়ে এসেছে এতদূর। তাছাড়া ইচ্ছে করে সেদিন অমন অবস্থায় ওর সাথে দেখা করেছিলো এডওয়ার্ড, দূর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে নিজের জালে ফাঁসিয়েছে। একদম বোকার মত আচরণ করেছে ভিক্টোরিয়া।

এত সবকিছু মনের পর্দায় ভেসে ওঠার জন্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ঠ। ব্যাপারটা নিয়ে অতটা চিন্তাও করতে হলো না। আপনা-আপনি মিলে যেতে থাকলো সবকিছু। কারণ আসলে এতদিন মনে মনে সত্যটা জানতো ও...

চেহারায় ইচ্ছে করে বোকা বোকা ভাবটা বজায় রাখলো ভিক্টোরিয়া। জানে যে এই মুহূর্তে খুব বড় বিপদের মুখে আছে ও। একমাত্র এক ভাবেই বের হতে পারবে এই জাল থেকে। সেটা হচ্ছে অভিনয়, যেটা ভালোই পারে ও।

BanglaBook.org

"তার মানে তুমি জানতে!" বললো ও। "জানতে যে বাগদাদে আসছি আমি। তুমিই নিশ্চয়ই আমার এখানে আসার সব ব্যবস্থা করেছো। ওহ এডওয়ার্ড! কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে"।

চেহারায় এডওয়ার্ডের জন্যে মুগ্ধতা একদম নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুললো ভিক্টোরিয়া। খেয়াল করলো যে একটা স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে এডওয়ার্ডের মুখভঙ্গিতে। সে হয়তো ভাবছে- *"এরকম বোকা মেয়ে আগে দেখিনি। যা বলবো তাই বিশ্বাস করবে!"*

"কিন্তু কিভাবে এসবের ব্যবস্থা করলে তুমি? জিজ্ঞেস করলো ও। "নিশ্চয়ই অনেক ক্ষমতা তোমার। বাইরে থেকে যেমনটা দেখা যায় মোটেও অমন নও। সেদিন যেমনটা বলছিলে- ব্যাবিলনের রাজা তুমি"।

গর্ব খেলা করছে এডওয়ার্ডের চোখেমুখে। এতদিন ভালো মানুষের ছদ্মবেশে থাকা চেহারায় ফুটে উঠেছে ক্ষমতা আর দম্ভের চিহ্ন।

"কিন্তু তুমি তো আমাকে আসলেও ভালোবাসো, তাই না," নিজের অহমে আঘাত হানলেও কথাটা বললো ভিক্টোরিয়া।

যেন হাসি চেপে রাখতে পারছে না এডওয়ার্ড- এত বোকা এই মেয়েগুলো! ভাবে যে খুব সহজেই বুঝি তাদের প্রেমে পড়ে গেছে ও। এই নোংরা পৃথিবীকে যে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে হবে সে ব্যাপারে মোটেও মাথা ঘামায় না তারা। আছে এক ঐ ভালোবাসা নিয়ে!

"অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি আমি," বললো সে।

"তাহলে এসব কেন করলে? বলো, এডওয়ার্ড। সব বুঝতে চাই আমি"।

"একটা নতুন পৃথিবী, ভিক্টোরিয়া। এই নোংরা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে সেখান থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে একটা নতুন পৃথিবী"।

"সে সম্পর্কে বলো আমাকে"।

বললো ওকে এডওয়ার্ড। সবকিছু জানা সত্ত্বেও তার কথায় হারিয়ে না গিয়ে পারলো না ভিক্টোরিয়া। পুরনো সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে যারা লড়ছে। মূর্খ কমিউনিস্টের দল- মার্ক্সবাদী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যারা। একটা বড় যুদ্ধ চাই- যেখানে জ্বলে পুড়ে ছারখার হবে গোটা পৃথিবী। আর এরপর সেখানে গড়ে উঠবে নতুন, সুন্দর এক পৃথিবী। কিছু প্রতিভাবান মানুষ- বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, কূটনীতিবিদ- এরাই নেপথ্যে থাকবে সেই পৃথিবীর। তারা বিশ্বাস করে যে একদল শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্ম হবে- যাদের মধ্যে থাকবে না কোন কলুষতা।

আসলে এগুলো সবই পাগলের প্রলাপ- যা কখনোই সম্ভব না।

BanglaBook.org

"কিন্তু," বললো ভিক্টোরিয়া, "অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাবে। তাদের কথা ভাবছো না তোমরা?"

"তুমি বুঝতে পারছো না," বললো এডওয়ার্ড। "তাদের কোন দরকারই নেই"।

কিন্তু ভিক্টোরিয়া জানে যে, তাদের দরকার আছে। ঠিক যেমন আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে বসবাসকারী মানুষের দরকার ছিল। তারাই শ্রম আর বুদ্ধির জোরে পৃথিবীকে আজ নিয়ে এসেছে এই পর্যায়ে। তারা না থাকলে, আজকেই এই পৃথিবীর এরকম চেহারা থাকতো না। সব কিছুরই নির্দিষ্ট কয়েকটা ধাপ আছে। ইচ্ছে করলেই সেই ধাপগুলো মুছে দেয়া যায় না। কিন্তু এডওয়ার্ডের মত মানুষেরা এসব কখনোই বুঝবে না। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের কোন দাম নেই।

এই ডেভনশায়ারে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল ভিক্টোরিয়া। তাই সাবধানী স্বরে বললোঃ

"তুমি আসলেই দারুণ একটা মানুষ, এডওয়ার্ড। কিন্তু আমার কি হবে? কিভাবে তোমাদের সাহায্য করবো আমি?"

"তুমি সাহায্য করতে চাও? আমাদের কথার ওপর বিশ্বাস আছে তোমার?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ভিক্টোরিয়া। সাথে সাথে জবাব দিলে সন্দেহ করে বসতে পারে এডওয়ার্ড।

"শুধুমাত্র তোমার কথার ওপর বিশ্বাস আছে আমার!" বললো ও। "তুমি আমাকে যা করতে বলবে এডওয়ার্ড, সেটাই করবো আমি"।

"লক্ষ্মী মেয়ে"।

"কেন আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলে তুমি? কোন কারণ তো ছিল নিশ্চয়ই?"

"অবশ্যই ছিল। সেদিন তোমার কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম আমি, মনে আছে?"

"হ্যাঁ মনে আছে," বললো ভিক্টোরিয়া।*(আর সেদিন কতই না খুশি হয়েছিলাম-* মনে মনে নিজেকে গাল দিলো ও)।

"তোমাকে দেখেই একদম অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। একজন চেহারা আর দৈহিক গড়নের সাথে দারুণ মিল আছে তোমার। নিশ্চিত হবার জন্যেই ছবিগুলো তুলেছিলাম"।

"কার সাথে মিল আছে?"

"একজন মহিলা- আমাদের কাজে মহা ঝামেলা সৃষ্টি করছে সে- অ্যানা সোফিয়া"।

BanglaBook.org

"অ্যানা সোফিয়া," অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো ভিক্টোরিয়া। এটা আশা করেনি ও। "তুমি বলতে চাচ্ছো, তিনি আমার মত দেখতে?"

"পাশ থেকে দেখলে তোমাদের দেহাবয়ব প্রায় একই। আর একটা ব্যাপারে বিশেষ মিল, তোমার ওপরের ঠোঁটে একটা কাঁটা দাগ আছে-"

"হ্যাঁ, ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে কেটে গেছিলো। ভালোমতো পাউডার দিলে দূর থেকে অবশ্য বোঝা যায় না"।

"অ্যানা সোফিয়ারও ঠিক একই জায়গায় একটা কাটা দাগ আছে। তিনি অবশ্য তোমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় হবেন। তবে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে চুলের ধরণে। তার চুল প্লাটিনাম ব্লন্ড আর তোমারটা সাধারণ সোনালী। অবশ্য তোমার চোখের রং নীল, টিন্টেড চশমা দিয়ে সেটার ব্যবস্থা করা যাবে"।

"সেজন্যেই আমাকে বাগদাদে নিয়ে আসতে চেয়েছিলে তুমি? তার মত আমি দেখতে বলে"।

"হ্যাঁ। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তুমি আমাদের কাজে আসতে পারো"।

"তাই গোটা ঘটনাটা সাজিয়েছিলে... কিন্তু মিসেস ক্লিপ আর মিস্টার ক্লিপ- তারা কারা?"

"গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। যা বলা হয় সেটাই করতে বাধ্য তারা"।

এডওয়ার্ডের গলায় এমন কিছু ছিল যে একটা শিহরণ বয়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার মেরুদন্ডের মাঝ বরাবর।*সবাইকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় এডওয়ার্ড*- ভাবলো ও।

"কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছিলে যে অ্যানা সোফিয়া বাগদাদে আসছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে," বললো ভিক্টোরিয়া।

"কিছু একটা বলে তোমাকে থামাতে হতো আমার। বেশি কিছু জেনে গিয়েছিলে তুমি"।

"*আর আমার চেহারা যদি অ্যানা সোফিয়ার মতন না হতো, তাহলে সেদিন বাসরাতেই হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হতো আমাকে,*" মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া।

"তার আসল পরিচয় কি?" জিজ্ঞেস করলো ও।

"ওটো মরগ্যানের সেক্রেটারি, একজন আন্তর্জাতিক ব্যাংকার তিনি। কিন্তু শুধু সেটাই তার পরিচয় নয়। অর্থনৈতিক যে কোন ব্যাপারে দারুণ দক্ষতা মহিলার। আমরা ধারণা করছি সে হয়তো বের করে ফেলেছে যে লুকোনো টাকাগুলো কোথায় জমা হচ্ছে। তিনজন মানুষ খুবই বিপজ্জনক ছিল আমাদের জন্যে- স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি, কারমাইকেল- এই দু'জনকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকজন হচ্ছে অ্যানা সোফিয়া। বাগদাদে আসার কথা ছিল তার। কিন্তু উধাও হয়ে গেছে"।

BanglaBook.org

"উধাও হয়ে গেছে? কোথা থেকে?"
"লন্ডন থেকে একদম গায়েব হয়ে গেছে সে"।
"কেউই জানে না যে এখন কোথায় সে?"
"ড্যাকিন জানতে পারে"।
কিন্তু মিস্টার ড্যাকিন জানেন না। ভিক্টোরিয়া এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তাহলে অ্যানা সোফিয়া আসলে এখন কোথায়?
"কোন ধারণাই নেই তোমার?" জিজ্ঞেস করলো ও।
"একটা আছে, তবে নিশ্চিত নই সে ব্যাপারে।পাঁচদিনের মধ্যে এখানে যে একটা বড় কনফারেন্স হতে যাচ্ছে সেটা তো জানো? সেটার জন্যে বাগদাদে থাকতে হবে অ্যানা সোফিয়াকে"।
"কনফারেন্স হচ্ছে নাকি? জানতাম না"।
"এই দেশে প্রবেশের সবগুলো পথে নজর রাখছি আমরা। সরকারি ভাবে এখানে আসছে না সে, এটা জানি আমরা। তাই প্রাইভেট এয়ারওয়েজ গুলোতে খোঁজ নিয়েছি। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মাধ্যমে গ্রেট হার্ডেন নামের এক মহিলা আসছেন বাগদাদে। কিন্তু আমাদের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে যে গ্রেট হার্ডেন নামে কারও অস্তিত্ব নেই আসলে। একটা ভুয়া টিকানা দেয়া হয়েছে এয়ারওয়েজের কাছে। তাই আমাদের ধারণা যে গ্রেট হার্ডেনের ছদ্মবেশে অ্যানা সোফিয়া আসছে এখানে। পরশু দামাস্কাস এয়ারপোর্টে অবতরণ করবে বিমানটা"।
"তারপর?"
হঠাৎ করে ভিক্টোরিয়ার চোখে চোখ রাখলো এডওয়ার্ড।
"সেটা তোমার ওপর নির্ভর করবে, ভিক্টোরিয়া"।
"আমার ওপর?"
"তুমি তার জায়গাটা নেবে"
"রুপার্ট ক্রফটল লি'র ঘটনাটার মত," ধীরে ধীরে বললো ভিক্টোরিয়া। ঐ ঘটনায় পরে প্রাণ খোয়াতে হয়েছিল ক্রফটন লি কে। তার মানে এই ক্ষেত্রে গ্রেট হার্ডেন ওরফে অ্যানা সোফিয়ারও মৃত্যু হবে।
ওর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে এডওয়ার্ড। একবারের জন্যেও যদি কিছু সন্দেহ হয় তার, তাহলে এখানেই বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে ওকে।সন্দেহের সুযোগ দেয়া যাবে না কিছুতেই।
মিস্টার ড্যাকিনের কাছে রিপোর্ট করার জন্যে হলেও বেঁচে থাকতে হবে।
একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো ও-

BanglaBook.org

"কিন্তু... কিন্তু এডওয়ার্ড, আমি কি পারবো সেটা? ধরা পড়ে যাবো। একজন অ্যামেরিকানের নকল করা সম্ভব নয়"।

"অ্যানা সোফিয়ার কথা বলার ধরণে কোন টান নেই। তাছাড়া বলা হবে যে ল্যারিনজাইটিসে ভুগছো তুমি। এই অঞ্চলের সেরা ডাক্তার সেই কথা বলবে"।

সব জায়গায় লোক আছে ওদের-ভাবলো ভিক্টোরিয়া।

"আমাকে কি করতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো।

"দামাস্কাস থেকে গ্রেট হার্ডেনের ছদ্মবেশে বাগদাদে পৌঁছুতে হবে। সেখান থেকে সরাসরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। ওখান থেকে যথাসময়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কনফারেন্সে যাওয়ার অনুমতি দেবে তোমাকে। সেই কনফারেন্সে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করবে তুমি"।

"আসল নথিপত্র?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

"না! আমরা নকল কাগজপত্র জোগাড় করে দেবো তোমাকে"।

"কি লেখা থাকবে সেগুলোতে?"

জবাবে হাসলো এডওয়ার্ড।

"অ্যামেরিকার মাটিতে ঘটতে যাওয়া সবচেয়ে জঘন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা"।

কতটা সুক্ষভাবে সবকিছুর পরিকল্পনা করা হয়েছে- ভাবলো ভিক্টোরিয়া।

"তোমার কি মনে হয় যে আমি আসলেও পারবো, এডওয়ার্ড?"

এখন আর বোকার অভিনয় করতে বেগ পেতে হচ্ছে না ওকে।

"অবশ্যই পারবে। আমি দেখেছি যে বিশ্বাসের সময় মাথা ঠা-া থাকে তোমার। আর অভিনয়ও দারুণ করো"।

"মিস হ্যামিল্টন ক্লিপের কথাটা ভেবে এখনও নিজেকে বড্ড বোকা মনে হচ্ছে আমার," একটু অভিমানের স্বরে বললো ভিক্টোরিয়া।

আবারও গর্বের হাসি ফুটে উঠলো এডওয়ার্ডের মুখে।

"কিন্তু তুমিও বোকার মত কাজ করেছিলে-," মনে মনে এডওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে বললো ভিক্টোরিয়া।*"-বাসরাতে বিশপের ব্যাপারটা ওভাবে বলে ফেলে। সেটা যদি না করতে তাহলে কখনোই তোমাকে সন্দেহ করতাম না আমি"।*

"আর ডক্টর র‍্যাথবোনের ব্যাপারটা?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো ও।

"তার ব্যাপারটা- মানে?"

"উনিও কি এসবের সাথে জড়িত?"

যেন মজার একটা কথা শুনলো এমন ভঙ্গিতে হেসে উঠলো এডওয়ার্ড।

"র‍্যাথবোনের কোন লেনদেন এই ব্যাপারে। বুড়োটা এতদিন ধরে কি করছে জানো? সাংস্কৃতিক গবেষণার নামে যে পয়সা পাচ্ছে তার অর্ধেক চালান করছে

BanglaBook.org

নিজের পকেটে। তার ব্যাপারে সবকিছু জানি আমরা। যে কোন সময়ে ধরিয়ে দিতে পারি"।

কিন্তু বুড়ো লোকটার প্রতি এক ধরণের কৃতজ্ঞতা অনুভব করলো ভিক্টোরিয়া। ফান্ডের টাকা নিজের পকেটে ভরলেও- ওর প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছিলেন তিনি- আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন"।

"সব কিছুই আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে," বললো এডওয়ার্ড।

বাইরে থেকে দেখে সুস্থ মনে হলেও আসলে ভেতরে ভেতরে পুরো পাগল এডওয়ার্ড- মনে মনে ভাবলো ভিক্টোরিয়া।*নাহলে এরকম অসম্ভব মতবাদে বিশ্বাস করতো না।*

"চলো এখন," উঠে দাঁড়িয়ে বললো এডওয়ার্ড, "তোমাকে সময় মতো দামাস্কাসে পৌঁছুতে হবে। সেখানে আগে থেকে ঠিক করে রাখা পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে সবকিছু"।

আগ্রহী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো ভিক্টোরিয়া। এই মুহূর্তে কোলাহলে পূর্ণ বাগদাদ নগরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। সেখানকার ভিড় ঠেলে তিও হোটেলে গিয়ে মার্কাসের সাথে বসে দু-এক গ্লাস হুইস্কি খেলে ওর স্নায়ু কিছুটা শান্ত হয়ে আসবে। এডওয়ার্ডের সাথে গোটা সময়টা এক ধরণের মানসিক চাপের মধ্যে কেটেছে। আর ওকে এখন একসাথে দু'টো ভূমিকা পালন করতে হবে- এডওয়ার্ডের সামনে অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে, সেই সাথে গোপনে তার পরিকল্পনা ভন্ডুলের চেষ্টাও করতে হবে।

"তোমার ধারণা যে মিস্টার ড্যাকিন জানে যে অ্যানা সোফিয়া কোথায় আছে? আমি সেটা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতে পারি"।

"মনে হয়না লাভ হবে- আর কোন অবস্থাতেই মিস্টার ড্যাকিনের সাথে যোগাযোগ করা চলবে না তোমার"।

"আমাকে তো সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা করতে বলেছেন তিনি," সতর্কভাবে বললো ভিক্টোরিয়া, ভয় পাচ্ছে এখন, "আমি না গেলে সন্দেহ জাগতে পারে তার মনে"।

"এই পর্যায়ে এসে সে কি ভাবলো না ভাবলো সেটা নিয়ে আর মাথা ব্যাথা নেই আমাদের," বললো এডওয়ার্ড। "আমাদের সব পরিকল্পনা হয়ে গেছে, তোমাকে আর বাগদাদে দেখা যাবে না"।

"কিন্তু এডওয়ার্ড! আমার সব জিনিসপত্র তো তিও হোটেলে। সেখানে রুমও বুক করেছি আমি"। স্কার্ফটার কথা মনে হতে লাগলো ভিক্টোরিয়ার।

BanglaBook.org

"ওগুলো আগামী বেশ কয়েকদিন কোন কাজে আসবে না তোমার। আর আমি তোমার জন্যে নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করে দেবো। এখন চলো"।
আবার গাড়িতে উঠে পড়লো ওরা। *"মিস্টার ড্যাকিনের সাথে যে আমাকে আর দেখা করতে দেবেনা এডওয়ার্ড এটা আগেই ভাবা উচিৎ ছিল"*, মনে মনে বললো ভিক্টোরিয়া।*"এখনো অবশ্য এডওয়ার্ডের ধারণা আমি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, তবুও কোন সুযোগ নিতে চাইবে না ও"*।
"যদি আমি না ফিরে যাই তাহলে আমাকে খোঁজা শুরু করবে না?"
"সেটা আমরা সামলে নেবো। আমি বলবো যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছু বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছো তুমি"।
"আসলে কি হবে?"
"সেটা তো দেখতেই পাবে"।
চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকলো ভিক্টোরিয়া। উঁচুনিচু রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চললো সেটা।
"লেফার্জ," বিড়বিড় করে বললো এডওয়ার্ড," "কারমাইকেল এই শব্দটা দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছিল সেটা জানতে পারলে ভালো হতো"।
হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো ভিক্টোরিয়ার।
"ওহ," বললো ও, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। জানিনা এসবের সাথে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। তেল আমাদের খননকার্য পরিদর্শনে এসে ছিল এ এম লেফার্জ নামের একটা লোক"।
"কি?" উত্তেজনার বসে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো এডওয়ার্ড। "কবে এটা?"
"এই এক সপ্তাহ আগে। সিরিয়ার কোথাও থেকে এসেছিল সে, প্রত্নতাত্ত্বিক"।
"আন্দ্রে আর হুভেট নামের দুইজন লোক গিয়েছিলো না সেখানে?"
"হ্যাঁ, তখন সেখানেই ছিলামা আমি," বললো ভিক্টোরিয়া। "একজনের পেট খারাপ হওয়াতে ভেতরে ঢুকে শুয়ে ছিল"।
"ওরা দু'জন আমাদের লোক," বললো এডওয়ার্ড।
"ওখানে গিয়েছিল কেন তারা? আমার খোঁজে?"
"নাহ। আমি জানতামই না যে সেখানে আছো তুমি। কিন্তু কারমাইকেল যখন বাসরার কনস্যুলেট অফিসে গিয়েছিল, রিচার্ড বেকারও ছিল সেখানে। আমাদের ধারণা যে কারমাইকেল হয়তো গোপনে কিছু একটা চালান করে দিয়েছে তাকে"।
"রিচার্ড বলছিলো কেউ তার জিনিসপত্রে হাত দিয়েছে। কিছু পেয়েছিল তারা?"

BanglaBook.org

"নাহ, পায়নি কিছু। এখন একটু ভেবে বলো তো ভিক্টোরিয়া- এই লেফার্জ নামের লোকটা কি আমাদের লোকগুলোর আগে সেখানে গিয়েছিল ? নাকি পরে?"

গম্ভীর ভঙ্গিতে চিন্তার অভিনয় করতে লাগলো ভিক্টোরিয়া। ওর বানানো মিস্টার লেফার্জের তেল আসাদে আসার তারিখটা ভেবে করছে।

"আন্দ্রে আর হুভেট সেখানে যাবার ঠিক আগের দিনটাতে সে এসেছিল সেখানে," বললো ও।

"কি করলো এসে?"

"ডক্টর পন্সফুট জোনসের সাথে খননকাজ ঘুরে দেখলো। এরপর রিচার্ড বেকার তাকে ভেতরের স্টোর রুমে নিয়ে গিয়েছিল কিছু জিনিস দেখানোর জন্যে"।

"রিচার্ড বেকারের সাথে ভেতরে গিয়েছিল সে? কথাও বলেছে?"

"হ্যাঁ," বললো ভিক্টোরিয়া। "ভেতরে যাবার পর তো নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্তা হয়েছে তাদের মধ্যে"।

"লেফার্জ," আবারো বিড়বিড় করলো এডওয়ার্ড, "কে এই লেফার্জ? তার সম্পর্কে কোন তথ্য কেন নেই আমাদের কাছে?"

ভিক্টোরিয়ার ইচ্ছে হলো বলতে-" মিস্টার হ্যারিসের ভাই" কিন্তু চুপ করে থাকলো। এম লেফার্জ নামের একজন লোকের কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বানিয়ে বলেছে এটা নিয়েই সন্তুষ্ট ও। এখন তো লোকটাকে মনে মনে কল্পনাও করতে পারছে। হালকা পাতলা গড়নের, ঠোটের ওপরে সরু গোঁফ আর কালো চুল। এডওয়ার্ডের প্রশ্নের জবাবেও একই বর্ণনা দিলো সে।

বাগদাদের তুলনামূলক কম জনবহুল এলাকা দিয়ে গাড়ি চলছে এখন। একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলো এডওয়ার্ড। ইউরোপিয়ান নকশার আধুনিক ভিলা চারপাশে, ঝুল বারান্দা আর বাগান সহ। একটা বাড়ির সামনে বড় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটার পেছনে গাড়ি থামালো এডওয়ার্ড। এরপর দু'জনই বের হয়ে আসলো গাড়ি থেকে, সিড়ি বেয়ে এগিয়ে গেলো সদর দরজার দিকে।

একজন মহিলা বের হয়ে আসলে তার সাথে ফরাসি ভাষায় আলাপ করলো এডওয়ার্ড। ভিক্টোরিয়া ফরাসি ভাষা অতটা ভালো না বুঝলেও এটুকু বুঝতে সক্ষম হলো -*এটাই সেই মেয়েটা, এখনই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও।*

"আমার সাথে ভেতরে আসুন দয়া করে," ওর দিকে তাকিয়ে ভদ্রভাবে ফরাসি ভাষায় বললো মহিলাটা।

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়াকে ভেতরের একটা বেডরুমে নিয়ে আসলো সে। বিছানায় একজন নানের পোশাক রাখা আছে। ভিক্টোরিয়াকে সেগুলো পরে নেয়ার ইঙ্গিত করলে সেটাই করলো সে। তার মাথার হেডড্রেসটা ঠিকমতো বসিয়ে দিলো ফরাসি মহিলা। আয়নায় একবার নিজের চেহারা দেখে নিলো ভিক্টোরিয়া। কাল রঙের পোশাকটা ফুলে থাকে। গলার নিচের অংশটুকু সাদা। খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। ওর গলায় একটা কাঠের ক্রস ঝুলিয়ে দিলো ফরাসি মহিলা। জুতো পরা শেষে এডওয়ার্ডের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

"ঠিকঠাক লাগছে তোমাকে," ওকে দেখে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললো সে। "সবসময় চোখ নিচু করে রাখবে। বিশেষ করে জনবহুল জায়গায়"।

কিছুক্ষণ পরে একই পোশাক পরে সেখানে হাজির হলো ফরাসি মহিলা। এরপর ছদ্মবেশি নান দু'জন বাইরের বড় গাড়িতে গিয়ে উঠলো। কালো চুলের এক ইউরোপীয় লোক বসে আছে চালকের আসনে।

"এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু," বললো এডওয়ার্ড। "যা বলা হয় সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে"।

তার কথার বলার ধরণে প্রচ্ছন্ন হুমকির ছাপ।

"তুমি আসবে না, এডওয়ার্ড?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

"তিন দিনের মধ্যে তোমার সাথে দেখা হবে আমার," বললো এডওয়ার্ড। "তোমার ওপর ভরসা আছে আমার, ডার্লিং। একমাত্র তুমিই পারবে কাজটা করতে। তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমি, ভিক্টোরিয়া। কথাটা মনে রেখো। যদিও একজন নানকে কখনো ভালোবাসার কথা বলা যায় না," হেসে পরের কথাগুলো বললো সে।

একজন আদর্শ নানের মত মাথা নিচু করে রাখলো ভিক্টোরিয়া, রাগে জ্বলে যাচ্ছে ওর পুরো শরীর।

"*হারামি একটা*," মনে মনে বললো।

"সাধ্যমতো চেষ্টা করবো," এডওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে বললো।

"লক্ষ্মী মেয়ে," বললো এডওয়ার্ড। "চিন্তা করবে না। তোমার কাগজপত্র সব তৈরিই আছে। সিরিয়ায় নেমে কোন সমস্যাই পড়তে হবে না তোমাকে। নানের ছদ্মবেশে থাকাকালীন তোমার নাম সিস্টার মারিয়া ডি অ্যাঞ্জেস। আর সিস্টার থেরেসা তোমার সাথে যাবে সব জায়গায়। তোমাদের দু'জনের কাগজপত্রের দায়িত্বও তার। দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখবে- নাহলে কিন্তু ভালো হবে না"।

BanglaBook.org

ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে গাড়িটা থেকে সরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো এডওয়ার্ড। চলতে শুরু করলো গাড়িটা।

সিটে হেলান দিয়ে বসে কি করবে সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো ভিক্টোরিয়া। বাগদাদের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কিংবা সিরিয়ায় প্রবেশের সময় হইচই করতে পারে ও। জোরে চিল্লিয়ে লোকজন জড়ো করে বলতে পারে যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে।

কিন্তু তাতে করে কি আসলেও কোন লাভ হবে? বরং বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হতে পারে ওকে। গাড়িতে ওঠার আগে সিস্টার থেরেসাকে একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল কাপড়ের ভাজে ঢুকিয়ে নিতে দেখেছে ও। হয়তো কিছু বলার সুযোগই পাবে না ও।

নাকি দামাস্কাসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? সেখানে গিয়ে যা করার করবে? কিন্তু সেক্ষেত্রেও একই পরিণাম বরণ করতে হতে পারে ওকে। কিংবা গাড়ির চালক অথবা ওর সাথের নান হয়তো এমন কাগজপত্র বের করে দেখাবে যেখানে লেখা মানসিক ভাবে অসুস্থ ও- সোজা কথায় পাগল। তখন আর ওকে বিশ্বাস করবে না কেউ।

সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে অভিনয় করে যাওয়া। অ্যানা সোফিয়ার ছদ্মবেশ ধরে বাগদাদে পৌঁছিয়ে, অ্যানা সোফিয়ার ভূমিকা পালন করা। নিশ্চয়ই একটা না একটা সুযোগ পাবেই ও। সবসময় তো ওকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এডওয়ার্ড। যদি তাকে ও এটা বিশ্বাস করাতে পারে যে তার জন্যে যে কোন কিছু করতে পারে, তাহলে কনফারেন্সে নথিপত্র নিয়ে যাবার সুযোগ পাবে ও- আর সেখানে থাকবে না এডওয়ার্ড।

তখন কেউ ওকে এটা বলা থেকে থামাতে পারবে না- "আমি অ্যানা সোফিয়া নই। আর এই নথিপত্রগুলো জাল করা হয়েছে"।

অবশ্য এডওয়ার্ডও নিশ্চয়ই এটা সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু আর কোন উপায় নেই তার কাছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে অ্যানা সোফিয়ার মত দেখতে কাউকে দরকার ওদের। এই অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে জোগাড় করাও সম্ভব হবে না। তাই ভিক্টোরিয়াকে চাইলেও পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে পারবে না তারা।

একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে এখন গাড়িটা। টাইগ্রিস নদীর দিকে তাকিয়ে নস্টালজিয়ায় ভুগতে লাগলো ভিক্টোরিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা উঠে পড়লো শহরের বাইরের রাস্তায়। ধূলো উড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো।

গলায় ঝোলানো ক্রসটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলো ভিক্টোরিয়া- *খুব শিঘ্রই হয়তো শহীদের খাতায় নাম উঠতে যাচ্ছে ওর, সেটাও খারাপ কি?*

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

একদম ঠিকঠাক অবতরণ করলো প্লেনটা। কিছুক্ষণ ট্যাক্সিয়িং করে এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলো যথাস্থানে। যাত্রীদের নেমে আসার আহবান করা হলো। একে একে নামতে শুরু করলো সবাই। বাসরাগামী যাত্রীদের আলাদা করে নেয়া হলো বাগদাদগামী যাত্রীদের থেকে। একটা কানেক্টিং ফ্লাইটে করে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তারা।

বাগদাদগামী যাত্রী মোট চারজন। একজন সম্ভ্রান্ত ইরাকী ব্যবসায়ী। একজন কমবয়সী ইংরেজ ডাক্তার আর দু'জন ভদ্রমহিলা। তাদের সবাইকে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে।

অগোছালো ভাবে চুল বাঁধা গলায় স্কার্ফ জড়ানো ক্লান্ত চেহারার একজন মহিলা প্রথমে ঢুকলেন কাস্টম অফিসে।

"মিসেস পন্সফুট জোনস? ব্রিটিশ। আপনার স্বামীর সাথে কাজে যোগ দিতে এসেছেন। বাগদাদে কোথায় উঠবেন? কত টাকা আছে আপনার সাথে...?"

এরকম আরো কিছু প্রশ্ন করা হলো। এরপর দ্বিতীয় মহিলা প্রবেশ করলো ভেতরে।

"গ্রেট হার্ডেন? কোন দেশের নাগরিক আপনি, ম্যাডাম? ডেনমার্ক। লন্ডন থেকে আসছেন। কেন এসেছেন? হাসপাতালে যোগ দিতে? বাগদাদে কোথায় উঠবেন? কত টাকা আছে আপনার সাথে?"

গ্রেট হার্ডেন একজন ছিপছিপে গড়নের, সোনালী চুলের কম বয়সী ভদ্রমহিলা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটের ওপরের অংশে বিশেষ ভাবে মেকআপ করা, সেখানে হয়তো ব্রনের মত কিছু একটা হয়েছিল, সেটাই ঢেকে রাখার চেষ্টা। তার পরনের পোশাক কিছুটা পুরনো হলেও একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফরাসি ভাষাটা অতটা ভালো পারেন না তিনি। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছেন কথা বলতে গিয়ে।

চারজন যাত্রীকেই জানানো হলো যে বাগদাদের উদ্দেশ্যে বিকেল বেলা ছেড়ে যাবে প্লেন। তাদের এখন আব্বাসিদ হোটেলে বিশ্রাম এবং দুপুরের খাবারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে।

BanglaBook.org

গ্রেট হার্ডেন তার বিছানায় বসে ছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় কড়া নাড়লো কেউ। দরজা খুলে তিনি দেখলেন যে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইউনিফর্ম পরিহিতা একজন এয়ার হোস্টেস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

"বিশ্রামের মাঝে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিস হার্ডেন। আপনি কি আমার সাথে একটু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অফিসে আসবেন দয়া করে? আপনার টিকিটটা নিয়ে একটু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে"।

তার পিছু পিছু করিডোর ধরে এগিয়ে গেলো গ্রেট হার্ডেন। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো তারা- সেটার গায়ে একটা বোর্ডে সোনালী অক্ষরে লেখা- ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অফিস।

এয়ার হোস্টেস দরজা খুলে ভেতরে যাওয়ার অনুরোধ জানালো তাকে। গ্রেট হার্ডেন ভেতরে ঢুকে যাবার সাথে সাথে দ্রুত বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে বোর্ডটা খুলে নিলো সে।

এদিকে গ্রেট হার্ডেন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোক শক্ত করে চেপে ধরলো তার দুহাত। তার আগে চেহারা ঢেকে দেয়া হয়েছে একটা কাপড় দিয়ে। যাতে শব্দ করতে না পারে সে এইজন্যে মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে কাপড়। এরপর তাদের একজন তার জামার হাতা উঠিয়ে ফেললো, অন্যজন একটা হাইপারডার্মিক সিরিঞ্জ বের করে ইনজেকশন দিয়ে দিলো তাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো তার দেহ।

ইংরেজ ডাক্তার সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললো, "অন্তত ছয় ঘন্টা ঘুম ভাঙবে না তার। এবার আপনারা দু'জন কাজে লেগে পড়ুন"।

ঘরটার জানালার ধারে বসে থাকা দু'জন নানের উদ্দেশ্যে কথাটা বললো সে। লোক দু'জন বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। নানদের মধ্যে একটু বয়স্ক যে, সে গিয়ে গ্রেট হার্ডেনের শরীর থেকে সব জামা কাপড় খুলে নিলো। কমবয়সী নানও পরনের পোশাক খুলে সেই কাপড়গুলো পরে নিলোদ্রুত। বিছানায় শুয়ে থাকা গ্রেট হার্ডেনের শরীরে এখন নানের পোশাক।

এবার তার সহযোগীর চুলের দিকে মনোযোগ দিলো বয়স্ক নান। আয়নায় লাগিয়ে রাখা একটা ছবি দেখে সেটার মত করে অন্যজনের চুল ঠিক করে দিলো সে।

কাজ শেষে পেছনে সরে একবার দেখে ফরাসিতে বললোঃ

"একদম অন্যরকম লাগছে এখন তোমাকে। কালো কাঁচের চশমাটা পড়ে নাও, তোমার চোখ বেশি নীল। হ্যাঁ, এখন সব ঠিক।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো আগের লোক দু'জন। হাসি লেগে আছে তাদের মুখে।

"গ্রেট হার্ডেনই অ্যানা সোফিয়া," বললো একজন। "তার লাগেজের মধ্যে নথিপত্রগুলো পাওয়া গেছে। সাবধানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল 'হাসপাতাল গবেষণা' ফাইলের মধ্যে। তো মিস হার্ডেন," কৌতুকের ভঙ্গিতে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বললো সে। "আপনি কি আমার সাথে দুপুরের খাবার সারতে ইচ্ছুক?"

ভিক্টোরিয়া তার পিছু নিয়ে বের হয়ে আসলো ঘর থেকে। হলরুমে এসে দেখলো বাগদাদগামী অন্য ভদ্রমহিলা একটা টেলিগ্রাম পাঠানোর চেষ্টা করছেন।

"না," বলছেন তিনি। "ভুল হয়েছে। ডক্টর পন্সফুট জোনসের উদ্দেশ্যে। আজকেই তিও হোটেলে পৌঁছুবো আমি। যাত্রাপথে সমস্যা হয়নি"।

হঠাৎ করেই তার দিকে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকালো ভিক্টোরিয়া। ইনিই নিশ্চয়ই ডক্টর পন্সফুট জোনসের স্ত্রী, তার সাথে কাজে যোগ দিতে এসেছেন। ডক্টর পন্সফুট জোনসন ভিক্টোরিয়াকে যে তারিখটা জানিয়েছিলেন, তার এক সপ্তাহ আগেই এসে পড়েছেন তিনি। এতে অবশ্য অবাক হলো না ও, যেরকম ভুলোমনো তিনি। কয়েকবার হারিয়ে ফেলেছেন তার স্ত্রীর পাঠানো চিঠিটা, তবে তার নাকি স্পষ্ট মনে ছিল যে ২৬ তারিখে আসছে সে।

এখন যদি কোনভাবে মিসেস পন্সফুট জোনসের মাধ্যমে রিচার্ড বেকারের কাছে কোন বার্তা পাঠাতে পারতো ও...

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই কনুই ধরে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে আসলো ওর সাথে থাকা লোকটা।

"অন্য যাত্রীদের সাথে কথা বলা একদম নিষেধ, মিস হার্ডেন," বললো সে। "আপনি যে আসল গ্রেট হার্ডেন না, এটা ধরে ফেলার সুযোগ দেয়া যাবে না তাকে"।

ওকে নিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে চলে আসলো লোকটা, দুপুরের খাবার সেরে নেয়ার জন্যে। ফিরে আসার সময় তারা দেখলো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন মিসেস পন্সফুট জোনস। একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লেন তিনি।

"ঘুরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?" জিজ্ঞেস করলেন। "আমি আশপাশের বাজারগুলো দেখতে যাচ্ছি"।

তার লাগেজে কিছু ঢুকিয়ে দিতে পারতাম যদি... ভাবলো ভিক্টোরিয়া।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও একা ছাড়া হলো না তাকে।

BanglaBook.org

বাগদাদের উদ্দেশ্যে তিনটার সময় ছেড়ে দিল প্লেন।
মিসেস পন্সফুট জোনসের সিটটা একদম সামনের দিকে। আর ভিক্টোরিয়া বসে আছে একদম পেছনে, দরজার কাছে। আর অন্য পাশে বসে আছে ফর্সা লোকটা, ওর ওপর সবসময় নজর রাখছে সে। মিসেস পন্সফুটের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায়ই নেই ভিক্টোরিয়ার।
বেশিক্ষন সময় লাগলো না গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে। দ্বিতীয়বারের মত আকাশ থেকে বাগদাদ শহর দেখতে পেলো ভিক্টোরিয়া। টাইগ্রিস নদীর পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন এই নগরী। প্রথমবার এখানে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটে গেছে।
আর দুইদিনের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর, ভিন্ন মতবাদের দু'জন লোক সাক্ষাৎ করবেন এখানে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করবেন তারা। আর সেটায় ভিক্টোরিয়ারও কিছু ভূমিকা থাকবে।

*****

"আমার ঐ মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে," বললো রিচার্ড বেকার।
"কোন মেয়ে?" অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর পন্সফুট জোনস।
"ভিক্টোরিয়া"।
"ভিক্টোরিয়া?" রিচার্ডের দিকে তাকালেন তিনি। "কোথায় সে? আহহা! ওকে ছাড়াই তো গতকাল বাগদাদ থেকে চলে এসেছি আমরা"।
"আপনার সেটা খেয়াল ছিল নাকি সন্দেহ আছে আমার," বললো রিচার্ড।
"বোকার মত কাজ করে ফেলেছি। *তেল বামদারের* রিপোর্টগুলো দেখে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম... ও কি জানতো না কোথা থেকে ছাড়বে ট্রাকটা?"
"তারআমাদের সাথে এখানে ফিরে আসবার কথাও ছিল না," বললো রিচার্ড।
"আসলে সে ভেনেশিয়া স্যাভাইল নয়"।
"ভেনেশিয়া স্যাভাইল না? অদ্ভুত তো। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বলেছিলে যে ভেনেশিয়ার ডাকনাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া"।
"তার আসল নাম ভিক্টোরিয়া। নৃতাত্ত্বিক নয় সে। মিস্টার ইমারসনকেও চিনতো না মেয়েটা। আসলে পুরো ব্যাপারটাই একটা... ভুল বোঝাবোঝি"।
"খুবই অদ্ভুত ঠেকছে ব্যাপারটা আমার কাছে," ডক্টর পন্সফুট জোনস বললেন কিছুক্ষণ ভাবার পর। "দোষটা আমারই, ইদানীং বেশি ডুবে থাকি কাজে। চিঠিতে ভুল দেখেছিলাম বোধহয়"।

BanglaBook.org

"আমি বুঝতে পারছি না," ডক্টর পন্সফুটের কথা আমলে না নিয়ে বললো রিচার্ড বেকার। "একটা ছেলের সাথে গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলো সে, এরপর আর ফেরেনি। আরেকটা অবাক করার মত ব্যাপার হচ্ছে, তার মালপত্র ওখানেই ছিল, সেগুলো খুলেও দেখেনি সে। এতদিন পরে এসেও লাগেজ খুললো না, এটাতেই খটকা লাগছে আমার। তাছাড়া দুপুরে একসাথে খাওয়ার জন্যে দেখা করার কথা ছিল আমাদের..... নাহ, বুঝতে পারছি না। আশা করি কিছু হয়নি তার"।

"কালকে কোন দিকে খোঁড়া শুরু করবো এটা ঠিক করে ফেলা উচিৎ আমার। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। উত্তরপূর্ব দিকে খুড়োলে কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে," অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর জোনস।

"এর আগেও একবার তাকে অপহরণ করেছিল ওরা," বললো রিচার্ড বেকার। "আবার যে করবে না সেটা কি নিশ্চিত ভাবে বলা যায়?"

"না, না- করবে না," বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "এদেশের অবস্থা এখন অনেক ভালো। তুমি নিজেও তো সেদিন এই কথা বললে"।

"মিস ভিক্টোরিয়া যে লোকটার কথা বলেছিলেন তার নামটা যদি মনে করতে পারতাম। একটা তেল কোম্পানির সাথে যুক্ত সে। ডিকন? ডেকন নাকি ড্যাকিন? এ ধরণেরই কিছু একটা হবে"।

"এরকম কারো নাম আগে শুনিনি আমি," বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "মোস্তফা আর তার লোকদের উত্তরপূর্ব দিকেই কাজ শুরু করতে বলবো, এরপর নাহয়-"

"স্যার, আমি যদি কাল আবার বাগদাদে যাই, আপনি কি কিছু মনে করবেন?" এবার সহকর্মীর দিকে পূর্ণ মনোযোগের সহিত তাকালেন ডক্টর পন্সফুট জোনস

"কালকে? কিন্তু আমরা তো গতকালই ফিরলাম ওখান থেকে"।

"মেয়েটাকে নিয়ে আসলেও দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার"।

"রিচার্ড, আমি ধারণাও করিনি যে এরকম কিছু ঘটবে!"

"কিরকম?"

"এই যে, মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ বোধ করছো তুমি। সেজন্যেই সাইটে কোন মেয়ে আসার অনুমতি দিতে চাই না আমি- বিশেষ করে সুন্দরী কাউকে। গতবার সিবিল মারফিল্ড নামের যে ফরাসি মেয়েটা এসেছিল তাকে নিয়ে সেরকম কোন সমস্যা হয়নি। তবে এই মেয়েটা, ভিক্টোরিয়া না ভেনেশিয়া- আসলেও বেশ সুন্দরী। তোমার পছন্দ ভালো, রিচার্ড। কিন্তু এর আগে তো কখনও কোন মেয়ের প্রতি কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করোনি তুমি, ব্যাপার কি বলো তো?"

BanglaBook.org

"সেরকম কিছু না," লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলো রিচার্ড। "তাকে নিয়ে-এই-মানে- একটু চিন্তা হচ্ছে আমার। বাগদাদে যেতেই হবে আমাকে"।
"বেশ। যাচ্ছোই যখন, বেলচাগুলো নিয়ে আসো। গর্দভ ড্রাইভারটা সেগুলো তুলতে ভুলে গেছে"।

*****

একদম সকাল সকাল বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে তিও হোটেলে পৌঁছে গেলো রিচার্ড। সেখান থেকে তাকে জানানো হলো যে ভিক্টোরিয়া ফেরেনি।
"অথচ তার জন্যে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম আমি," তাকে বললেন মিস্টার মার্কাস। "সুন্দর একটা রুমও বরাদ্দ ছিল। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না?"
"পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন?"
"না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। মিস জোনসও নিশ্চয়ই তেমনটা চাইবেন না। আর আমারও ব্যাপারটা পছন্দ নয়"।
আরো কিছু প্রশ্ন করে মিস্টার ড্যাকিনের অফিসের ঠিকানা জেনে নিলো রিচার্ড। সেখানে গিয়ে তার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।
যেমনটা ভেবেছিলো ঠিক তেমনই দেখতে লোকটা। রান্ত চেহারার, শরীরে অবসন্ন একটা ভাব, কোন বিশেষত্ব নেই। তাকে ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলো ও।
"আমার সাথে গত পরশু কথা হয়েছিল তার"
"আমাকে কি তার ঠিকানাটা দিতে পারবেন?"
"বোধহয় তিও হোটেলে থাকছেন তিনি"।
"শুধুমাত্র তার লাগেজ আছে সেখানে, তিনি নেই"।
ভ্রুজোড়া উঁচু হয়ে গেলো মিস্টার ড্যাকিনের।
"আমাদের সাথে কয়েকদিন তেল আসাদে কাজ করেছিলেন তিনি," ব্যাখা করার চেষ্টা করলো রিচার্ড।
"ওহ। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করার মত কোন তথ্য জানা নেই আমার। তার বেশ কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আছে বাগদাদে। কিন্তু তাদের ঠিকানা জানা নেই আমার"।
"অলিভ ব্রাঞ্চে থাকতে পারে সে?"
"মনে হয়না আমার। তবুও খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন"।
"তার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত বাগদাদ ছাড়ছি না আমি," দৃঢ়কণ্ঠে বললো রিচার্ড।

BanglaBook.org

কড়া চোখে মিস্টার ড্যাকিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হনহন করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

রিচার্ড চলে যাবার পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেসে একবার মাথা দোলালেন মিস্টার ড্যাকিন।

"ওহ্ ভিক্টোরিয়া," বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

তিও হোটেলে ঢোকার পথে মিস্টার মার্কাসের সাথে দেখা হয়ে গেলো রিচার্ডের। চোখজোড়া চকচক করছে তার।

"ফিরে এসেছেন তিনি?" উৎসাহী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো রিচার্ড।

"না, না। মিসেস পন্সফুট জোনস খবর পাঠিয়েছেন যে আজকেই এখানে আসছেন তিনি। অথচ ডক্টর পন্সফুট জোনস আমাকে বলেছিলেন যে আগামী সপ্তাহে আসবেন তার স্ত্রী"।

"সবসময়ই তারিখ উল্টাপাল্টা করে ফেলা তার অভ্যাস।আর মিস্ ভিক্টোরিয়া জোনসের কি খবর?"

আবারও আঁধার ঘনিয়ে আসলো মার্কাসের চেহারায়।

"না, এখনও তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার, মিস্টার বেকার। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। এত কম বয়স মেয়েটার। আর এত সুন্দরী"।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," একটু যেন বিরক্ত শোনালো রিচার্ডের গলা। "আমি বরং এখানে থেকে মিসেস পন্সফুট জোনসের অপেক্ষা করি"।

কি হতে পারে ভিক্টোরিয়ার? মনে মনে ভাবলো সে।

BanglaBook.org

*****

"তুমি!"রাগান্বিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ভিক্টোরিয়া।

ব্যাবিলনিয়ান প্যালেস হোটেলের আগে থেকে বরাদ্দ রুমটায় ঢোকার পর প্রথমেই যে মানুষটাকে দেখলো সে- *ক্যাথেরিন*।

ক্যাথেরিনও একই রকম বিষাক্ত দৃষ্টি হেনে বললো, "হ্যাঁ, আমি। এখন বিছানায় শুয়ে পড়ো। ডাক্তার এসে পড়বে শিগগিরই"।

একজন হাসপাতালের নার্সের পোশাক পরে আছে ক্যাথেরিন। তার দায়িত্ব হচ্ছে রুমে থেকে ভিক্টোরিয়ার ওপর নজর রাখা।

বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করতে লাগলো ভিক্টোরিয়া, "একবার যদি এডওয়ার্ডের সাথে কথা বলতে পারতাম-"

"খালি এডওয়ার্ড-এডওয়ার্ড," বিরক্ত স্বরে বললো ক্যাথেরিন। "এডওয়ার্ড কখনই তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভালোবাসেনি। গর্দভ কোথাকার।*আমাকে* ভালোবাসে এডওয়ার্ড"।

ক্যাথেরিনের একগুঁয়ে, জেদী চেহারার দিকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকালো ভিক্টোরিয়া।

"প্রথমবার দেখেই তোমাকে অপছন্দ হয়েছিল আমার। ডক্টর র‍্যাথবোনের সাথে দেখা করতে এসেছিলে যেদিন," বলেই যাচ্ছে ক্যাথেরিন।

"এই মিশনে আমি তোমার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ," ক্যাথেরিনকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যেই বললো ভিক্টোরিয়া। "যে কেউ তোমার এই নার্সের ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু আমার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু"।

"আমরা সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটাই শেখানো হয়েছে আমাদেরকে," শীতল স্বরে বললো ক্যাথেরিন।

"কিন্তু আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন খাবারের অর্ডার দাও। যদি পেটে কিছু না পড়ে তাহলে অ্যামেরিকান ব্যাংকারের সেক্রেটারির ভূমিকায় অভিনয় করবো কিভাবে?"

"সুযোগ থাকতে থাকতে যতটা পারো খেয়ে নেয়া উচিৎ তোমার," বললো ক্যাথেরিন।

তার এই কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ থাকতে পারে সেটা খেয়াল করলো না ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

*****

"আপনাদের এখানে মিস হার্ডেন নামের একজন এসেছেন নিশ্চয়ই?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন ক্রসবি।

ব্যাবিলনিয়ান প্যালেস হোটেলের রিসেপশন ডেস্কে বসে থাকা হোটেল কর্মকর্তা মাথা নাড়লো জবাবে।

"জ্বি, স্যার। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন তিনি"।

"তিনি আমার বোনের বান্ধবী। দয়া করে আমার কার্ডটা তার কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন"।

কার্ডের উল্টোদিকে পেন্সিল দিয়ে কিছু একটা লেখে সেটা খামে পুরে দিলেন তিনি।

যে ছেলেটা কার্ডটা নিয়ে গিয়েছিল সে ফিরে আসলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

"ওনার শরীরটা ভালো না। গলায় কি সমস্যা হয়েছে। এ মুহূর্তে একজন নার্স আছে তার সাথে। খুব শিগগিরই ডাক্তার আসবেন"।

ক্রসবি বের হয়ে আসলো সেখান থেকে। তিও হোটেলে গিয়েই মিস্টার মার্কাসের সাথে দেখা হয়ে গেলো তার।

"মিস্টার ক্রসবি! চলুন গলা ভেজানো যাক। আজ আমার হোটেল পুরো ভর্তি। কনফারেন্সের কারণে লোক সমাগম বেশি গত কয়েকদিন ধরে। কি আজব ব্যাপার বলুন তো! ডক্টর পন্সফুট জোনস পরশুই এখান থেকে চলে গেলেন আর আজকেই তার স্ত্রী আসছেন ইংল্যান্ড থেকে। তিনি তো নিশ্চয়ই আশা করবেন যে ডক্টর জোনস তাকে স্বাগত জানাবেন এখানে। কিন্তু আপনি তো চেনেনই তাকে, সবসময় তারিখ নিয়ে গোলমাল করেন। তবে মানুষটা ভালো," স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই বললেন মার্কাস। "তার জন্যে রুমের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। জরুরী একজন কর্মকর্তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে।"

"বাগদাদ দেখি সরগরম হয়ে উঠেছে"।

"পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে সব রাস্তায়। কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। কি গুজব ছড়িয়েছে চারদিকে, শোনেননি? কমিউনিস্টরা নাকি প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা চালাবে এখানে। পঁয়ষট্টি জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাশিয়ার পুলিশ বাহিনীর লোকজনকে দেখেছেন? সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখে তারা। কিন্তু এসবই আসলে ভালোর জন্যে"।

BanglaBook.org

*****

ফোনটা বেজে ওঠার সাথে সাথে রিসিভার তোলা হলো।

"অ্যামেরিকান অ্যাম্বাসি"।

"ব্যাবিলনিয়ান প্যালেস হোটেল থেকে বলছি। মিস অ্যানা সোফিয়া এখানে উঠেছেন"

অ্যানা সোফিয়া? তিনি কি কথা বলতে পারবেন এই মুহূর্তে?

"মিস সোফিয়া ল্যারিনজাইটিসে ভুগছেন। এ মুহূর্তে বিশ্রামে আছেন তিনি। আমি স্মলব্রুক, তার ডাক্তার। জরুরী কিছু কাগজপত্র আছে তার কাছে। তিনি চান যে অ্যাম্বাসির কেউ এসে সেগুলো নিয়ে যাক এখান থেকে। এখনই আসছে কেউ? ধন্যবাদ। আমি অপেক্ষা করছি"।

*****

আয়নার দিক থেকে ফিরে তাকালো ভিক্টোরিয়া। একটা দামী স্যুট তার পরনে। চুল আঁচড়ানো পরিপাটী ভাবে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত সে।
দেখলো ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথেরিন। হঠাৎ করেই সতর্ক হয়ে উঠলো সে। এভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন মেয়েটা?
কি ঘটতে চলেছে?
"ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন? দেখে মনে হচ্ছে যেন লটারি জিতেছো!। কি নিয়ে এত খুশি?"
"শিঘ্রই টের পাবে"।
বিদ্বেষ যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে ক্যাথেরিনের গলার স্বরে। সেটা লুকোনোর কোন চেষ্টাই করছে না সে।
"নিজেকে অনেক চালাক ভাবো তুমি," চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ক্যাথেরিন। "সবকিছু তোমার ওপর নির্ভর করছে, না? একটা গাধারও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি"।
চোখের পলকে তার ওপর হামলে পড়লো ভিক্টোরিয়া। শক্ত করে তাঁর কাঁধ ধরে পেছনের দেয়ালের সাথে চেপে ধরলো।
"কি বলতে চাচ্ছো, পরিষ্কার করে বলো"।
"ছাড়ো, লাগছে"।
"বলো-"
এসময় কেউ টোকা দিলো দরজায়। প্রথমে দুবার, এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আস্তে একবার। ক্যাথেরিনকে ছেড়ে দিলো ভিক্টোরিয়া। গিয়ে দরজা খুলে দিলো সে।
"এবার বুঝবে মজা," হিসিয়ে উঠলো ক্যাথেরিন।
একজন লম্বা চওড়া লোক প্রবেশ করেছে ভেতরে, তাকে আগে দেখেনি ভিক্টোরিয়া। ইন্টারপোলের পোশাক লোকটার পরনে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা সরিয়ে দিলো সে।
"তাড়াতাড়ি," ক্যাথেরিনের উদ্দেশ্যে বললো লোকটা।
পকেট থেকে দড়ি বের করে ক্যাথেরিনের সহায়তায় একটা চেয়ারের সাথে দ্রুত ওকে বেঁধে ফেললো লোকটা। বাঁধা দিয়েও সুবিধা করতে পারলো না ভিক্টোরিয়া। এরপর একটা স্কার্ফ বের করে ওর মুখ বেঁধে ফেলা হলো।
"হ্যাঁ, চলবে," ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললো আগন্তুক।
এরপর একটা মোটা লাঠি বের হয়ে আসলো তার হাতে। কি ঘটতে চলেছে সেটা সাথে সাথে বুঝে গেলো ভিক্টোরিয়া। আসলে এডওয়ার্ডরা কখনোই এটা

BanglaBook.org

চায়নি যে কনফারেন্সে যোগ দিক ও। সেটা অনেক বেশি ঝুঁকির হয়ে যাবে। ভিক্টোরিয়াকে বাগদাদের অনেকেই চিনে ফেলেছে। তাদের পরিকল্পনায় ছিল যে অ্যানা সোফিয়াকে(নকল অ্যানা সোফিয়া) মেরে ফেলা হবে একদম শেষ মুহূর্তে। আর এমন ভাবে মারা হবে তাকে যাতে তার চেহারা যাতে কেউ শনাক্ত করতে না পারে। শুধু সাথে করে যে নথিপত্র(জাল) নিয়ে এসেছিলো সে, সেগুলো থেকে যাবে।

জানালার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলো ভিক্টোরিয়া। হাসিমুখে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো লোকটা।

একসাথে কয়েকটা ব্যাপার ঘটলো সে মুহূর্তে। জোরে কাঁচ ভাঙার শব্দ- একটা হাত ধাক্কা দিয়ে চেয়ারসমেত নিচে ফেলে দিলো ওকে- চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলো ও-এরপর অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো সবকিছু... সেই আঁধার ছাপিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ইংরেজিতে বলে উঠলো একজনঃ

"আপনি ঠিক আছেন, মিস?"

কিছু একটা বিড়বিড় করলো ভিক্টোরিয়া।

"কি বললো?" অন্য একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো।

প্রথম লোকটা মাথা চুলকে বললো, "*স্বর্গে বসে থাকার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো-* এ ধরণের কিছু একটা"।

"বিখ্যাত কারও উক্তি এটা," অন্যজন বললো। "কিন্তু কিছু কথা উল্টাপাল্টা হয়েছে। বোধহয় ভুল জানেন তিনি"।

"ভুল হয়নি," এটুকু বলে অজ্ঞান হয়ে গেলো ভিক্টোরিয়া।

BanglaBook.org

*****

ফোন বেজে উঠলে রিসিভার তুললেন মিস্টার ড্যাকিন। একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো ওপাশ থেকেঃ

"অপারেশন ভিক্টোরিয়া সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে"।

"ভালো খবর," বললেন ড্যাকিন।

"ক্যাথেরিন সেরাকি এবং ভুয়া এক ডাক্তারকে ধরেছি আমরা। আরেকজন লোক ব্যালকনি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছে"।

"মেয়েটার কিছু হয়নি তো?"

"তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি হয়নি"।

"আসল অ্যানা সোফিয়ার ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?"

"এখন পর্যন্ত না"।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মিস্টার ড্যাকিন।

ভিক্টোরিয়া বোধহয় ঠিকই ধারণা করেছিল... অ্যানা সোফিয়াকে মেরে ফেলা হয়েছে।

ভদ্রমহিলা ওদের কোন সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। নিজ বুদ্ধির জোরেই এখানে আসতে চেয়েছিলেন। তার আশঙ্কা অবশ্য অমূলকও ছিল না। সরকারের ভেতরেও শত্রুপক্ষের অনেক লোক আছে। ১৯ তারিখে তার আসার কথা ছিল বাগদাদে। আজকে ১৯ তারিখ। শেষ পর্যন্ত নিজের তুখোড় বুদ্ধিও বাঁচাতে পারলো না মহিলাকে।

আর অ্যানা সোফিয়াকে ছাড়া কখনোই পুরো প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না

এসময় একজন একটা চিরকুট নিয়ে আসলো তার কাছে। সেখানে লেখা যে মিস্টার রিচার্ড বেকার এবং মিসেস পন্সফুট জোনস দেখা করতে চায় তার সাথে।

"এখন কারও সাথে দেখা করা সম্ভব না," বললেন ড্যাকিন। "বলে দাও যে আমি দুঃখিত, এ মুহূর্তে জরুরী কাজে ব্যস্ত"।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে আসলো বার্তাবাহক।

তার হাত থেকে খামটা নিয়ে ছিড়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে আনলো মিস্টার ড্যাকিন।

সেখানে লেখা; "হেনরি কারমাইকেলের ব্যাপারে আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি"।

"ভেতরে নিয়ে এসো," নির্দেশ দিলেন মিস্টার ড্যাকিন

রিচার্ড বেকার এবং মিসেস পন্সফুট জোনস প্রবেশ করলো তার রুমে। রিচার্ড বেকার বলে উঠলোঃ

"আপনার খুব বেশি সময় নষ্ট করবো না আমি, কিন্তু হেনরি কারমাইকেল নামের একজনের সাথে ইটনে পড়তাম আমি। অনেক বছর কোন যোগাযোগ ছিল না আমাদের, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে বাসরায় কনস্যুলেট অফিসে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আমাদের। একজন আরবের ছদ্মবেশে ছিল সে। মর্স কোডের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় কারমাইকেল। আরো শুনতে চান?"

"অবশ্যই শুনতে চাই," বললেন মিস্টার ড্যাকিন।

"বিপদের আশঙ্কা করছিলো কারমাইকেল। খুব শিঘ্রই সেটার প্রমাণ মেলে। একজন লোক রিভলভার নিয়ে আক্রমন করতে উদ্যত হলে তাকে থামাই আমি। সেখান থেকে পালিয়ে যাবার আগে আমার পকেটে একটা চিরকুট

BanglaBook.org

ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয় কারমাইকেল। ওটা পরে খুঁজে পাই আমি- সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয়নি তখন-একটা সুপারিশনামা মাত্র। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে আমি না বুঝতে পারলেও কারমাইকেলের কাছে নিশ্চয়ই গুরুত্ব আছে ওটার"।

এটুকু বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো রিচার্ড। মিস্টার ড্যাকিন কিছু বলছে না দেখে আবার কথা বলতে শুরু করলো।

"আমাকে যেহেতু কোন নির্দেশনা দেয়নি সে, সাবধানে সেটা সংরক্ষণ করি আমি। কয়েকদিন আগে ভিক্টোরিয়া জোনসের কাছ থেকে শুনতে পাই যে মারা গেছে কারমাইকেল। এছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার আমাকে খুলে বলেন মিস জোনস। সেগুলো বিবেচনা করেই আমার মনে হয়েছে যে আপনার কাছেই কাগজটা দিয়ে দেয়া সমীচিন হবে"।

একটা নোংরা কয়েক ভাঁজ করা কাগজ টেবিলের ওপর রাখলো রিচার্ড।

"এগুলোর কি কোন নির্দিষ্ট অর্থ আছে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ড্যাকিনের বুক চিড়ে।

"হ্যাঁ," বললেন তিনি। "অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ। আপনারা কল্পনাও করতে পারবে না..."

উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, মিস্টার বেকার," বললেন ড্যাকিন। "কিন্তু এখন মাফ করবেন আমাকে। কিছু ভীষণ জরুরী কাজ আছে আমার, এক মুহূর্তও আর নষ্ট করা যাবে না"।

মিসেস পন্সফুট জোনসের সাথে হাত মেলালেন তিনি, বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর পন্সফুট জোনসের সাথে কাজে যোগ দিতে এসেছেন? আশা করি ইরাকে ভালো সময় কাটবে আপনার"।

"ভালো হয়েছে যে আজ সকালে আমার সাথে বাগদাদে আসেননি ডক্টর পন্সফুট জোনস," বললো রিচার্ড বেকার। "এমনিতে ভুলোমনো হলেও নিজের স্ত্রী আর স্ত্রীর ছোটবোনের চেহারার পার্থক্যটা ঠিকই ধরতে পারতেন"।

অবাক হয়ে মিসেস পন্সফুট জোনসের দিকে তাকালেন মিস্টার ড্যাকিন।

মাপা কণ্ঠস্বরে কথা বলে উঠলেন ভদ্রমহিলাঃ

"আমার বোন এলসি এখনও ইংল্যান্ডে। ডক্টর পন্সফুট জোনস তার স্বামী। আমার চুলের রং কালো করে তার পাসপোর্টে ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসেছি আমি। আমার নাম আপনি জানেন, মিস্টার ড্যাকিন। আমিই অ্যানা সোফিয়া"।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

বাগদাদকে একদম চেনাই যাচ্ছে না। প্রতিটা রাস্তা ঘিরে রেখেছে স্থানীয় পুলিশ, ইন্টারপোল, অ্যামেরিকান পুলিশ আর রাশিয়ান পুলিশ। সতর্ক ভঙ্গিতে রাস্তায় অবস্থান করছে তারা।

প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন নতুন গুজব ছড়াচ্ছে। বড় বড় নেতারা নাকি কেউই আসেনি! দুই দুইবার রাশিয়ান প্লেন কড়া পাহারার মধ্যে অবতরণের পর দেখা গেছে ভেতরে পাইলট বাদে কেউ নেই।

অবশেষে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো যে সব ঠিকঠাক। অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট আর রাশিয়ার স্বৈরশাসক এসে পৌঁছেছেন বাগদাদে। রিজেন্ট প্যালেসে আছেন তারা।

ঐতিহাসিক কনফারেন্স শুরু হলো অবশেষে।

একটা ছোট মিটিংরুমে এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে যেগুলো বদলে দেবে গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে, গোটা কনফারেন্সে তেমন নাটুকে কিছুই হলো না।

হারওয়েল অ্যাটোমিক ইন্সটিটিউটের ডক্টর অলিভান ব্রেক একঘেয়ে ভঙ্গিতে তার কাছে থাকা তথ্যগুলো উপস্থাপন করলেন।

স্যার রুপার্ট ক্রফটন লি কিছু প্রমাণ জোগাড় করে এনেছিলেন চায়না এবং কুর্দিস্তান ভ্রমণের সময়। সেগুলোই পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। এরপর বৈজ্ঞানিক কিছু কথা বললেন তিনি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইউরোনিয়াম... পারমাণবিক বোমা...এসব। স্যার ক্রফটন লির কাছে থাকা আরও কিছু চিরকুট এবং তার ডায়রিটা শত্রুপক্ষ ধ্বংস করে ফেলায় তথ্যগুলো অসম্পূর্ণ।

এরপর মিস্টার ড্যাকিনের পালা আসলে শান্তস্বরে হেনরি কারমাইকেলের গল্প খুলে বললেন তিনি। কিভাবে কতগুলো গুজব শুনে সেগুলোর মূল খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে আসে বিশাল এক চক্রান্তের কাহিনী। কিভাবে প্রমাণের খোঁজে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটা জোগাড় করতে সক্ষম হয় সে। স্যার ক্রফটন লি তার কথা বিশ্বাস করে বাগদাদে আসতে সম্মত হন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের দুজনকেই মারা শত্রুর হাতে মারা পড়তে হয়।

BanglaBook.org

"স্যার রুপার্ট মারা গেছেন, কারমাইকেলও মৃত। কিন্তু একজন সাক্ষী এখনও জীবিত আর আজ এখানে উপস্থিত আছেন তিনি। মিস অ্যানা সোফিয়াকে তার নথিপত্র পেশ করার আহবান জানাচ্ছি আমি"।

মিস্টার মরগ্যানের অফিসে যেভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক সেভাবেই শান্তস্বরে সবকিছু ব্যাখা করলেন মিস অ্যানা সোফিয়া। কিভাবে তার তুখোড় অর্থনীতির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে হারিয়ে যাওয়া টাকাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তিনি। কথার সাথে উপযুক্ত প্রমাণও উপস্থাপন করতে ভুললেন না। সেই টাকা পয়সাই ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে আরেকটা মহাযুদ্ধ শুরুর কাজে। যারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো তারা একসময় স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে কারমাইকেল যা যা বলেছিল তার সবটুকুই সত্য।

আবার বললেন মিস্টার ড্যাকিনঃ

"হেনরি কারমাইকেল মারা গেছে, কিন্তু তার দুর্ধর্ষ অভিযান থেকে কিছু শক্ত প্রমাণ নিয়ে ফিরেছিলো সে। তবে সেগুলো নিজের কাছে রাখেনি ও, কারণ শত্রুপক্ষ প্রতি মুহূর্তে লেগে ছিলো ওর পেছনে। তবে এই অঞ্চলে ওর বন্ধুর অভাব ছিল না কোনদিনই। সেরকম দু'জন বন্ধুর মাধ্যমে প্রমাণগুলো আরেকজন বন্ধুর কাছে পাঠায় সে। সেই বন্ধুকে পুরো ইরাকের মানুষ সম্মান করে। আজ এখানে আসতে সম্মত হয়েছেন তিনি। কারবালার শেইখ হুসেইন আল জিয়ারা'কে কিছু বলার অনুরোধ করছি আমি"।

শেইখ হুসেইন আল জিয়ারা একজন বিখ্যাত কবি। অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি। এই মুহূর্তে উঠে দাড়িয়েছেন তিনি।

"হেনরি কারমাইকেল আমার বন্ধু ছিল," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। "তাকে ছোট থেকেই চিনি আমি। একসাথে বিভিন্ন বিখ্যাত কবির কবিতা পাঠ করেছি আমরা। কিছুদিন আগে কারবালায় দু'জন লোক আসে আমার কাছে। পুরো দেশজুড়ে ঘুরে ঘুরে কিছু ছবির প্রদর্শনী করে তারা, অনেকটা বায়োস্কোপের মত। তারাই আমাকে বলে যে আমার ইংরেজ বন্ধু একটা প্যাকেট তাদের কাছে দিয়েছে আমার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। কিন্তু সেই প্যাকেটটা একমাত্র কারমাইকেল কিংবা তার বিশ্বস্ত কোন বার্তাবাহকের হাতেই দেয়ার অনুমতি আছে আমার। তবে সেই বার্তাবাহককে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। যদি আপনি সেই বার্তাবাহক হয়ে থাকেন তবে দয়া করে সেগুলো বলুন আমাকে"।

মিস্টার ড্যাকিন বললেন, "এক হাজার বছর আগে কবি মুতানাব্বির লেখা এক আরবী কবিতার লাইন- *"যিদ হাশশি বাশশি তাফাদাল আদনি সূররা সিলি"*।

BanglaBook.org

হাসিমুখে প্যাকেটটা বের করে দিলেন শেইখ হুসেইন আল জিয়ারা- "এই যে কারমাইকেলের আমানত"।

"ভদ্র মহোদয়গণ," এই প্যাকেটে আছে কিছু মাইক্রোফিল্ম, যেগুলো হেনরি কারমাইকেল তার অভিযান থেকে নিয়ে এসেছিল, তার কথার প্রমাণ স্বরূপ..."

আরও একজন সাক্ষী কথা বললেন- একজন সর্বক্ষন মাথা হেট করে রাখা ভদ্রলোক। কিছুদিন আগেও গোটা পৃথিবী জুড়ে নামডাক ছিল তার।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনিঃ

"খুব দ্রুত সবাই আমাকে ফান্ডের টাকা মেরে খাওয়া প্রফেসর হিসেবে চিনবে। তবুও আপনাদের সামনে এক রকম বিবেকের তাড়না থেকেই উপস্থিত হয়েছি আমি। এমন কিছু লোকের কথা জানি আমি, যারা এই পুরো পৃথিবী ধ্বংস করতে চায়। তাদের চেয়ে বড় শয়তানের জন্ম হয়নি আজ পর্যন্ত। তাদের হৃদয়ের একদম গভীরে প্রথিত হয়েছে ক্ষমতার লোভ। এমন কিছু করতে চায় তারা যেগুলো কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে চিন্তা করাটাও অসম্ভব।" এটুকু বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। এরপর আগের চেয়ে চড়া গলায় বললেন, "যে কোন মূল্যে তাদের থামাতেই হবে। একমাত্র শান্তিই রক্ষা করতে পারবে এই ধরণীকে। যুদ্ধের ক্ষত একসময় সেরে যাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জোরে। তাই সেভাবেই কাজ করতে হবে আমাদের..."

তার কথা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকলো গোটা কনফারেন্স রুম।

এরপর একজন কূটনীতিবিদ তার স্বভাবসুলভ ধীর স্বরে বললেনঃ

"এসব তথ্য তুলে ধরা হবে ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস এর প্রিমিয়ারের সামনে..."

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

"আমাকে সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছে," বললো ভিক্টোরিয়া, "দামাস্কাসে ঐ নিরীহ ড্যানিশ মহিলার মৃত্যুর ব্যাপারটা"।

"তিনি ঠিক আছেন!" উৎফুল্ল স্বরে বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "আপনাদের প্লেন টেক-অফ করার সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করা হয়। সেই সাথে গ্রেফতার করা হয় সেই ফরাসি মহিলাকে। এরপর গ্রেট হার্ডেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাগদাদের সব কাজ ঠিকঠাকমতো সম্পন্ন হওয়ার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাকে অজ্ঞান করে রাখার কথা ছিল ওদের। তিনি অবশ্য আমাদের দলেরই একজন"।

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। যখন অ্যানা সোফিয়া উধাও হয়ে যায় তখন শত্রুপক্ষকে ভুল দিকে পরিচালনা করার জন্যে গ্রেট হার্ডেনের নামে একটা টিকেট বুক করা হয়। ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ ঠিকানা দেয়া হয় তার, যাতে ওরা মনে করে যে অ্যানা সোফিয়াই বাগদাদে যাচ্ছেন গ্রেট হার্ডেনের ছদ্মবেশে। তাকে কিছু নকল কাগজপত্রও দিয়ে দেই আমরা"।

"কিন্তু আসল অ্যানা সোফিয়া সেই হাসপাতালেই থেকে যান তার বোনের বাগদাদে আসার সময় না হওয়া পর্যন্ত"।

"হ্যাঁ। বিপদের সময় সবচেয়ে বড় সাহায্য পরিবারের পক্ষ থেকেই আসে। খুবই বুদ্ধিমতী একজন মহিলা তিনি"।

"আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যে আয়ু ফুরিয়ে এসেছে আমার," বললো ভিক্টোরিয়া "আপনারা কি আসলেও সবসময় আমার ওপর নজর রাখছিলেন?"

"সবসময়। আপনার এডওয়ার্ড নিজেকে যতটা চালাক ভাবতো, আসলে অতটা চালাক নয় সে। এডওয়ার্ড গোরিং এর ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত করছি আমরা। কারমাইকেলের খুন হবার রাতে যখন আপনি আপনার গল্প বললেন আমাকে, তখন সত্যিই আপনার জন্যে ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল।সেজন্যেই আপনাকে একজন গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ দেই আমি। এডওয়ার্ড যখন আপনার কাছ থেকে শুনবে যে আমার সাথে যোগাযোগ হয়েছে আপনার তখন

BanglaBook.org

ইচ্ছে করেই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে সে, কারণ আপনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবে তারা। সেই সাথে আপনাকে ইচ্ছে করে ভুল তথ্য দিলে আমরাও ভুল তথ্য পাবো। কিন্তু আপনি ছদ্মবেশী রুপার্ট ক্রফটন লি'র ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। তাই আপনাকে দৃশ্যপট থেকে উধাও করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এডওয়ার্ড। কনফারেন্সের তারিখ না আসা পর্যন্ত আপনাকে আটকে রাখা হতো সময় মতো অ্যানা সোফিয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করানোর জন্যে। আর যদি তাদের পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হতো, তাহলে..... হ্যাঁ মিস ভিক্টোরিয়া, আপনার ভাগ্য খুব ভালো বলেই আজ এখানে বসে পেস্তা বাদাম খেতে পারছেন"।

"সেটা জানি আমি"।

"এডওয়ার্ডকে নিয়ে এখনও ভাবেন আপনি?"

"মোটেও না। একদম বোকার মত আচরণ করেছিলাম আমি। ওর অভিনয়ের ফাঁদে পা দিয়ে মস্ত ভুল করেছি। নিজেকে জুলিয়েট ভাবছিলাম- ছিহ্!"

"নিজেকে অতটা দোষ দেবেন না। এডওয়ার্ডের মধ্যে একটা সহজাত গুণ ছিল কম বয়সী মেয়েদের নিজের ফাঁদে ফেলার"।

"আর সেটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতো সে"।

"তা তো বটেই"।

"এর পরের বার যখন প্রেমে পড়বো," বললো ভিক্টোরিয়া। "সেবার চেহারা দেখে কোন সিদ্ধান্ত নেবো না আমি। শুধু আমার প্রশংসা করবে আর আমি গলে যাবো সেটা হবে না। একজন আদর্শ জীবনসঙ্গী বেছে নেবো, তার মাথায় যদি চুল কমও থাকে কিংবা সে যদি মোটা কাঁচের চশমাও পড়ে তবুও কোন সমস্যা থাকবে না আমার"।

"পয়ত্রিশ বছরের নাকি পঞ্চান্ন বছরের?" জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ড্যাকিন।

"পয়ত্রিশ!"

"বাঁচালেন। এক মুহূর্তের জন্যে তো ভেবেছিলাম আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছেন বুঝি"।

না হেসে পারলো না ভিক্টোরিয়া।

"আরো কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার," বললো ওর। "ঐ স্কার্ফে কি আসলেও কোন বার্তা সেলাই করা ছিল?"

"হ্যাঁ। সেখান থেকেই শেইখ হুসেইন আল জিয়ারার নাম পাই আমরা। ডেফার্জ দ্বারা সেলাইয়ের মাধ্যমে বার্তা লুকোনোরই ইঙ্গিত করেছিল কারমাইকেল। আর রিচার্ড বেকারের কাছে যে চিরকুটটা ছিল সেটাকে

BanglaBook.org

আয়োডিন বাষ্পের সামনে ধরার পর ফুটে ওঠে শেইখ হুসেইন আল জিয়ারাকে কি বলতে হবে, সেটা। আসলেও দারুণ বুদ্ধি করেছিল কারমাইকেল"।

"আর মূল প্যাকেটটা পুরো দেশ জুড়ে বহন করে নিয়ে কারাবালায় পৌঁছে দিয়েছে দু'জন লোক? যাদের সাথে আমারও দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, একদম সহজ সরল দু'জন। সবাই বায়োস্কোপওয়ালা নামে চেনে তাদের। কারমাইকেলের বন্ধু ছিল তারা। ওর এরকম আরো অনেক বন্ধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই অঞ্চল জুড়ে"।

"নিশ্চয়ই দারুণ একজন লোক ছিলেন তিনি। মারা গেছেন এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে"।

"আমাদের সবাইকেই একসময় বরণ করতে হবে মৃত্যুকে," বললেন মিস্টার ড্যাকিন। "শুধু যদি ও জানতে পারতো ওর কারণে কত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেছে গোটা পৃথিবী..."

"একটু অদ্ভুত না ব্যাপারটা?" জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া। "কারমাইকেলের রেখে যাওয়া সূত্রের অর্ধেক আমার কাছে আর বাকি অর্ধেক রিচার্ড বেকারের কাছে ছিল। যেন..."

"যেন ভাগ্যই ঠিক করে রেখেছিলো সেটা," হাসিমুখে তার কথাটা শেষ করে দিলেন মিস্টার ড্যাকিন। "এখন কি করবেন আপনি, মিস ভিক্টোরিয়া?"

"নতুন চাকরি খুঁজতে হবে," বললো ভিক্টোরিয়া।

"আমার তো মনে হয় চাকরিই হয়তো আপনাকে খুঁজে নেবে," বললেন মিস্টার ড্যাকিন।

এরপর রিচার্ড বেকার ঘরে প্রবেশ করায় বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি।

"মিস ভিক্টোরিয়া," বললো রিচার্ড। "ভেনেশিয়া স্যাভাইল আসতে পারবে না বলে জানিয়েছে। মাম্পসে ভুগছে সে। খননকার্যের ওখানে আপনি দারুণ কাজ করছিলেন। সেখানে কি ফিরে আসবেন? আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না। যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই হবে। হয়তো খুব বেশি বেতন পাবেন না, তবে ভালোমতো ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে পারবেন। মিসেস পন্সফুট জোনসও আসছেন আগামী সপ্তাহে। আপনার অসুবিধে হবে না"।

"আপনি আসলেও চান আমাকে?" উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।

তার প্রশ্নটা শুনে কোন এক কারণে রক্তিম হয়ে উঠলো রিচার্ড বেকারের চেহারা। একবার কেশেও উঠলেন।

"আপনি সেখানে গেলে আমাদের কাজে আসলেও সুবিধে হবে," অবশেষে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

"অবশ্যই যাবো আমি," বললো ভিক্টোরিয়া।
"তাহলে তো আজকেই আপনার মালপত্র নিয়ে তেল আসাদে রওনা হয়ে যেতে পারি আমরা। বাগদাদে আরও থাকতে চান আপনি?"
"মোটেও না," জবাব দিলো ভিক্টোরিয়া।

*****

"তাহলে এসেছো তুমি, ভেরোনিকা," বললেন ডক্টর পন্সফুট জোনস। "রিচার্ড তো একদম চিন্তায় পড়ে গেছিলো তোমাকে নিয়ে। আশা করি তোমরা দু'জনই খুশি এখন"।
"কি বোঝাতে চাইলেন তিনি?" ডক্টর পন্সফুট জোনস চলে যাবার পরে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো ভিক্টোরিয়া।
"ও কিছু না," দ্রুত বললো রিচার্ড। "তুমি, মানে- আপনি তো জানেনই তার স্বভাব। একটু ভুলোমনা"।

--- শেষ ---

Agatha Christie

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG